অশোক-গুচ্ছ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
প্রণীত।

কলিকাতা,
১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩১৯।

কলিকাতা,
১৭ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে,
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্যের তালিকা।

"অশোক-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১।।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ টাকা।

"গোলাপ-গুচ্ছ"—মূল্য—রেশমী বাধা ২৲ দুই টাকা, কাপড়ে ১।।০ দেড় টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"পারিজাত-গুচ্ছ"—মূল্য - রেশমী বাধা ২৲ দুই টাকা,কাপড়ে ১।।০ টাকা, কাগজে ১৲ এক টাকা।

"শেফালি-গুচ্ছ"—মূল্য —রেশমী বাঁধা ১৷৵০ সাত সিকি,কাপড়ে ১।০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৷৵০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-নৈবেদ্য"—মূল্য—রেশমী বাধা ১৷৵০ সাত সিকি,কাপড়ে ১।০ পাঁচ সিকি, কাগজে ৷৵০ বার আনা।

"অপূর্ব্ব-শিশুমঙ্গল"—মূল্য—রেশমী বাঁধা ১।০ পাঁচ সিকি, কাপড়ে ৷৵০ বার আনা, কাগজে ।।০ আনা।

"অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাধা ৷৵০ বার আনা, কাপড়ে ।।০ আট আনা, কাগজে ।০ চারি আনা।

"অপূর্ব্ব-বীরাঙ্গনা"—মূল্য—রেশমী বাধা ৷৵০ বার আনা,কাপড়ে ।।০ আট আনা, কাগজে ।৴০ ছয় আনা।

"হরিমঙ্গল"—মূল্য—।।০ আট আনা।

"মালঞ্চ-কাব্য"—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস প্রণীত। মূল্য—রেশমী বাঁধা ১।।০ দেড় টাকা, কাপড়ে ১৲ এক টাকা, কাগজে ৷৵০ বার আনা।

"দেবেন্দ্র মঙ্গল"—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত। মূল্য—৴০ এক আনা।

অশোক-গুচ্ছ।

"Say not now thy task is ended ;
Sing the lovely pure and true ;
Sing until thy verse is blended
With the Song for ever new."

হ'লনা এখনি কার্য্য হ'ল সমাধান ;
গেয়ে যাও, গেয়ে যাও, গেয়ে যাও গান,—
সত্য শিব সুন্দরের পবিত্র সঙ্গীত
গাও,—যতক্ষণ নাহি হয় সম্মিলিত
চির-নব সেই মহা সঙ্গীতের সাথে
—এক হ'য়ে মিশে যায় অভেদ আত্মাতে !

: অশোক-গুচ্ছ।

আমার বন্ধুরা বলে ; "কত কাল ? আরো
কত কাল, দেবেন্দ্রের চিত্ত নন্দনের
সুন্দরী কবিতা-বধূ—নয়নে তাহার
কি ভঙ্গিমা ! অঙ্গে অঙ্গে মাধ কি মহিমা !
কি গরিমা ! অকপট সরল হাসিতে
কি রঙ্গিমা !—লীলাময়ী গতিতে তাহার
ছন্দোবন্ধে কি মধুর শিঞ্জিনী-ঝঙ্কার !—
ছদ্মবেশে কতকাল মাসিকপত্রের
অলিতে গলিতে, দীনা, বিপদ-বিপন্না,
অনাদৃতা, অসম্ভ্রমে, ভিখারিণী-বেশে,
চীর-গ্রন্থি পরিধানা, পাণ্ডুর-বরণা,
ভ্রমিবে ? হে কবি, অসহ্য এ দুরবস্থা—
অপদস্থা, অৰ্দ্ধনগ্না দ্রৌপদী যেমতি
কৌরব-সভায় !—অযোধ্যার রাজপথে
সদ্য-নির্ব্বাসিতা যথা রাজবধূ সীতা !
কোথায় বিদর্ভপতি ? কোথা সে ঐশ্বর্য্য ?
অনিবার্য্য অদৃষ্টের এ কি বিড়ম্বনা !
পুরাঙ্গনা-সখীবৃন্দ-মাঝে কোথা সেই
দিব্যাঙ্গনা ? কোথা সেই স্বয়ম্বর-বধূ ?
অৰ্দ্ধনগ্না এবে রাজরাণী ! ললনারে
অৰ্দ্ধচীরগ্রন্থি পরাইয়া, মহারণ্যে
ছাড়ি, চলি গেলা নলরাজা !—দময়ন্তী
শনির কুচক্রে কাঁদে, বিধির বিপাকে !

সুন্দ উপসুন্দ ভয়ে, পারিজাত-মূল,
মন্দাকিনী-কূল ত্যজি, আশঙ্কা-আকুল,
ছদ্মবেশে ভ্রমে যেন নৈমিষ-অরণ্যে
চিরানন্দময়ী আহা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী !
হে কবি ! খণ্ডন কর দুঃখ দৈন্য এর ;
গলে দোলাইয়া দাও পারিজাতমালা,
বাজায়ে মঙ্গল-শঙ্খ ; ভালে দাও এর
ললাটিকা ; করহ মণ্ডিত সু-কপাল,
সিন্দূরে ; ফুটাও হাসি অধরে ইহার ;
ইন্দু-পাণ্ডু ক্ষৌম-বস্ত্রে সাজাও ইহার
শ্রী-অঙ্গ ; মুকুন্দের পাদপদ্ম স্মরি,
ঘুচাও মর্ম্মের ব্যথা ! হরিসম্মিলনে
বৃন্দাবনে হাসে যথা ব্রজের সুন্দরী,
হাসুক এ বঙ্গলক্ষ্মী ! হৃদি-সিংহাসনে
হোক্ প্রতিষ্ঠিতা এই সোণার প্রতিমা !
আপনি সুরেশ, শেষ প্রুফ্-বস্ত্রে দিয়া
ইন্দ্রধনুবর্ণ কিম্বা সেফালী-কুঙ্কুম,
করিবে এ ইন্দ্রাণীরে আনন্দাসুন্দরী !”

আমি কহিলাম হাসি : “একি এ বিদ্রূপ,
বন্ধুবর্গ ? দু’দিনের রঙ্গপরিহাস
করি, দূর মিশরের ‘মমি’ সম, সুখে
ছিল যাহা বাক্‌শূন্য—একি রঙ্গ তব !—
তোমাদের স্বর্ণকাটি-স্পর্শে, অকস্মাৎ
জাগ কি উঠিবে আজি জীবন্ত হরষে ?

আদর সোহাগে তব এ মৃত 'ফিনিক্স্',
তোমাদের মন্ত্রসিদ্ধা-বিদ্যুৎ-পরশে,
ঝটপট ইন্দ্রধনু-পালক প্রসারি,
হইবে কি বিশ্বরমা, জীবন্ত বিহগী ?
রক্ষা কর, বন্ধুবর্গ, তোমাদের এই
সুললিত যত্ন হ'তে ! এব্রাহ্যাম কাউলী,
কোন্ মন্ত্রবলে হবে কবিগুরু শেলি ?"
করিলাম নিবারণ—শোনে না, শোনে না
নিবারণ ! করিবেই গ্রন্থ সুপ্রকাশ
সু-প্রকাশ। (একি লীলা, হে দয়াল হরি !
কত যত্নে, হে গোবিন্দ, হে গোকুলচন্দ্র,
আমার এ মৃত লেখাগুলি—জিয়াইছ
সেগুলিরে, স্বর্ণবর্ণে, প্রেমের অক্ষরে !
হে ব্রজের পূর্ণচন্দ্র, প্রিয় বেনোয়ারি,
আমার এ রবি-তপ্ত কল্পনা-কুমুদী,
ফুটিবে কি পুনর্ব্বার ? রাধাপদ্ম যথা,
হেরি তোমা, পাশরিত হৃদয়ের ব্যথা !)
সুধু তাই নয়—এরা চিক্কণ কাগজে,
রেশমী মলাটে, সাজাইয়া বরতনু,
বোর্ণ শেপর্ডের মরি তুলিকার গুণে
করিয়া সংস্কার মোর শ্রীহীন মূরতি,
(বিবাহ-কৌতুকে যথা তেজব'রে বরে
করে সুসজ্জিত যত স্নিগ্ধ জন তার !)
ফোটো সহ কাব্য-গ্রন্থ, করিবে প্রচার !

কি নামে নামকরণ হইবে গ্রন্থের ?
সুন্দর নামের লাগি হ'ল হুড়াহুড়ি ।
কেহ বলে 'কল্লোলিনী' ; কেহ 'নির্ঝরিণী' ;
কেহ বলে "হ'ক্ নাম 'কবির মালঞ্চ' ।"
কেহ বলে সকৌতুকে—রবীন্দ্র বাবুর
হয়েছে 'কণিকা' আর হয়েছে 'ক্ষণিকা',
হউক্ 'গুঁড়িকা' নাম এ নব কাব্যের ।"
কেহ বলে "পুষ্প-নামে চির-পরিচিত,
কিম্বা পুষ্পাধার-নামে হ'ক্ অভিহিত —
হ'ক 'ফুলদানী' নাম অথবা 'শেফালি' ।"

নামঞ্জুর ! নামঞ্জুর ! হ'ল না পছন্দ !
পাই না, পাই না নাম মাথা ঘামাইয়া !—
তার পর, এক জন, বিজন নিভৃতে,
কল্পনার শিল্পশালা-নিরালায় বসি,
প্রেমচক্ষে শ্রীহরিরে বিশ্বময় হেরি,
বর্ণের তুলিতে আঁকি যুগল-মূরতি
শ্রীরাধা কৃষ্ণের—মগ্না, ভাবিতেছিলেন,
কেমনে রাধার ওই অনিন্দ্য বদনে
ফুটায়ে তুলিব যত্নে, ভকতির বর্ণে
প্রতিভার বর্ণ মিশাইয়া, মহাদেবী
ম্যাডোনার সরলতা, পবিত্র মূরতি !—
কহিলা, "নামের জন্য কেন রে পাগল,
বাছা তোরা ? থাক্ নাম 'অশোকের গুচ্ছ' ।"

অশোক-গুচ্ছ।

অশোকের গুচ্ছ ?—কই মা ইহাতে কোথা
নব বসন্তের কচি চিক্কণ পল্লব ?
রতির সীমন্ত শোভী সিন্দুরের মত,
অশোক পুষ্পের কই পদ্মরাগ-ছটা ?
নবোঢ়ার ব্রীড়া-দীপ্ত, আরক্ত কপোলে
হাসি সম, কোথায় মা, আনন্দের রাশি ?
পবিত্র বিষাদ কই ? যে মাধুরী হেরি,
মুছিয়া চক্ষের জল মলিন অঞ্চলে,
হাসিত মধুর হাসি চিরদুঃখী সীতা !
এ যে শুধু মরুরাজ্য ! ধূধূ করি উড়ে
অবিশ্রান্ত বালুরাশি, জন্মান্ধ ঝটিকা !
হাসিয়া কহিলা মাতা—"নারে বাছা, তোর
অশোকের গুচ্ছে, নাহি সুষমার ওর !"

আমি কে ?

এক যে বিধবা আছে এ দেশের মাঝে,
তাহারি মূরতি মোর হৃদয়েতে রাজে !
পাটল অধরে তার,
চঞ্চল ধূসর কেশে
ডুবায়ে তুলিকা ঘন, আঁকি আমি ছবি—
অতি ক্ষুদ্র, বাঙ্গলার কবি।

এক যে কুলীন-কন্যা আছে বাঙ্গলায়,
আশার প্রদীপ ধরি, জীবন কাটায়!
দেহ-মালঞ্চের তার,
অর্ঘ্যপুষ্প ঝ'রে যায়!
হে দেবতা! কোথা তুমি?—আঁকি সেই ছবি-
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

এক যে সধবা আছে, কোলে পিঠে যার
শিশু-স্মর রেখে গেছে ফুল-ছবি তার!
সীমন্ত-সিন্দূরে তার,
চরণ-অলক্ত-রাগে,
ফলাইয়া নবরাগ, আঁকি আমি ছবি—
চির-দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

এক যে শেফালি আছে, হেরি যার হাস
যৌবন-নিকুঞ্জে মোর চির মধু-মাস!
দাঁড়ায় চটুল দাসী,
শেফালির তলে আসি—
ওরো চক্ষে দেব-হাসি! আঁকি সেই ছবি—
দীন দুঃখী, বাঙ্গলার কবি।

গ্রামের এ কূলে কূলে, প্রাণের অশ্বত্থ-মূলে,
যত দিন বহিবে জাহ্নবী,
খোকারে লইয়া বুকে,
প্রিয়ারে আলিঙ্গি সুখে,
বুক পুরি, রঞ্জিব এ ছবি—
ক্ষুদ্র আমি, বাঙ্গলার কবি।

তোমরা সকলে গেলে,
আমারে একেলা ফেলে,
স্বদেশের মায়া ভুলে !—অরণ্য-অটবী
এখনো এ দেশ নয় !
—এখনো জাহ্নবী বয় !
শরতে চাঁদনি হাসে !—আঁকি সেই ছবি—
দীন দুঃখী বাঙ্গলার কবি।

নারী-মঙ্গল।

জানি জানি নারি, তুমি কবি-বিধাতার
শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কান্ত পদাবলী ;
ছন্দোবন্ধে, অনুপ্রাসে মরি কি ঝঙ্কার !
শ্যামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
উপমার কারিগরি, বর্ণের যোজনা,
কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !
হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুব্ধ চেতনা—
নাচিছে উর্ব্বশী যেন বাসন্তী-নিচোলা !
কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমায়
অর্থের মধুরতর চিকণ রঙ্গিমা—
ভাবের সে সমাবেশ ! (রস উথলায়
পদে পদে—চারুত্বের গুপ্ত গরিমা !)—
লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর, সরে না গো বাণী !
করিব এ গুণপনা কেমনে বাখানি ?

সুকেশিনি, সুহাসিনি, চম্পকবরণি,
হে সুন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্ব্বরী,
পতি পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী!)
যাও অদ্ধযামিনীতে--আনন্দ-লহরী
জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে! বধূ-বিলাসিনী
অভিসারিকার বেশে! নূপুর গুঞ্জরি
নাচে মৃদু; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কিণী
গুঞ্জরি; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী!—
কি উৎসব! হাসে দীপ; হাসে নেত্র তারা
হাসে অলকের পুষ্প; ঝলকে ঝলকে
হাসে তব রক্ত চেলী; হর্ষে হয় সারা
সারা গৃহ, গৌরাঙ্গীর পরশ-পুলকে!
রূপে ভোর পতি তব, তোমার সুষমা
পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা!

নিশান্তে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
শ্বশ্রূর পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
সাজাও পুষ্পের থালা, চন্দনের বাটী—
অর্চ্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী!
বধূর সুমুখ হেরি, শ্বশ্রূর আ মরি
নেত্রে বহে আনন্দের বারি!—ত্যজি শাটী,
পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে সুন্দরি,
কোথা যাও? বিম্বাধরে আনন্দ না ধরে!

পশিয়া রন্ধনগৃহে, তণ্ডুল ব্যঞ্জন
সুস্বাদু ! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে !
শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
তুমি সখি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা !

তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
রসরঙ্গে, মধুমাসে, রচে 'মাধবিকা'—
চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ডোর !
পরায় তোমার গলে মোহন মালিকা !
তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্যুতের খেলা
মেঘে মেঘে ! বর্হ তুলি নাচিছে শিখিনী !)
হৃদি-কদম্বের-শাখে দোলাইয়া 'দোলা',
ডাকে তোমা—দোলাইতে তোমারে রঙ্গিণি !
তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিত্রার' উদ্যানে
বসিয়া ("অকুল শান্তি, বিপুল বিরতি ;
নাহি কাল, দেশ !") চাহি, তব মুখ-পানে,
"অনিমেষে করে সখি তোমারি আরতি !"
"অম্বর-মাঝারে তার একা একাকিনী"
তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার যামিনী !

তুমি মোর স্পর্শমণি ! তোমার দু' হাতে
পিত্তলের বালা যদি পরাই সোহাগে,
দারিদ্র কঙ্কণ-দুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে !

গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাথে'
কি সম্বন্ধ পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিরাগে !
মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে !
তুমি যবে হাস্যমুখে তাদের সকাশে
যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
তাদের মলিন তনু কি দ্যুতি বিকাশে,
করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
আমারো ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !
সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উদ্যানে,
শোভিতে মন্দার-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়,
নীলকান্ত-আলবালে, কনক-বিতানে,
পালিত যক্ষ মোহিনী ! প্রবাল-শাখায়
ফুটিত মুকুতা-ফুল !—চাহি তব পানে,
হর্ষ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে,
লাল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উদ্যানে,
আলিঙ্গিয়া পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহু ! চাহি তব পানে,
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নর্ত্তন শিখিত !
আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি !
ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ, ফুটিতে কি আলি ?

তারপরে বুঝি কোনো দুর্ব্বাসার শাপে,
নারী হ'য়ে জনমিলে অবনী-মাঝার?
তব পুণ্যফলে, সঙ্গে আনিলে তোমার
স্বর্ণবর্ণ, শ্রীঅঙ্গের চারু ইন্দ্রচাপে!
তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
উছলে স্বর্গের সেই দুরন্ত সৌরভ!
কি বলিব? তোমার ও বসন-অঞ্চলে
বাঁধিয়া এনেছ, সখি, স্বর্গের বিভব!
কি বলিব? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
হাসি কহে: "হের দেখ দরিদ্রের ঠাট্!"
হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,
তুমি মোরে—রত্নময়ি!—করেছ সম্রাট্!
দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার!
কে পায় মরতে বল হেন উপহার?

তাই সখি, তোমার ও রূপ কক্ষে বসি,
থাকি আমি দিবানিশি। লোকে বলে: "একি!
নির্জ্জনে কেমনে থাকে!"—হে কবি-প্রেয়সি,
বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি?
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন?
সহস্র সমিতি সে যে, সভার আহ্বান,
সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান!

তুমি একা কথা কও ? দু'চক্ষু চঞ্চল
কথা কয়; কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল;
কথা কয় শত মুখে কেশের কুন্তল!—
কারে উত্তরিব ? হই বিস্ময়-বিহ্বল!
কি উৎসব! রূপরাজ্যে এ কি সুমঙ্গল!
এ কি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ষ-কোলাহল!

প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহারা!
"নির্জ্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
বিশ্বের সংবাদ রাখি নখের দর্পণে!"—
এই ভাবি, হয় তারা বিস্ময়েতে সারা!
তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জ্জন ?
সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
সহস্র মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন!
বসি তব রূপ-কক্ষে, বিশ্বের আকাশ
হেরি সখি; সীমাশূন্য সে নীল বিতানে
রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
দেববৃন্দ, দেববধূ, আলোক-বিমানে!
কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
জীব রাজ্য, তরু রাজ্য, নরনারীময়!

বিস্ময়-বিস্ফার-নেত্রে জ্ঞাতি বন্ধু বলে:
"বধূর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?

তার এত মাতৃভক্তি? বুঝি ভূমণ্ডলে
নাহি হেন বন্ধু প্রীতি! দেখেছ কি কেহ
কুটুম্ব-আদর এত?"—ও রূপ-অনলে
(হোমানলে!) পুড়ায়েছি "আমিত্বের" দেহ
অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে!
স্বজনি লো! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী!—
তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
পুণ্য-কুম্ভ মেলা দিনে, সরমে ভরমে
অবলজ্জা ত্যজি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
আমার এ আত্মা-বধূ!—গড়েছে মন্দির
ভিতরে: বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির!

লোকে বলে: "সবি এর অদ্ভুত ব্যাপার!
দু'সন্ধ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এই!—
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
সেও কিন্তু দেয় এরে প্রীতি-উপহার!"
"সেও কিন্তু করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ;
আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাদু পিয়ায় যতনে!
পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন;
ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে।"
অয়ি যাদুকরি! এরা জানে না তোমার
যাদুমন্ত্র—কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা—
প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা!

অয়ি বিশ্বরমে, তব প্রীতি প্রতিভার
কি মাহাত্ম্য!—দীন আমি, পথের ভিখারী :
বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি!

লোকে বলে : "এর হায় এমনি সুরীতি,
পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
পাবে না (হাসির কথা!) দুইটি বৎসর!
(ধৈর্য্যের আশঙ্কা স্থল! বন্ধুতার ভীতি!)—
তব্‌ কিন্তু এর প্রতি বিরাগ, অপ্রীতি,
কভু নাহি জনমিবে তোমার পরাণে!
অদ্ভুত আলাপী!—বুঝি যাদুমন্ত্র জানে!"
আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী!
স্বর্জনি জানে না এরা—-নির্ব্বাক্‌ নীরবে,
তোমার আয়ত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী!)
ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে!
মুগ্ধ হ'য়ে, শোনে শ্রোতা—মোর অন্তঃপ্রাণী!
বশম্বদ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা—
মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা!

লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার রীতি,
আতপ তণ্ডুল-দুগ্ধ উদ্ভিদের রসে
এ দেহ পালন! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি
নাহি মম! এ কি রঙ্গ হায় এ বয়সে!

"পশু, পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয়!"—
তুমি মোরে শিখায়েছ, অয়ি স্নেহলতা!
করুণাময়ীর প্রাণ দ্রব হ'য়ে বয়
জীব-দুঃখে, নারী-রূপা কে তুমি দেবতা?
কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী,
অয়ি গৃহস্থের বধূ, অযত্ন-অম্বরা,
বিশ্বের সৌন্দর্য্য তুমি লইয়াছ কাড়ি!
"বাকল-বসনা শোভা—তাপসী সরলা!"—
তোমারি এ শিক্ষা, অয়ি গৃহ-শকুন্তলা!

কেহ বলে: "আছে এর শিরোরোগ-ব্যাধি!
কেহ বলে: "এ কবিটি নিশ্চয় পাগল!
ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছৃঙ্খল!"—
এই রূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী!
শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
তারা বলে: "এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
সোমরস; হের ওর রক্তিম নয়ানে
মাদকতা!"—আমি হাসি মিথ্যা অপবাদে!
তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়ালা
দাও ভরি সুধারসে: আমি হ'য়ে ভোর,
পিই তাহা—সুধামুখি! নিভৃত নিরালা
তব সোহাগের কুঞ্জে!—অপরাধ ঘোর
এইমাত্র মোর!—ও-গো নিন্দা, দৈত্যবালা!
পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর!

আলু থালু কেশপাশ, মাথার বসন
চরণে লুটায়ে পড়ে; ব্যস্ত গৃহকাজে,
ছুটিতেছ চতুর্দ্দিকে! জান না বন্ধন,
মূর্ত্তিমতী স্বাধীনতা! পাগলিনী-সাজে,
হাসিয়া করিছ কাজ! যেন মেঘমাঝে
শ্রাবণের সৌদামিনী! বিমুক্ত হরিণী
যেন বনমাঝে! তটিনী যেন রঙ্গিণী!
উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্ত্তি রাজে!
হে নারি! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
তবু কি বন্ধন! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা,
তোমার এ উচ্ছৃঙ্খল অশোভা-ভিতরে!
চঞ্চলারে বাঁধিয়াছ অয়ি সুমঙ্গলা!
সুশাসিত, নিয়ন্ত্রিত রাজতন্ত্র-মাঝে,
রাজ্ঞী হ'য়ে, তোমার ও নারী-মূর্ত্তি রাজে!

হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি! তাই এ বন্ধন
মম অবন্ধন-মাঝে! কল্পনা-অশ্বিনী
ছুটিছে কান্তারে, তার চরণে শিঞ্জিনী
দিয়া, আনিছ টানিয়া; ধন্য এ যতন!
নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা;
তিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
ফুটায় চন্দ্র-কুসুমে, তুমিও তেমনি
কবি-চিত্ত-অন্ধকারে ঢালিয়াছ বিভা!
চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে!

ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে ঝটিকা !—
কবি চিত্ত-বেলা ভূমে সৌন্দর্য্যের শিখা
কে জ্বালিল ? কে নারি, মোহিনী মূর্ত্তি ধরে,
'শান্তি শান্তি' উচ্চারিলে !—আইল অমনি,
সাগর সঙ্গমে যথা অপ-সুরধুনী।
নিরানন্দে ছিল যথা প্রেমের নগরী ;
ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য্য-বিভব
ছিল গুপ্ত ; মালঞ্চের পুষ্পতরু সব
ছিল শুষ্ক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সুন্দরী !
তুমি এলে একদিন রাজরাণী-প্রায়—
জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
সে দিন কি ভুলিয়াছি ? ভোলা কি গো যায় ?
এস সখি, আজি তোমা অভিষেক করি !
ধর ধর ছত্রদণ্ড, রাজরাজেশ্বরী !—
বিপুল ভাবের রাজ্য, অদ্ভুত, বিরাট !
বিচিত্র কুসুম-আলোকে তোরণ-কপাট
আলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
বরষিছে লাজমুষ্টি ; গায় শত ভাট
তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

পরশমণি।

(হেম বাবুর পরশমণি-শীর্ষক কবিতা-পাঠ করিয়া)

১

কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?
হে কবি, বুঝেছ ভুল, কবি-চক্ষে একি ভুল !
জাগ্রতে হেরেছ তুমি অলীক স্বপন ?
দুইটি খঞ্জন হেরে, পড়িয়ে মায়ার ফেরে,
ভাবিছ কাঞ্চনে জলে মাণিক্য মোহন ?
আলয় হইতে তুলে, একখণ্ড কাচ খুলে,
মানবে দিয়াছে বিধি স্ফটিক দর্পণ।
রজিন এ কাঁচ দিয়া, এই বিশ্ব নিরখিয়া,
ক দেখিতে কি দেখিছ ? অসত্য দর্শন !
হেরি ইন্দ্র নীলকান্তি, কবির হইল ভ্রান্তি
কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?

যদি এই নর-চক্ষু পরশ হইত,
কভু কি রে অন্ধ লোক, ত্যজি অবসাদ শোক,
আনন্দ-কুটীরে বসি হাসিত কাঁদিত ?
প্রিয়া-করস্পর্শে হায়, হয়ে রোমাঞ্চিতকায়,
বৈকুণ্ঠের যত দৃশ্য সম্মুখে হেরিত ?

যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বেরে, নানাবর্ণে চিত্র ক'রে,
রাখিত সম্মুখে? বিশ্বে অবাক্ করিত!
চক্ষে ঘোর বিভাবরী, ডুমুরের ফুল হেরি,
হোমর মিণ্টন আজি, দেখ রে চাহিয়া,—
নির্ব্বাপিত নেত্রপুটে, স্বর্ণ-রাজ-মুকুটে,
জগতের ছত্রদণ্ডে, লয়েছে কাড়িয়া!

৩

প্রেমই পরশমণি জগত-ভিতর।
ত্রিলোচন দিগম্বর, গৌরীরূপ নিরন্তর,
নিরখিয়া এক দৃষ্টে, তবুও কাতর!
দারুণ অতৃপ্তি জ্বলে;—গৌরীর চরণতলে,
নয়ন মুদিলা তাই ভোলা মহেশ্বর!
আঁধারে মাণিক জ্বলে; আত্মার মণ্ডপ-তলে,
জ্বলে উঠে জ্বল্ জ্বল্ সহস্র দেউটি!
বম্ বম্ হর হর! প্রেমে গদ গদ হর
মায়ের রাঙা চরণ ধরেন সাপটি।
লালপদ্ম বক্ষে তুলি হয়ে মহা কুতূহলী,
নেত্র মুদি হেরে রূপ, উলটি পালটি।

৪

যদি মানবের চক্ষু পরশ পাথর,
বিধাতার মূর্ত্তি হেরি, হতে চাও দেশান্তরী
তুমি কেন? আমিই বা কেন নিরন্তর,
ওই বিষাদের বেশ, ওই মূর্ত্তিমান ক্লেশ,
হেরি অচঞ্চল চিত্তে পাপিষ্ঠের মত?

স্বদেশের দুঃখে হায়, বুক তব ফেটে যায়,-
হেসে খেলে আমি কিন্তু বেড়াই নিয়ত?

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি!
প্রেমই পরশমণি, যাদুকর-স্পর্শে যার,
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী!
ইহারি পরশ-বলে, অতুল রূপসী-সাজে,
দাঁড়ায় যুবার পার্শ্বে শ্যামাঙ্গী রমণী!
ইহারি পরশ-বলে, কৃষ্ণ ভূঙ্গে ক্রোড়ে লয়ে,
মদনলাঞ্ছন মুখ নেহারে জননী!
ইহার পরশ পেয়ে, ত্রিভঙ্গের শ্যাম-অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী!
হে কবি, ইহারি বলে, হেরিয়াছ বঙ্গঘরে,
ডেসি-লেসি-ড্যাফোডিল-কুসুম-লাঞ্ছন,
বঙ্গনারী-পুষ্প-রাজি, বিশ্বে অতুলন!

প্রেমই এ বিশ্বতলে পরশ রতন!
বিদেশে বিরহী যদি, মসীলিপ্ত পত্র পায়,
ভাবে যুবা, পাইয়াছে কষিত কাঞ্চন!
কি যেন কি নিধি পেয়ে, দুঃখিনী বিধবা বালা,
স্বামীর পাদুকা হেরে, মুছি দু'নয়ন!
দরিদ্র ভগিনী হায়, 'ভাইফোঁটা' ভালে দেয়,
ভ্রাতা ভাবে, 'রাজটীকা!' বিশ্বে অতুলন!

ভস্ম মাখাইয়া গায়, যৌবন পলায়ে যায়—
প্রবীণারে তবু স্বামী ভাবে গো নবীনা !
প্রেম স্পর্শমণির এ কি রে গুণপনা ?

৭

কে বলে পরশমণি স্বপন অলীক ?
ইহারি মৃদুল স্পর্শে, জাগি উঠি মহা হর্ষে,
বিহ্বল হয়েছে কবি, অনন্ত প্রেমিক !
প্রমত্ত মাতঙ্গ-শুণ্ডে, সাপটিয়া দুই ভুজে,
নিরখিছে গজমুক্তা, আঁখি অনিমিক !
লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী, কালসর্প বিষধরী ;
উত্তাল ফণায় তার হস্ত প্রস্থাপিয়া,
হেরিছে রতন-বিভা, হাসিয়া হাসিয়া !

৮

কে বলে পরশমণি নাহি এ ভুবনে ?
প্রজাপতি-কলেবরে, সিন্ধুবারে থরে থরে,
প্রিয়ার দশন আর উজ্জ্বল নয়নে ;
উষার নয়ন-জলে, শুভ্র জয়ন্তীর দলে,
ছেয়ে দিল স্পর্শমণি রতনে রতনে !

৯

কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?
হে কবি, বুঝেছ স্থূল ! কবি-চক্ষে এ কি ভুল ?
জাগ্রতে হেরেছ তুমি অলীক স্বপন ?
দুইটি খঞ্জন হেরে, পড়িয়ে মায়ার ফেরে;
ভাবিছ-কাঞ্চনে জ্বলে মাণিক্য মোহন ?

ঝালর হইতে তুলে, একখণ্ড কাচ খুলে,
মানবে দিয়াছে বিধি স্ফটিক-দর্পণ ।
রঞ্জিন এ কাঁচ দিয়া, এই বিশ্ব নিরখিয়া,
কি দেখিতে কি দেখিছ ? অসত্য দর্শন ?
হেরি ইন্দ্রনীলকান্তি, কাহার হইল ভ্রান্তি ?
কে বলে পরশমণি মানব-নয়ন ?

অশোক ফুল ।

কোথায় সিন্দূর গাঢ়— সধবার ধন ?
আবীর, কুঙ্কুম কোথা, গোপিনী-বাঞ্ছিত ?
কোথায় শুকীর কণ্ঠ আরক্ত-বরণ ?
কোথায় সন্ধ্যার মেঘ, লোহিতে রঞ্জিত ?
কোথায় বা ভালে রাঙা রুদ্রের লোচন ?
কোথা গিরিরাজ-পদ অলক্ত-মণ্ডিত ?
মদন-বধূর কোথা অধরের কোণ,
ব্রীড়ার বিক্ষেপে যার সতত লোহিত ?
সকলেরি কিছু কিছু চারুতা আহরি,
ধরি রাগ অপরূপ গাঢ় ও তরল,
গুচ্ছে গুচ্ছে তরুবরে ক'রয়ে উজ্জ্বল,
রাজিছে অশোক ফুল, মরি কি মাধুরি !
চৈত্র আর বৈশাখের আনন্দ্য গরিমা,
হে অশোক, ও রূপের আছে কি রে সীমা ?

অদ্ভুত আলাপী।

১

একি ইচ্ছা! হেরি ওই অচেনা শিশুরে,
সাধ যায় কোলে করে চুমো খাই জোরে!
অজানের কোলে উঠি, শিশুর নয়ন দুটি,
দেখ, দেখ, হর্ষভরে, ভ্রমে ঘুরে ঘুরে!
কেন কাঁদাইব ওরে?—সরে যাই দূরে!
কেহ গেলে ওর পাশে, আঁখি দুটি বোজে ত্রাসে—
শ্যামা শুধু ধরে আন বিটপি-উপরে!
কেন তবে কাঁদাইব?—সরে যাই দূরে!
একি! একি! মোরে হেরে, ও কেন অমন করে?
জাতিস্মর হ'ল শিশু ক্ষণেকের তরে?
আমারে দেখেছে যেন জনম-অন্তরে!
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, ক্রোড়ে এল ঝাঁপাইয়ে—
একি গো? সোনাকে বক্ষ আমারো শিহরে!
ওরে হেরে মার স্তন এমনি কি করে?
কিছুই বুঝিতে নারি, চক্ষে মোর বহে বারি!
কি স্বপ্ন দেখিয়াছিনু কোন্ সুরপুরে!

২

একি ইচ্ছা! ঘাটে যায় অচেনা রমণী—
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে 'জননী'?

ঘোমটা টানি মাথায়, কুলবধূ চলে যায়,
ঝু-করে কঙ্কণ বাজে, চরণে শিঞ্জিনী ;—
ওরে কেন সাধ যায় বলিতে "জননী" ?
মাথেতে শস্যের ঝুড়া, কাছ দিয়া গেল বুড়া—
সেও যে অচেনা। তাই চমকি অমনি,
মাথার বসন আরো টানিল কামিনী !
আমিও অচেনা হয়, "মা" বলিতে সাধ যায়
কেন ওবে ? আমি আর জয়া ও বিজয়া,
তিন সখী পূজিতাম তোরে মা অভয়া !
কৈলাসের সেই কথা, মনে পড়ে বিশ্বমাতা,
তাই নারী-মূর্ত্তি হেরি, পিছে তার ধাই ;
মাটির ধরাতে আছি, ভুলে মাগো যাই !
আমি সে নারীর কাছে, "যাও না কি ভয় আছে ?"
বলিলাম—স্থির-দৃষ্টে মোর পানে তাকায়ে,
ঘোমটা খুলিয়া দিল, স্তনে দুগ্ধ উথলিল,
"স্নেহ-পারাবারে গেল, লজ্জা ভয় মিশায়ে !"
আহা এই সুধা-দৃষ্টি, নিদাঘে করুণা বৃষ্টি,
ব্যাধিরক্ত দুই চক্ষু, গেল, গেল জুড়ায়ে !
"এ বিশ্বের নারী নর, কেহ মোর নহে পর"—
মাগো তোর ওই দৃষ্টি গেল মোরে বুঝায়ে !

৩

হে প্রকৃতি, একি লীলা বুঝিবারে নারি—
যে দিকে তাকায়ে দেখি, সে দিকে কি সখা সখী,
তরুরাজ্যে, জীবরাজ্যে যত নর নারী ?

প্রজাপতি উড়ে ঘুরে, বসে আসি মোর শিরে ;
মুচকিয়া হাসে সব কুসুম-কুমারী !
প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের শিখীটি, পেয়েছে টের,
আমি গো স্বজন তার ;—রঙ্গ দেখ তার !
সম্মুখে আসিয়া দেয় নৃত্য-উপহার।
শ্যামলীর বৎস-পাশে, কাছে গিয়ে, মহাত্রাসে,
সকলে পলায়ে আসে ; আমি কাছে গেলে,
সহর্ষ সুরভি-সুতা কিছুই না বলে !
উষায় দিগন্ত-পানে, চেয়ে দেখি, ম্লানাননে,
শশী অস্ত যায়, যায়—নেহারি আমায়,
শিথিল করিয়া গতি থমকি দাঁড়ায়।
হে প্রকৃতি ! জানিয়াছি, হে জননি ! বুঝিয়াছি,
এই ভাঙা দেহমাঝে (একি গো তামাসা !)
ঢালিয়াছ এক রাশ প্রীতি-ভালবাসা !
কবিত্বের অহঙ্কার, হ'য়েছে মা চুরমার,
আমিত্ব ডুবিয়া গেছে প্রীতি-পারাবারে !
ডুবুক মা, ক্ষতি নাই,— এক রাশি ভগ্নী ভাই,
আমি-বিনিময়ে মাগো পেয়েছি সংসারে !

দীপ-হস্তে যুবতী।

"ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়—"
ছাড়িলাম হাত!
হে সুন্দরি, রোষ কেন? তুমি যে আমার
পরিচিত; মনে নাই সে নিশি আঁধার?
তোমাতে আমাতে হ'ল প্রথম সাক্ষাৎ!
তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে;
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে;
কবি-চিত্ত গেল ভরি মাধুরী-আলোকে;
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে!
কি অশোক-বার্ত্তা আনি, মরমে মরমে,
ঢালি দিলে কবি-কর্ণে, অশোক সুন্দরি!
দিবসের পাপ চিন্তা, কলুষ, সরমে,
হেরি ও সাঁঝের দীপ, গিয়াছি বিস্মরি।
হাসিয়া, ছাড়ায়ে হাত, গেল বধূ ছুটি!—
প্রাণের তুলসী-মূলে জ্বালিয়া দেউটি!

লাজ-ভাঙান।

ঘোম্‌টা খুলিবে না'ক? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া!
একি! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া, কাঁদিয়া।

আমি দিব? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুলিবে কবরী!
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি মরি!
চাঁপাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার!
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল?
হাসিছ? তোমারি কীর্ত্তি? এ বড় অন্যায়!
তব ওষ্ঠ এত লাল! পানের বাটায়,
আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল।
"যাও—যাও"—সে কি কথা? ধরি দুটি কর,
আমিও রাঙিয়া লই আপন অধর!

যুবতীর হাসি।

হে রূপসি, নিশি-শেষে, কোন্ নদী-ধারে,
কোন স্বপ্নময় পুরে, কোন্ কামাখ্যায়,
চরণে নূপুর যেন, অন্তর-মাঝারে,
বহিয়া সে কুলুধ্বনি, আইলে হেথায়?
নাগেশ্বর-চাঁপাতলে কোন্ অলকায়,
দাঁড়াইয়াছিলে তুমি, মদনমোহিনি?
এক রাশি জাতি, যূথি, মল্লিকা, কামিনী,
ঝাঁপাইয়া কোলে তব, পশিল হিয়ায়!

গান নাহি বোঝা যায়, ভাসে শুধু সুর ;
ফুল নাহি দেখা যায়, সৌরভ কেবলি ;
প্রাণের গবাক্ষ দিয়া, জ্যোৎস্না মধুর,
উছলিয়া, অধরেতে পড়ে আসি চলি !
সে কাহিনী তুমি আমি গেছি এবে ভুলি !
এ কি হাসি ! এ যে শুধু আকুলি ব্যাকুলি !

রাধা।

১

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায় !
বহে বকুল বাস দখিণা বায়।
আকাশে পাখী সব, করিয়ে কলরব,
গোষ্ঠ মাঠ-শিরে চলিছে হায়।
গলে ঘুঁঘুঁর গুলি, কাঁপয়ে দুলি দুলি,
গাভীরা চলে যায়, শোনা গো যায়—
রব থামিয়ে গেল। ক্রমে নিঝুম্ হ'ল,
গোধূলি-আলো লেগে যমুনা ভায় !
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায় !

২

বেলা যে পড়ে এল, এল না শ্যাম।
কোথা গো, কোথা সেই মুরতি ঠাম ?
সখীরা একে একে, আমারে একা রেখে,
রুষিয়ে গেল চলি আপন ধাম !

করিণী আসিল না,   শিখিনী নাচিল না,
মুরলী ডাকিল না রাধার নাম!
পুলকে তনু ভোর,   নয়নে সুখলোর,
প্রাণেতে ঘুমঘোর, শুনে সে নাম,
হবে না বুঝি কাজ?   কোথা রাখাল-রাজ?
হায় গো শ্যাম, তুমি হলে কি বাম?

৩

চলন মৃদু মৃদু, অঙ্গ বাঁকা!
মানস-প্রাণ-হরা,   অঙ্গেতে পীতধড়া,—
মোর চুনরি-মাঝে সে আভা-মাখা!
আজি আসিবে যবে,   ধৈর্য্য নাহি রবে,
লুকায়ে শ্যাম-জলে শ্যামেরে দেখা!
আজি আসিবে যবে,   "রাধিকা, রাধা" রবে,
ডাকিবে বাঁশি যবে, যমুনা তীরে;
সে মধু রাঙা পায়,   জড়ায়ে ধরি হায়,
মুছাব পদধূলা নয়ন-নীরে!

৪

গভীর কালো নীরে, লুকায়ে দেহ,
সভয়ে দরশন দেখে বা কেহ!
আজি গো দ্বার দিয়া,   ভিতরে চলি গিয়া,
হেরিব মাধবের রূপের গেহ!

৫

হেরিব শ্যামদেহে, ক্ষরবে সারা,
প্রীতি-কালিন্দীর রজত-ধারা!
পুলিনে সারি সারি, মন্ত্র উচ্চারি,
ঋষিরা স্তুতি করে আপনা-হারা!
কুঞ্জে নিধুবনে, রতি, মদন সনে,
ভুঞ্জেতে রাধা সদা, নিমেষ হারা!
বাঁশরি বেজে ওঠে, রসলহরি ছোটে,
শিহরে বারিতলে সাঁঝের তারা!

* * *

শ্যামের দেহকুঞ্জ কিবা শোভন!
নব বৃন্দাবনে তমাল-বন!
কুম্ভে ভরি নীর, সেই কালিন্দীর,
হবে কলুষহারা রাধা জীবন!

৬

সুধাব বাঁশীটিরে, সোহাগ করে,
"সদা 'রাধা রাধা' কেন সে করে?"
"কি হবে 'রাধা' বলি? রাধা যে গেছে চলি;
এবে গো শ্যাম শুধু রাধা-অন্তরে!

৭

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায়!
তিমির ঘনাইয়ে ধ্বাবে ছায়!
স্বচ্ছ জলময়, আগো যমুনা বয়,
তবু ভরিল না মোর গাগরি!

ক' গুঞ্জে।

কোকিল কুহরিছে, তরুয়া শিহরিছে ;
আমার চিতে জাগে, বাজে বাঁশরি !
তীরের তরু হ'তে, পড়িছে পাতা স্রোতে ;
আমার মনে জাগে, এল শ্রীহরি !

৮

বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায় !
চক্রবাকী কাঁদে, লুটি বেলায় !
ক্ষুদ্র জলপাখী, উড়িছে থাকি থাকি ;
যমুনা কুলু কুলু বিলাপ গায় !
সলিলে যায় ভাসি, ছড়ান কেশরাশি,
ভগ্ন শিহরি উঠে তরঙ্গ-ঘায় !
কলসি ভরি জলে, সখীরা গেল চলে ;
আমারি জলভরা হ'ল না সায় !
জলে কুমুদী সম আছি গো ; নিরুপম
কোথা সে চাঁদ মম ? কোথা সে হায় ?
বেলা যে পড়ে এল, দিন যে যায় !

আঁখির মিলন।

আঁখির মিলন ও রে, আঁখির মিলন ও রে,
আঁখির মিলন !
ভুলিল রে ধূলিখেলা, ভুলিল সঙ্গীর মেলা,
বাহু পাশরিয়া, করে আত্মসমর্পণ !

আঁখিযুগ বিস্ফারিয়া, হাসিরাশি ছড়াইয়া,
জননীর কম্বকণ্ঠ করিল ধারণ।
নাচে সিন্ধু শশী-করে; টানে রবি ধরণীরে,
যাতবে করিল যাত জননী-বদন!
ওই আঁখির মিলন।

২

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতীর হ'ল তবু শত আলোপন!
হ'ল মন জানাজানি! হ'ল প্রাণ-টানাটানি!
আশার কিরণ হাসি, মানের রোদন,
বিজয়ায় কোলাকুলি, আঁধারে শ্যামার বুলি,
প্রেমের বিরহ-ক্ষতে চন্দন লেপন,
ওই আঁখির মিলন!

৩

আঁখির মিলন ও যে, আঁখির মিলন ও যে,
আঁখির মিলন!
পাখী, শাখী, তরঙ্গিণী, করে সুমধুর ধ্বনি,—
"আয় খ্যাপা, ধেয়ে আয়, পাবি দরশন!"
ফেল্ ফেল্ কাব চায়; ভেবে ঠিক নাহি পায়,
কোন্ দিকে? হায় ও যে সকলি মোহন!
প্রকৃতির সাথে হয়, কবি-চিত্ত-বিনিময়;
সংসার বোঝেনা সেই জীবন্ত স্বপন,
ওই আঁখির মিলন।

বিংশ শতাব্দীর বর।

পূর্ব্ব-বর।

"উলু, উলু, উলু, উলু" !—উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে, বান্দাদাসী হেসে হ'ল সারা।
সে হাসি-নির্ঝরে ভাসে, যত দাস দাসী
দেয় উলু।—বাঙাদিদি, মহাক্রোধে আসি,
রাঙাইয়া দুই আঁখি, কহেন, "সাবাসি
তোদের উলুর কাণ্ড! হারাইলি জ্ঞান,
ওলো বিন্দি!—বহাইয়ে আনন্দ-তুফান,
বহাইয়ে দিবি কি লো সমস্ত কাট্‌রা? *
সাবাসি বুকের পাটা! হাসির কি গররা!
কোথা বিয়া! কোথা বর! কিছু নাহি ধার্য্য!
হ্যা দেখ্ হাসির ঘটা, উলুর ঐশ্বর্য্য!"
দত্তজা (বাড়ির কর্ত্তা) সে মধ্যাহ্নকালে
অন্তঃপুরে, নিজকক্ষে, আলবোলা গালে
পুরি, ছিলেন আরামে। তাম্রকূট-ধূম
আনিত, মুহূর্ত্ত-পরে, আনন্দের ঘুম!
এ উলু-চীৎকার শুনি, নাসিকার ডাক
গেল থামি; থামি বুড়া, হইয়া অবাক্!
"কি হয়েছে? কি হয়েছে?"

* "কাট্‌রা"—এলাহাবাদ সহরের একটী পাড়া।

"বর আসিয়াছে!"
গৃহিণী রাগিয়া কন, "যমে কি ধরেছে
তোদের লো বিন্দি দাসী?"—বিন্দি হাসি কয়,
"বাহিরে এসেছে বর,—এসেছে নিশ্চয়!—
উলু, উলু, উলু, উলু!—কন্যা ধন্য ধন্যা;—
এমন সুন্দর বর!"
"এ হাসির বন্যা
থামাইব ঝাঁটা পিটি!" রাঙাদিদি রাগি,
ছুটিলেন গৃহকোণে, সম্মার্জ্জনী লাগি!
গৃহিণী হাসিয়া কন, ধীরে ঝাঁটা কাড়,—
"ছোট খুড়ি! দাসী মাগি এত বাড়াবাড়ি
করিতেছে! আছে কিছু ইহার ভিতর!
চল জানেলার কাছে, চল যা সম্ভব!"
এখনো বিবাহ-দিন হয় নাই ধার্য্য।
এখনো টাকার পণ (আসল যা কার্য্য)
হয় নি জোগাড়। কর্ত্তার ভাবী বেয়াই
(ম'রে যাই ল'য়ে তাঁর গুণের বালাই!)
চাহিয়াছিলেন পূর্ব্বে বিশ হাজার মুদ্রা!
দত্তবাবু-চক্ষু হ'তে পলাইল নিদ্রা
সে প্রস্তাব শুনি! বহু বাক্যব্যয়,
বহু পত্র লেখালিখি করিল উভয়
পক্ষ। শেষ কথা পরে, হইল নিশ্চয়,—

বরকর্ত্তা লইবেন দশ হাজার মুদ্রা
কন্যা-কর্ত্তা-ভাণ্ডার হইতে। এবে নিদ্রা
মাঝে মাঝে দেখা দেয় দত্তবাবু-চক্ষে;
চিন্তা-রাক্ষসী কিন্তু দিবানিশি বক্ষে
শুষিছে রুধির! বাপ্, টাকাটা কি কম?
সঙ্গের বেয়াই! তুমি মানুষ?—না যম?
"উলু, উলু, উলু, উলু"!—সে আনন্দ-ধ্বনি
ঘটাইল অন্তঃপুরে রঙ্গ-রণ-রণি!
না হইতে 'আশীর্ব্বাদ' আসিয়াছে বর—
বধূ ও কন্যার দল ভাবিয়া ফাঁফর!
তবু এ উলুর নেশা ধরিল সবারে।
পাড়ার রূপসীদল, কাহারে কাহারে
ছুটিল গবাক্ষদ্বারে, জানেলার ধারে!
এ মধ্যাহ্নকালে তারা বিস্তি, গ্রাবু, পাশা,
খেলিতে আসিয়াছিল! খেলিতে তামাসা
ছুটিল সকলে! বল কোন বাঙ্গালিনী
নীরবে বসিতে পারে, শুনি উলুধ্বনি?
কাহারো মোহন খোঁপা, হইয়া চঞ্চল
ধরিল ভুজঙ্গবেশ! কাহারো অঞ্চল
ভূমিতে লুটায়ে পড়ি, মাথা খুঁড়ি বলে,
"হে সুন্দরি, ধূলা দিয়া তুমি যাবে চ'লে;—

তাও কভু হয় ? পাদপদ্ম দয়া করি,
মহিমাগৌরবে রাখ, হে বর-সুন্দরি,
এ দেহ-উপরি ! মম এ ক্ষৌম-জীবন
হউক সফল, ধরি ও রাঙা-চরণ"।
কোনো ধনী, স্বামীর বিনামা হস্তে ধরি
ধূলি ঝাড়ি, রাখিতেছিলেন যত্ন করি,
সজ্জা-গৃহে। অকস্মাৎ উলুধ্বনি শুনি
(হরিণী শুনিল যেন বাঁশরীর ধ্বনি :)
অন্যমনা হ'য়ে ধনী, মাথায় বহিয়া
জুতাজোড়া, তীরবেগে চলিল ছুটিয়া !
কোন বধূ, তাম্বুলটী সাজিয়া যতনে,
আনিতেছিলেন হর্ষে, দিতে সখী জনে :
কোথা সখী ? অকস্মাৎ উলুর মুরলী
শুনি ধনী, শিষ্টাচার সব গেল ভুলি !
পুরি দিয়া সাজাপান আপন অধরে
অন্যমনে, উল্কাবেগে ছুটিল সত্বরে।
কোনো ধনী আনিবারে ল্যাভেণ্ডর-জল,
কক্ষে পশি, উলুধ্বনি শুনিয়া চঞ্চল,
ছুটিল বগলে করি ব্রাণ্ডির বোতল !
তনয়বৎসলা কোনো লজেঞ্জেশ্‌গুলি
মুখে পুরি (হর্ষে, আকুলি ব্যাকুলি,
শুনি সে উলুর ধ্বনি !) চলিল ছুটিয়া !
পিছে ক্ষুদ্র শিশু ধায়, কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
বাহিরে অদ্ভুত দৃশ্য ! লোকে লোকারণ্য !

উপস্থিত তথা কত গণ্য আর মান্য
বঙ্গের কৃতী সন্তান! একি রে তামাসা!
সকলে অবাক! কারো মুখে নাহি ভাষা!
কর্ত্তা কন হাত যুড়ি, "ভায়া অবিনাশনাশ!
কিছুই বুঝিতে নারি; উপজে তরাস!
ভাবিধ্য জামাই মম, হ'ল কি পাগল?
দড়াদড়ি দিয়া এর প্রত্যঙ্গ সকল
বেঁধেছে কি লয়ে যেতে বাতুল-আগারে?"
সহাস্যে ডাক্তার কন, "এ মস্ত ব্যাপারে
নাহি মম হস্ত! Your So·-in-low is sound!
Can't guess why with ropes he is bound."
ছিলা বসি মধ্যস্থলে শ্রীরাম দারোগা।
কৌতুক-বিষাদে কন, "আমি কি অভাগা!
এত দড়াদড়ি, তবু মাথায় টোপর!
অপরের করধৃত, তবু নহে চোর!"
এতক্ষণ চুপ করি, সব রসিকতা
লোকটি শুনিতেছিল, বিনা কোনে কথা।
সহাস্যে পিয়ন কহে, "ডাকের পেয়াদা
আমি। বাবু! আপনারা নূতন কায়দা
শোনেন্ নি? এবৎসর হইয়াছে জারি।
আমারে বক্‌শিস্ দাও, যাই অন্য বাড়ি!"
সন্ধ্যা হয়; লও এই নূতন দুলাহা!
ক্ষুধায় বরের মুখ শুখায়েছে আহা!

দশহাজার টাকা দিয়া, ভি পি প্যাকেট্‌"
লও বাবু; আমি যাই, হইতেছে লেট্‌।

পিয়নের কথা শুনি, হাসিল সকলে
উচ্চশব্দে! অনেকেই ভি পি পারসেলে
শুধাইল, "ওহে বর! দ্বিতীয় পিকুইক্‌,
ওহে ডন কুইক্‌সোট্‌, অঙ্গদ রসিক,
কথা কও, শুনি অঙ্গদের রায়বাব,
কেমনে লাঙ্গুলদণ্ডে, লোভেতে কলার,
অপার সমুদ্র লঙ্ঘি, আইলে এ পার?"

পাশে ছিল বসি তথা সাহিত্য-আনন্দ,
'প্রবাসী'র সম্পাদক, বন্ধু রামানন্দ।

তাহারে বলিনু আমি, "এতদিন পরে,
তোমার ভবিষ্যবাণী, অক্ষরে, অক্ষরে
ফলিয়াছে! তুমি যারে 'সঞ্জীবনী'-পত্রে
কল্পনায় হেরেছিলে, এ প্রয়াগক্ষেত্রে,
এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর,—
ভি পি পারসেলেতে মরি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।"
বন্ধু কন্‌ "ধন্য এই postal invention;
Truth is surely stranger than fiction"
বালকেরা দিল সবে মহা হাততালি।

বরের কানের কাছে গিয়া শত গালি
দিল কেহ—"বর-তুমি বড়ই উল্লুক!
বিংশ শতাব্দীর তুমি কেলুয়া ভল্লুক।

কোন মুল্লুকের 'জু'র কোন জানোয়ার
বব তুমি? কানমলা খাও দশহাজার।"
"উলু, উলু, উলু, উলু" —একি গণ্ডগোল!
অদ্ভুত পারসেল্ দেখি সবাই পাগল!
এত উলু উলু ধ্বনি, এত যে আনন্দ,
গৃহকর্ত্তা রামদত্ত তবু নিরানন্দ।
ছেলেটি কার্ত্তিক যেন, বড়ই সুন্দর!
পুষ্পসম সুপ্রফুল্ল, কান্তি মনোহর,
এস এ পাশে, ওকালতি অতি শীঘ্র দিবে—
এ হেন জামাই বহু ভাগ্যে কি ঘটিবে?
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কর্ত্তা, কহিলা গম্ভীরে
ডাকের পেয়াদাটিরে, অতি ধীরে ধীরে,—
"প্যাকেটে জামাই আসা এ বড় অদ্ভুত!
পাঁচটি হাজার টাকা কেবল প্রস্তুত
আছে আজি; কালি দিব ধারধোর করি;
জামা'য়েরে খুলে দাও, কাটি দড়াদড়ি।
ডাকের পেয়াদা ছিল ইংরাজি নবিশ।
সে বলিল, "দেখ বাবু কি Strict notice!
"To your address, the bride-groom is sent,
Can't be delivered without full payment."
কথা শুনি, কর্ত্তাটির সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস
বহিল। আমরা তাঁর মাথায় বাতাস
করিয়া, কহিনু চুপে, "লিখুন্ 'Refused';
কাশ্মীর কেশেল্ তব বেয়াই কি goose!

নালিশ করিবে যবে, দেখে লব সবে,—
যা করে গোঁসাঞি, এবে ভাবিয়া কি হবে ?"
এত বলি, ক্ষুদ্র এক কাগজ উপরে
লিখিয়া "Refused" কথা, বৃহৎ অক্ষরে,
গঁদ দিয়া আঁটি দিনু পত্রের কপালে !
হাসিয়া উঠিল সবে !
বাতায়ন-জালে
(হেরিনু) কন্যার মাতা কাঁদিল নীরবে ;—
মূর্ত্তিময়ী কাতরতা সে হাসি-উৎসবে !

উত্তর বর।

কবিতা-বিহগি, তোর পাখাগুটি ছাঁটি
নাহি দিব ; ছাড়ি রুক্ষ ধরণীর মাটি
ওঠ্ ঊর্দ্ধে ; মগ্ন প্রাণে, তুই চক্ষু বুজে,
কর গান মনানন্দে আকাশ-গম্বুজে !
চাতকের মত তুই হর্ষ-নির্ঝরিণী
গীতি ধর, শুনি তোর কুহকী রাগিণী,
বলুক্ পাঠক-বৃন্দ, গানে মাতোয়ারা,
"জ্যৈষ্ঠ-শেষে কি মধুর আষাঢ়ের ধারা !"
বৈঠক হইল খালি, সবে গেল চলি।
বিন্দী দাসী, চুপে চুপে, হয়ে কুতুহলী,
রাস্তায় ধরিল গিয়া ডাক্-পেয়াদায়।

কহিল সহাস্যে, চক্ষুকিরণছটায়
ভুলাইয়া পেয়াদায়, "এই দুটি টাকা
লও বাপু—সোজা কথা—বিন্দি আঁকাবাঁকা
কথা নাহি জানে—একবার গুপ্তদ্বার
দিয়া, খিড়্‌কির দ্বার দিয়া, একবার
জামাতারে দেখাইয়া যাও। শাশুড়ির
বড় সাধ দেখিবারে তাঁর জামা'য়ের
চাঁদমুখ।"
ধন্য ওহে রূপার চাক্‌তি!
আকাশে পাতালে মর্ত্ত্যে অব্যাহতগতি!
তোমার ডাকিনীমন্ত্রে কেল্লার ফাটক
যায় খুলি! যাও দেখি, কে করে আটক?
পোষ্টদূত হৈল রাজি; প্যাকেট লইয়া,
খিড়্‌কির দ্বার দিয়া, দুইজনে গিয়া
উপস্থিত অন্তঃপুরে! মুখ ফিরাইয়া,
কিছু দূরে পোষ্টদূত রহিল বসিয়া।
ধাঙাদিদি মৃদুহাস্যে নাতিনীরে টানি
আনি, কহিলেন রঙ্গে, যোড় করি পাণি!
"ওহে চোরচূড়ামণি! প্রাচীর লঙ্ঘিয়া,
সিঁধ কাটি হাতে করি, কার ঘরে গিয়া,
পাইলে সুন্দর শাস্তি? দড়াদড়ি দিয়া
বাঁধিল তোমার দেহ, আদরে আঁটিয়া!
এই মোর নাতিনীর মন করি চুরি
যাও যদি, তবে বুঝি তব বাহাদুরি!"

এত বলি রাঙাদিদি, নাতিনীরে ঠেলি
নবীন নাগরপানে, করি রঙ্গকেলি,
গেলা চলি!—লাজগ্রস্ত বধূ আর বর
কি করিবে, কোথা যাবে, ভাবিয়া ফাঁফর!
"যৌবন বসন্তকালে জারিজুরি কার
খাটে বল? বিশ্বামিত্র মেনেছিল হার,
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে যবে বয়স তাহার!"
এত ব'লে, ফুলধনু কার্ম্মুকেতে গুণ
দিল! কোথায় টঙ্কার? কপালে আগুন!
'মধুর আথর যাচে কালো অলিকুল,
কামের অমোঘ বাণ—আমের মুকুল'
ছুটিল!—লাজের বাঁধ তবু না টুটিল!
চারিচক্ষে বরকন্যা নীরবে চাহিল!
ত্রয়োদশ বৎসরের সেই সে বালিকা,
কোমল মৃদুলস্পর্শ, কুসুমকলিকা!—
কি সাধ্য ভাঙ্গিবে তার অবরোধ-দর্প!
কোথা তব বীরপণা, কৌশলী কন্দর্প?
যুবক কহিল হর্ষে, "গো আনন্দরাশি!
আমি তব চিরদাস!"—বালা, মৃদু হাসি,
লাজনতনেত্রে, শীঘ্র, চঞ্চলচরণে
পলাইল—যুবা চাহে আকুল নয়নে!

প্রেম-বিশ্বনাথ কিন্তু লভিলা বিজয়,
সে শুভ মুহূর্ত্তে মরি! উভয়ে উভয়
বাসিল রে ভাল, হ'ল চিত্ত-বিনিময়!
হে পাঠক—শোন বলি; কভু নহে ভুল;
বিফলে পাকেনি মোর এ বিপুল চুল!
শুদ্ধ শান্ত মনে যেই সরল অন্তরে,
অনঙ্গেরে দিয়ে ফাঁকি, প্রেম-বিশেশ্বরে
বিল্বদলে পূজি, আহা, ভাল বাসিয়াছে,
সেই ভাল বাসিয়াছে! আমড়ার গাছে
ফলে না বেদানা; পুণ্য স্বাতিরই জলে
উজ্জ্বল মুকুতা ফলে; কভু নাহি ফলে
গজমুক্তা গজে গজে; শিমুলের ফুল
গন্ধহীন; গোলাপেই সৌরভ অতুল!
কিছুক্ষণ পরে ফিরি, দুষ্টা রাঙাদিদি
আইলেন, গৃহিণীরে লয়ে;—যথাবিধি
দধি, চিনি, থালে করি! মঙ্গল আচার
সারিয়া চিবুক ধরি ভাবী জামাতার,
কহিলা গৃহিণী—"বাছা, রাগ করিও না!
টাকা নাই, তাই হ'ল এ ঘোর লাঞ্ছনা!
তুমিই জামাই হবে, ইহাতে অন্যথা
নাহি হবে! আহা বাছা পাইয়াছ ব্যথা!
মা বলিয়া ডাক বাবা, জুড়াক্ পরাণ!
আহা কি মধুর বাণী!—তোমার কল্যাণ
হোক্ বাছা, থাক তুমি চিরজীবী হ'য়ে।"

"কার্ত্তিক এসেছে বটে দড়াদড়ি বয়ে!"
বাঙাদিদি হাসি কন্। "থাকিতে ময়ুর,
কেন এত হাঁটাহাটি? এত ঘোড়দৌড়?"
তারপর, এক রাশ ফল আর মিষ্টি
আইল। জামাই ভাবে, একি সুধাবৃষ্টি!
কামাখ্যার ভ্যাড়া সাজি, কহিল জামাই
মনে মনে, "কন্যা ছাড়া কিছুই না চাই!
সৃষ্টিছাড়া আজগুবি বাবার ব্যাভার!
আমি চাই ঐ কন্যা!—ড্যাম্ দশ হাজার!"
সেই রাত্রে পোষ্ট্যাল নিয়ম-অনুসারে
জামাই-ব্যারাকে বর, দিব্য কারাগারে
রাখলেন বন্দী। কিন্তু যবে রাত্রিশেষে
প্রহরী ও সান্ত্রী সব, দ্বারদেশে এসে,
নেহারিল, নাহি তথা সে পোষ্ট্যাল বর!
খোঁজ! খোঁজ! প্রহরীরা ভাবিয়া ফাঁফর!
ছিন্ন শুধু দড়াদড়ি মাটির উপর
প'ড়ে আছে! একি কাণ্ড! পলায়েছে বর!
চূড়ান্ত মাতাল এক, সুরার পয়সা
না থাকিত যবে হস্তে, রঙ্গে, নিজ পোষা
(দুগ্ধফেননিভবর্ণ, মুক্তাসম আভা!
টগর পুষ্পের মত লাবণ্যের প্রভা!)

বিলাতী বিড়ালটীকে রাখিয়ে বন্ধক,
কিনিত মদিরা ; কিন্তু হ'য়ে পলাতক,
বিদায়-মুহূর্ত্তে, দুগ্ধ-পাত্রে মুখ দিয়া,
চতুর মার্জ্জারবর যাইত ফিরিয়া
স্বামি-গৃহে। সেইরূপে কাহারে না ব'লে,
বিংশ শতাব্দীর বর গেল কি রে চ'লে?
কোতওয়ালী, চৌকি আর থানায় থানায়
প'ড়ে গেল হুলস্থূল! কোথা সে? কোথায়!
[illegible], শিকারহারা ব্যাঘ্রের মতন
লোহিত নয়নযুগ. করিয়া ঝম্পন,
বরের মহৎ পিতা, কাশীর বেয়াই,
ল'য়ে সঙ্গে দশ জন গুণ্ডা আর চাঁই,
আক্রমিল দত্তগৃহ। কিন্তু তথা একা,
বন্দি দাসী উড়াইয়া ঝাঁটার পতাকা,
হইল রে বিজয়িনী! গুণ্ডারা বলিল,
"মহিষমর্দ্দিনী পুনঃ প্রয়াগে কি এল?"
তারপর, মহাক্রুদ্ধ বরের বেয়াই,
উড়ায়ে বুদ্ধির ঘুড়ি, ঘুরায়ে লাটাই,
বুঝাইতে গেল কেস্ সতীশ ডাক্তারে।
"ড্যামেজের নালিশ হইতে বেশ পারে
হাইকোর্টে, on the original side ;
যেহেতু ইহাতে আছে bridegroom, bride."
ডাক্তার সতীশ কন, "শোন মহাশয়,
বুদ্ধিতে তুমিই বড়, এ কথা নিশ্চয়!

আমি কত পরিশ্রমে দশটা হাজার
পাইলাম। তুমি প্রতিভার অবতার!
তুমি বিংশ শতাব্দীর প্রেমচাঁদ ছাত্র!
হেরি তোমায়, হিংসায় দহিছে এ গাত্র!
একেবারে, এক প্যাকেটে, দশটা হাজার মেরে
নিতে প্রভু, মারাত্মক প্রতিভার জোরে!
Tush! I have no time to attend to
your pranks.
Take away those silver coins!
Declined with thanks!"
জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ সেই বঙ্গের বেয়াই,
ভেদের সে অবতার, মহাধূর্ত্ত, চাঁই,
সদরআমীনের কোর্টে "বিশ হাজার চাই"
বলিয়া, করিল রুজু ড্যামেজের কেস্।
অগ্নিশর্ম্মা হৈলা শেষে ভস্ম-অবশেষ!
যথাকালে জজমেণ্ট হইল বাহির—
একেবারে বেয়া'য়ের চক্ষু হ'ল স্থির!
"বাদী পাঠাইল এই অপূর্ব্ব প্যাকেট
প্রতিবাদী-পাশে বটে, কিন্তু এই ভেট
পাঠানর পূর্ব্বে, কেন দিল না নোটীশ্?
এই হেতু মোকদ্দমা সমূলে ডিস্‌মিস্
হইতেছে! বাদী দিবে সমস্ত খরচা।"

নন্দি দাসী হাসি বলে, "আচ্ছা হ'ল বাছা!"
চারিধারে হাস্যরোল! সবে বলে, "উল্লু
কোথা হইতে এল হেথা? ও যে মহামল্ল!
বিংশ শতাব্দীর এ যে অপরূপ কল্লু!"

বর কোথা? বর কোথা? লুকায়ে কাশ্মীরে,
ছয় মাস, মনানন্দে, ঝরণার তীরে
স্নান করি, পাহাড়ের দৃশ্য হেরি নানা,
খাইতেছিলেন বর আঙ্গুর বেদানা!

যবে পাইলেন টের পিতৃ রোষাগ্নির
কণা-মাত্র নাই পুত্র হইলা হাজির!
শালিশালাজেরা হেরি আহ্লাদে অস্থির!

বলে তারা, "বন থেকে হইল বাহির
সোণার টোপোর মাথে বিহঙ্গ রুচির!"

বঙ্গের বেয়াই! তব কুণাপানা-চক্র
কোথা গেল? কোথা গেল চাল্ তব বক্র?
"বিনা পণে দিব বিয়া!"—এ কোন ব্যাভার?
কোথা গেল সেই শব্দ 'দশটী হাজার?'"

বর এল! বর এল! বাজিছে সাহানা
সানাইতে, কলহাস্যে ধায় পুরাঙ্গনা!
বিংশ শতাব্দীর বর আবার এসেছে!
এবার প্যাকেট নয়—মানুষ সেজেছে!
পড়ে গেল হুলস্থূল!—উৎফুল্ল-নয়ন
দত্তজায়া, জামাতারে করিলা বরণ!

খোলা হ'তে নামে লুচি, টগ্‌বগ্‌, ভাজা,
জিবে গজা, পানতুয়া, ছানাবড়া, খাজা,
মতিচুর, সরপুলি, আর সরভাজা!
বিবাহ উৎসব তুই পার্ব্বণের রাজা!
রাঙাদিদি হাসিছেন বদনে অঞ্চল,
কহিছেন "খান কবি মুখে আসে জল।"
"উলু উলু উলু উলু!" উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে। বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা।

ঊর্ম্মিলা-কাব্য।

সীতার প্রতি ঊর্ম্মিলা।

মধ্যাহ্ন-তপন এবে, রোষভরে যেন,
এ নিরয় রাজপুরী প্রাসাদ-উপরে
বর্ষিছেন অগ্নিশিখা দেব রুদ্ররূপী!
স্বরূপা তুমি দিদি, তোমার বিহনে
অন্ধকার, অন্ধকার এ অযোধ্যাপুরী!
সেই অন্ধকারে যেন করিতে বিদ্রূপ,
করেন প্রয়াস আজি দেব অংশুমালী!
নীরব এ অন্তঃপুর; পূজনীয়া যত
শ্বশ্রূবর্গ, লভিছেন বিশ্রাম এ কালে!
এই অবসর বুঝি আইনু উদ্যানে,
করিতে শিশির সিক্ত উদ্যান কুসুমে;
অভাগী নয়ন হায় অনন্ত ঝরণা,—
আমা সম দিদি আর কে আছে দুঃখিনী?
তুমি গো বন-বাসিনী, কিন্তু সেই বনে,
যে আরসী পাও সদা সম্মুখ দেখিতে,
সেই আরসীর মাঝে, ভুবন-মোহিনী,
ত্রিদিবের সুখ আছে একত্রে গ্রথিত:—
কি ছার তাহার কাছে রাজ ভোগ যত!
রামচন্দ্র-মুখচন্দ্র সে চারু আরসী!

অজিনে বসিয়া যবে নব তপস্বিনী,
হাসিয়া কাড়িয়া লও তাপসের মন,
তাপস কো. সীতা দিদি, অনুরাগ-ভরে
মুছান কি স্বেদ-জল? আলুইলে বেণী,
সাদরে, কম্পিত-হস্তে, তাপস-প্রবর
দেন কি কবরী বাঁধি? বনজ অনিল
করে যবে স্থানচ্যুত চূর্ণ কুন্তলেরে,
যথাস্থানে ঋষিবর দেন কি আরোপি?
নহ তুমি সীতা দিদি, কানন-বাসিনী,
অনন্ত সুখের তুমি অনন্ত সুখিনী!
গিয়াছে সে দিন সীতে, বধূভাব আর
নাহি মোর; এবে আমি প্রগল্‌ভ উর্ম্মিলা!
তুলি লজ্জা-যবনিকা, হৃদয়-আগারে
গোপনীয় ভাব যত, দেখাব তোমারে,—
নিলাজ বোনের দোষ করিও মার্জ্জনা!
প্রতি নিশি, একাকিনী, এই সে উদ্যানে
আসি আমি, কাঁদি আমি তরুমূলে বসি!
একদা, কৈকেয়ী দেবী, সবার সম্মুখে,
কহিলেন ব্যঙ্গ করি, "বউমা মোদের,
দণ্ডক ভাবেন বুঝি মোদের উদ্যানে,
আপনারে ঋষিকন্যা!" সে শ্লেষ-উক্তির
গূঢ় অর্থ, সীতা দিদি, নারিনু বুঝিতে,
কিন্তু কল্পনার বলে মানসে আমার,
উদ্যান দণ্ডক হ'ল সেই দিন হ'তে।

বেড়াই বিষাদে হর্ষে উদ্যান-কাননে—
লতায় জড়ায় পদ, কণ্টকে ঘোমটা,
বেড়াই অবাধে কিন্তু ঋষিকন্যা আমি!

সহসা দেখি গো যদি, গুল্মপাশ হ'তে,
বিস্তারিত-পক্ষপুট শ্বেত কপোতীরে,
ছুটিয়া তাহার পাশে, কহি সম্ভাষিয়ে,—
"বনের বিহঙ্গী তুই; বন-কপোতার
শুনেছি, পীরিতি নাকি অমেয়, অচলা?
কোথায় কপোত তোর আদর্শ-প্রেমিক।"

ঝটপট পাখা করি, অমনি কপোতী
সভয়ে পলায়ে যায়। কৌশল্যা দেবীর
পূজা-ভবনের, সেই পালিতা কপোতী।
ভাঙ্গে মোর সুখ-স্বপ্ন, ফুরায় কল্পনা!

কভু আমি আনমনে ভ্রমিতে, ভ্রমিতে,
সহকার-কুঞ্জ দিয়া যাই কুতূহলে;—
ডাকে যদি বনপাখী সহকার-শাখে,
বন-দেবী-সম্ভাষণ ভাবি দিদি মনে।

শুষ্ক-পত্র পতনের শব্দ শুনিলে,
আশায় আ[illegible]র আমি, ভাবি মনে মনে,—
বেলা হ'ল অবসান; নবীন তাপস
আসিছেন ফিরে এবে দাসার কুটীরে,
আহরিয়া ফল মূল! ভাবি যথা চাতকী,
শ্যাম জলধরে হেরি উদিত আকাশে,
ধায় যথা পক্ষপুট অবাধে বিস্তারি,
বাহুযুগ প্রসারিয়া সেইরূপ আমি
নবীন-তাপস-বরে আলিঙ্গন-তরে,
ফিরিয়া তাকায়ে দেখি! কোথায় তাপস?

কোথায় অজিত-শোভা অরণ্য-অটবী ?
দেখিনু চাহিয়ে, দেব, সরসীর ধারে,
মন্দির ধবলমূর্ত্তি চণ্ডিকা দেবীর !
পুত্রের মঙ্গল-হেতু যাঁহার অর্চ্চনা
করেন কৌশল্যা-রাণী, কায়মনোপ্রাণে ।
শূন্য-বায়ু-প্রতিঘাতে সমাহত বাহু,
নিচল পড়িয়া যায়, জড় বস্তু যেন ।
পাই দিদি হলাহল, লভিতে অমিয়া.
ভেসে যায় সুখ-স্বপ্ন, সুবার কল্পনা ।
কভু দিদি, ধীরি ধীরি, স্তিমিত-নয়নে,
বসি গো সোপানোপরি সরসীর ধারে !
কত সে আশায় আর কত সে পুলকে,
তুলে লয়ে কুসুম গাঁথি নব মালা ।
কেন গাঁথি ? হাসি তুমি সুধাও আমারে,
আমি দেবি ! ঋষিকন্যা, জান না কি তুমি ?
এই দেখ গাঁথিয়াছি চিকণ গাঁথনি,
আমার নবীন যোগী আসিবে সত্বরে !
কত সে আমারে বাসে কি জানিবে তুমি ?
বড়ই মধুর হয় আরণ্য প্রণয়।
আমি নব তপস্বিনী ! মোর কি বাসনা,
হয় না গো ফুল-শয্যা সাজাতে যতনে,
আরণ্য-কুসুম-দলে ? বিলাস-লালসা
[illegible] ল নব ঋষি !
"[illegible] বলয়-মালা।"

কভু আসে, ভাসি ভাসি, তরঙ্গ-তাড়িত,
চটুল-তরঙ্গ-কুল সাধের খেলনা,
আমার চরণ-প্রান্তে চারু সরোজিনী।
তটিনীর উপহার ভাবি, সীতা দিদি,
অমনি তুলিয়া রাখি কবরী-ভিতরে।
"তমসা-তটিনীরাণী যার প্রিয় সখী,
তার সম কেবা সুখী অবনি-উপরে ?"—
কহিনু এতেক কথা দীপ্ত অনুরাগে!
অমনি শুনিনু যেন প্রতিধ্বনি-স্বর—
"উর্ম্মিলা রমণী রাণী যার প্রাণেশ্বরী,
তার সম কেবা সুখী অবনি-ভিতরে ?"
হর্ষ-অবসন্ন দেহে দেখিলাম, দিদি,
আমার হৃদয়-কান্তে।—হাসিয়া, হাসিয়া,
বসিলেন প্রাণনাথ মোর পার্শ্বদেশে,—
পুলকিত স্কন্ধে মোর আরোপিয়া বাহু।
ভাবিয়াছিলাম আমি, দেখা হ'লে পরে
ভৎ'সিব মনের সাধে চতুর প্রাণেশে!
কিন্তু দিদি নারিলাম; নাথের সু-মুখ
হেরিতে হেরিতে, দিদি, না জানি কেমনে,
ভুলিলাম অভিমান, কঠোর বাসনা।
সুধাংশুর পরশনে চন্দ্রকান্ত মণি
হয় যথা বিগলিত, সেইরূপ দিদি
গলিয়া গেলাম আমি নাথের পরশে।

তমসা-তরঙ্গ যেন আবও হরষে
করিতে লাগিল নৃত্য ; আকাশ উপরে
আরো যেন তারা-রাশি বরষিল শশী !
সাদরে চিবুক মোর ধরি নীরবে
অধরে চুম্বন দেবি ! হায় সে চুম্বন,
নিশ্চল যমুনা-জলে চন্দ্র-কর-লেখা
পড়েগো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
উষার মুকুট-শোভা কুসুমের শিরে,
নিশির শিশির পাত ! নীরব, মৃদুল !
কতক্ষণ এইভাবে ছিনু, সীতা দিদি,
কিছু নাহি মনে মোর ! সুখের শর্ব্বরী
হয় যবে অবসান, জানে কি দম্পতী ?
প্রহরের অনুকারী ডাকিলে পাপিয়া,
এবং ভাবে গো তারা ডাকিল চকোরী !
কিছু পরে, সচকিতে, দেখিলাম দোঁহে,
আলু-থালু কেশপাশ কানন হইতে,
আসিলেন বনদেবী পাণ্ডুর-অধরা !
পলকে হইল বোধ তুমিই যেন গো
দাঁড়ায়েছ, সীতাদেবি, বনদেবী-রূপে !
স্বপ্নের অস্ফুটালোকে নারিনু চিনিতে
সে মূর্ত্তির অবয়ব। দেখিলাম দোঁহে —
কাঁদিছে বিষাদ-মূর্ত্তি ! অঙ্গুলি তুলিয়া,
কহিল নাথেরে মোর, "নহিগো মানবী !

এ শরীর ছায়ামাত্র! আমি যার ছায়া,
বহু বহুদূরে হায় সেই অভাগিনী,—
স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, সাগর-গরভে।
অদৃশ্য হইল মূর্ত্তি! ধনুর্ব্বাণ করে,
ছুটিলেন নাথ মোর তাহার পশ্চাতে।
লাগিনু কাঁদিতে আমি! তমসা তটিনী,
শত করে বীচিমালা ছিন্নভিন্ন করি,
বিরহিণী সখী দুঃখে লাগিল কাঁদিতে;
সহসা ভাঙ্গিল নিদ্রা! আরো শতগুণে,
লাগিনু কাঁদিতে আমি শূন্য হৃদপুরে।

ভাবিলাম, সত্য স্বপ্ন, মিথ্যা কিছু নহে;—
তুমিই সে কুহকিনী, তুমিই সে ছায়া,
তুমিই হ'রেছ মোর হৃদয় প্রাণেশে।
দাও দীনে, ফিরে দাও, অভাগী-বচনে;
দাও দাও, মায়াবিনী, দাও তারে ফিরে।
যদি তুমি কুহকিনী নহ সীতাদেবি,
কি কৌশলে রাজ্য কর শ্রীরাম-হৃদয়ে,
অচল অটল যাহা বীরত্বের ভূমি?
কি কৌশলে বুঝাইলে, ছাড়ি গেলে গৃহে,
সতীত্বের পরাকাষ্ঠা রমণী-রতন,
হইবেন রঘুনাথ পাতকের ভাগী?

কেন এত আজ্ঞাবর্ত্তী দেবরেরা তব?
পর্ব্বত উপাড়ি আনে তোমার আদেশে,
সাগর শুষিয়া ফেলে; যথা যবে তুমি,
নির্ব্বাক্ নিঃশব্দ হ'য়ে তাদেরো কি গতি!
হায় কি কঠিন হিয়া তোমার জানকি!
তিলেক তিষ্টিতে নার রাঘব বিহনে,
কেমনে অবাধে হায়, পাশরিয়া স্নেহ,
এ বাহুযুগল হ'তে, কেড়ে নিলে তুমি
আমার হৃদয় রত্নে? ভুলিলে কি সীতে,
সকলের সুখদুঃখ সমান জগতে?
যদি তুমি কুহকিনী নহ গো মৈথিলি,
বিশ্বনিন্দা ব্রত যাঁর, সে কৈকেয়ী দেবী,
তোমার প্রশংসা-রত কেন গো সতত?
কি গুণে, কি মন্ত্রবলে, তান্ত্রিক বিধিতে
করিতে সলিল-সেক পুষ্প-তরু-শিরে?
সহস্র যতন এবে করি আমি যদি,
তেমন অতুল শোভা ধবে না'ক তারা।
নাচে না ময়ূর আর, তালে তালে যথা
হাব ভাব, বক্রভঙ্গী, বিলাস প্রকাশি,
নাচিত পুলকে শিখী তোমার সম্মুখে।
ম্রিয়মাণ থাকে শুক সোণার পিঞ্জরে,
করে না'ক রাম-নাম—যে নাম শুনিতে,
আপনি স্বর্গীয়-রাজা আসিতেন ছুটি!

পুষেছিলে, কুহকিনি, তুমি যে হরিণী,
কত যে মাণ্ডবী দিদি, আদরে, যতনে,
তোষেন তাহারে নিত্য, কিন্তু তার আঁখি
দরবিগলিত ধারা ঝুরে অবিরত।

পশু-পক্ষী জড়বস্তু মুগ্ধ যার বলে,
হেন বশীকরণের উপায় অতুল.
বল, বল, কুহকিনি, কোথায় শিখিলে ?
দাও সীতে, ফিরে দাও অভাগী-রতনে,
দাও দাও, মায়াবিনি, দাও তারে ফিরে !
হায় আমি উন্মাদিনী ! দেবদত্ত-মালা.
মোহে অন্ধ, ছিঁড়ে ফেলি চরণের তলে !

ভাবি দিদি হলাহল অগুরু-চন্দনে ;
ভাবি গো অনল সম হিমাংশু-কিরণে !

হারাইয়া জ্ঞানবুদ্ধি শনিগ্রস্ত যথা.
আপনারে অরি ভাবি, নখাগ্রে বিদারে
উরু, বক্ষঃ, চক্ষু, মুখ, হায় গো তেমতি,
তোমার অমল নামে করিতেছি গ্লানি !

সকলি পাণ্ডুর দেখে পাণ্ডুরোগী যথা,
আমি গো অসূয়াপূর্ণ, দেখি গো তেমতি,
বিদ্বেষ-কীটাণু-বৃন্দ স্নেহের আকরে !
সত্য তুমি কুহকিনী, ওগো সীতা দিদি !
নম্রতা ও মধুরতা সেই সে কুহক,
ভুবন জিনেছ বোন্ যেই মন্ত্র বলে !

তুমি যদি, শশিমুখি, দাঁড়াও আঁধারে,
তিমির তিমির্-ভাব পরিহার করি,
বিতরে বিমল জ্যোৎস্না! যাও তুমি যথা,
মধুর বসন্ত যায় তব পাছে পাছে,—
তরু-কোলে ফুল হাসে, গায় বন-পাখী!
স্মরণে পড়িল এক শৈশব-কাহিনী।
হায় গো কৌমার কালে ভগ্নিগণ মিলি,
খেলিতাম মিথিলায় বিহীন-ভাবনা!
একদিন সবে মেলি, গুরুর আশ্রমে
খেলিতেছি মহাসুখে; সরসীর ধারে
করিতেছি লোফালুফি পদ্মদল ল'য়ে;
পরম কৌতুকে তুমি সেজেছ ইন্দিরা;
মাণ্ডবী সেজেছে শচী; আমি সরস্বতী।
হেন কালে, ভীমলম্ফে, হুহুঙ্কার ছাড়ি,
সম্মুখে আইল সিংহ! সভয়ে আমরা,
মৃত্যু ভাবি, শিহরিয়া, মুদিলাম আঁখি!
কিন্তু তুমি অগ্রসরি শমনের পাশে,
কহিলে অকুতোভয়ে, "নাহি ডর তুমি?
মাধব-রমণী-তেজ জান না কেশরী?"
সেই দৃপ্ত বচনের চারু মধুরতা
শুনি, যেন মন্ত্রমুগ্ধ পলাল কেশরী!—
লক্ষ্মীর চরণ ধূলি লইলাম মোরা!

বনের শ্বাপদ-কুল বশীভূত যাহে,
হেন চারু মধুরতা শিখি, সীতা দিদি,
কেন না করিবে বশ স্নেহের দেবরে ?
আমি দোষী, আমি দিদি যত অপরাধী ;
অদৃষ্টের নহে দোষ ; বিগুণ নিয়তি
বরিষে অমৃতধারা তব নিজগুণে !
কেমনে ভুলাতে হয় প্রাণেশের মন,
নূতন নূতন ভাবে, নিতি নিতি নিতি,
কেমনে তুষিতে হয় জানিতাম যদি,
কিবা সেই অনুরাগ, কিবা সে প্রণয়,
কিবা সে অনন্ত মধু কমল-কোরকে ;
কি যৌবনে, কি বার্দ্ধক্যে বাঁধা যাহে অলি,-
থাকিত হৃদয়ে যদি, তা'হলে প্রাণেশ
ত্যজিয়া কি যাইতেন ছলিয়া দাসীরে?
হায় গো অজ্ঞান আমি ! নারিনু বুঝিতে
নাথের ছলনা-বাক্য বিদায়ের কালে।
ধীরে ধীরে প্রাণনাথ আসি মোর ঘরে,
কহিলেন মৃদু হাসি, "যাইতেছি বনে।"
কাঁদিয়া আকুল আমি কহিলাম তাঁরে,—
"আমিও যাইব সঙ্গে, ল'য়ে চল মোরে।"
হাসি উত্তরিলা দেব, "অজ্ঞানের মত,
কেন উন্মু কাঁদ তুমি ? বিবাসী জানকী,
বিবাসী শ্রীরামচন্দ্র ; পূজ্যতম জনে
অগ্রসরি নাহি যদি আসি বন-মাঝে,

হাসিবে অযোধ্যাবাসী ; তাই, শশীমুখি,
দুই তিন দিন জন্য তোমার সমীপে
বিদায় যাচ্ঞা করি। কবে গো বিমুখী
লক্ষ্মণে করিতে দান সরলা উর্ম্মিলা ?”
এতেক বলিয়া নাথ সাদরে, সোহাগে,
চুম্বিলেন অশ্রুকণা অধর হইতে।
আর নাহি রহিলাম আমি গো আমাতে !
হাসি-ইন্দ্রধনু আসি চক্ষে দিল দেখা !
নাথের আজ্ঞায় দিদি জটাজুট তাঁর
দিলাম সাজায়ে যত্নে, বল্কল ভূষণ
দিলাম স্বহস্তে আঁটি— বোধ হ'ল যেন,
নন্দন-কানন ছাড়ি, ছদ্মবেশ ধরি,
অবনিতে অবতীর্ণ দেব পুষ্প ধনু !
দেখি সে সুন্দর মূর্ত্তি, অবাক্ হইয়ে,
অতৃপ্ত-নয়নে-প্রাণে নেহারি নেহারি, —
হাসিলেন প্রাণনাথ, হাসিলাম আমি !
বাণবিদ্ধ শ্যেনপক্ষী ধরাতলে পড়ি,
চাহে নিষ্কাসিতে শরে চঞ্চুর আঘাতে,
গাঢ়তর পশে শর শরীর-ভিতরে,
বিপরীত ফল ফলে বিধির বিপাকে,
রক্তে হয় মাখামাখি ; কিছুক্ষণ পরে
আয়ুঃ হয় নিঃশেষিত, ভাবিতে ভাবিতে,—
“ভাবিলাম বাঁচিব গো যেই চঞ্চু দিয়া,
সেই চঞ্চু হ'ল কাল, বিধির কি দয়া !”

সেইরূপ সীতা দিদি, আপনার করে
সাজাইয়া জটাজুট, বল্কল আঁটিয়া,
আনিলাম মৃত্যু মোর, বিরহ-যামিনী!

জানিতাম যদি, দিদি, নাথের ছলনা,
তা হ'লে অকুতোভয়ে, সেই দণ্ডে আমি,
অভিমানে, অবসাদে, সরোষে গর্জ্জিয়া,
ঢালিতাম গঙ্গাজল দেহ-ভস্ম' পরে,
ছিঁড়িয়া দিতাম আমি বল্কল-ভূষণ,—
নব তাপসের দিদি জটাজুট যত!
অথবা করুণে, প্রেমে, গদগদস্বরে,
নাথের চরণতলে লুটায়ে জানকি,
বল্কল জটার অৰ্দ্ধ লইতাম মাগি!

গলেতে মৃণাল-সূত্র, ভালে ললাটিকা,
মাখিয়া মাখিয়া ভস্ম সর্ব্বাঙ্গ দেহেতে,
সাজিতাম মহাসুখে নবীন তাপসী!

নব পরিণয়-কালে, অভিনব বধূ,
পতি-প্রেম-সোহাগিনী সধবা বৃন্দের
লয় গো চরণ-ধূলি, তাদেরি মতন
মুগ্ধপতি-সোহাগের হ'তে সোহাগিনী!
ভকতি-প্রণতি সেই নয় কি ঔষধি
বিরহের কাল রোগে? তা হ'লে জানকি,
শত শত নমস্কার তোমার সুপদে;
প্রেম-সরোবরে তুমি সোহাগ-নলিনী!

দেও মোরে আশীর্ব্বাদ, তোমারি মতন,
পতি-চিত্ত-নন্দনেতে পারিজাত মত,
ফুটি আমি অবিরত, স্মর, স্মর-বধূ,
যে উদ্যানে বাঁধা সদা চির-অনুরাগে!
সূর্য্য ডরে খর কর ক্ষেপিত যে দেহে,
পরশিতে পূত-অঙ্গ সশঙ্কিত বায়ু,
হেন চারু বরবপু স্বকর-পরশে,
নারিবে পশাতে লোহে? হায় এ জগতে,
অতুল পরশ-মণি সতীত্ব-রতন!
দাও তবে পদধূলি সতীত্ব রূপিণি,
সেই পদধূলি শিরে করিয়া বহন,
ভাসাব কঠিন শিলা প্রেম-নদীনীরে!
হায় আমি পাতকিনী, নিন্দি পতি-ধনে।
সাগরের কটুভাব আবরণ-তরে,
ঢালেন সহস্র করে মন্দাকিনী সতী,
সুবিমল পূতধারা বঙ্গোপসাগরে;
করে দেবি, আভাময় ক্ষণপ্রভা সতী,
শ্যামল নীরদে তার নিজরূপ দানে;—
পতির কলঙ্ক ঢাকে সযতনে সতী।
কিন্তু ভেবে দেখ মনে, ওগো সীতা দিদি,
যে জন সাধিতে বাঁচে স্বাধীনা নলিনী,
সেতুর বন্ধন ভাঙ্গি, পলাইয়া গেলে,
কি-বল উপায় তার? হায় অভাগিনী
কাঁদে গো কর্দ্দম সক্ত পদন-বননে!

লিখিতে লিখিতে দেখ অবসান বেলা,—
দিতেছে বিদায় ওই চক্রবাক-বধূ
অশ্রুমুখে চক্রবাকে, সচতুর পাখী
ওই দেখ স্তোভবাক্যে করিছে সান্ত্বনা ;—
এইরূপে মবে নারী নরের কুহকে।

কোথা হ'তে উড়ে এসে কপোত বিদেশী,
মোদের কপোতী-সনে ক'রেছিল আজ
সুমধুর প্রেমালাপ ! ব'সেছিল দোঁহে
এক শাখে, সহকারে, এক তরুমূলে,
একই সোপানস্তরে, সরসীর ধারে,
তণ্ডুল-সমষ্টি হ'তে একই স্থানেতে,
আহার করিয়াছিল মনানন্দে দোঁহে,
বিশ্রাম ল'ভয়াছিল একই স্থানেতে ;
এবে হেরি উপনীত বিরহ-রজনী,
ওই দেখ অশ্রুধারা বরষে কপোতী !
একবার তাকাইছে অন্তঃপুর-পানে,
আবার কপোত-পানে চাহে ফিরি ফিরি।

ওই দেখ দেখ সীতে, কপোত বিদেশী,
চিত্র পক্ষপুট দুই মেলিয়া বাতাসে,
শূন্যমার্গে উড়ে গেল ছাড়ি দয়ামায়া,—
নরের কঠিন হিয়া, দেখ, দেখ, সীতে!

ক্ষম সন্ধ্যে! শান্তিময়ি! যে পবিত্র কালে,
যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্র সবে যোগধ্যানে রত,
মহা মহাপাতকীর হৃদি মরুভূমে
বহে অনুতাপ-ধারা, হিংস্র জীবকুল
হয় গো বিরত যবে ক্রূরস্বভাব হ'তে,
করুণার প্রস্রবণি, উষার ভগিনি,
তোমার সে কালে আমি পাপিষ্ঠ নয়নে
ছিদ্র অন্বেষণে রত! ক্ষম ক্ষেমঙ্করী!
সাগর-গরভে লভে মণিমুক্তা কত
পুণ্যবান হয় যারা; সেই সে সাগরে,
শুষ্ক শুক্তি পায় পাপী নিজ কর্ম্ম ফলে!—
নিজ কর্ম্ম-দোষে আমি ঘোর অভাগিনী!
তুমিও ক্ষম গো মোরে, ক্ষম সীতা দিদি,—
বাল্যকালে, পিতৃগৃহে, আমি গো চপলা,
তব দেহে ধূলা-রাশি দিতাম ছড়ায়ে,
করিয়া অবেণীবদ্ধ তোমার কবরী,
দিতাম গো করতালি, সে সব খলতা
অনায়াসে সহিতে গো বসুন্ধরা-সুতা;
দুর্ম্মদ যৌবনকালে, এ প্রেম-উন্মাদে
আমি আজি প্রলাপিনী; ভগিনী ভাবিয়া,
প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা করিও মার্জ্জনা!
সন্ধ্যার আরতি ওই হয় অন্তঃপুরে,
এই বেলা যাই আমি; সুমিত্রা জননী
দেবতারে করি সাক্ষী, তনয়-বৎসলা
ললাটে সিন্দূর মোর দিবেন পরায়ে।

শুধাসিয়া আমাদের বৃদ্ধ কঞ্চুকীরে
দিব এই পত্রখান—বিশ্বস্ত বাহকে
রাখিয়া আসিবে পত্র তোমার সুকরে।

পাঠ করি মনসাধে, পরম কৌশলে,
নিদ্রিত নাথের বক্ষে, অস্ফুট চরণে,
রাখিয়া আসিও দিদি, করিগো বিনতি॥

কৌস্তুভ-রতন যথা বিষ্ণুর উরসে,
মন্দারের হার যথা শচীপতি-গলে,
তেমতি আমার লিপি, প্রেম-উন্মাদিনী,
হবে পূত সীতা দিদি, নাথের পরশে!

নিদ্রান্তে, চকিতে যবে হেরিবে এ লেখা,
শুধাবেন "কে আনিল?" কহিও তাঁহারে,
"স্বর্গ হ'তে ফেলেছেন বুঝি রতি দেবী,
চেতাইতে সুকঠিন অপ্রেমিক জনে,—
নহে মানবের কাজ, দেবের এ লীলা!"
দাও গো বিদায় তবে—আসিছে মন্থরা।
ভক্তিপূর্ণ নমস্কার জানাও শ্রীরামে;
কহিও তাঁহারে দেবি, "দেব রঘুমণি
ফিরিয়া আসিলে ঘরে, ব্যাপিকা ঊর্মিলা,
পূর্ব্বের কৌতুক আর করিতে নারিবে,
হাসিতেন রঘুবর যে ব্যঙ্গ কৌতুকে।
সে আমোদ, হাসি-মুখ ভুলিয়া গিয়াছে।

কেবল মিনতি এক ও পদ-রাজীবে,—
জানকীর পদ, দেব, বিঁধিলে অঙ্কুশে
করিও গো নিরঙ্কুশ। যুগল জননী
আছেন গো মৃতপ্রায় তোমার বিহনে—
রোপিলে কঠিন ভূমে দ্রাক্ষালতা যথা।"
আর জানাইও দিদি তোমার দেবরে—
কি জানাবে? জানাবার কিগো আর আছে?-
জানাইও উর্ম্মিলার নিষ্ফল প্রণয়,
জানাইও উর্ম্মিলার নয়নের বারি,
জানাইও প্রিয় দিদি, জানাইও তারে,
অযোধ্যার রাজপুরে, কি নিশি দিবসে,
উদ্ধমুখে, কখনও বা অবনত মুখে,
বিগলিত-কেশপাশ, পাণ্ডুর-অধরা,
একটি রমণী-মূর্ত্তি, ঘোরে অবিরত!

অশোক।

কেন, ফুল, কাঁদে হিয়া তোরে নিরখিলে ?
কিছুতেই লুকাবারে পারি নারে শোক !
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেনরে তোরে বলে তবে লোক ?

২

বিপুল বিশ্বের কথা যাই ফুল ভুলে,—
একটি শোকের মূর্ত্তি জাগে অনিবার !
জনম-দুঃখিনী সীতা অশোকের মূলে
একাকিনী, ফেলিছেন নয়ন আসার !

৩

ললাটে সিন্দূর নাই ; ঝরিয়া, ঝরিয়া,
তাই কি পড়িতে গিয়া সীতার সুকেশে ?
"প্রকৃতি," ভাবিত সীতা, "এ ছল করিয়া,
জুড়াইলা দুঃখিনীরে নাথের সন্দেশে !"

৪

আঁধার সে ঘোর বন ! তাই দয়া করি,
শিখাইতে খদ্যোতেরে বসিতে পল্লবে !
ব্যথিত সীতার দুঃখে উঠিতে শিহরি ;
শিশির-আসার-ছলে কাঁদিতে নীরবে !

৫

কৃতজ্ঞ জানকী দেবী চরণ-পরশে,
ফুটাতেন ওলো! ফুল স্বমুখ তোমার!
দেখি সে বিকাশ তব, ক্ষণেক হরষে,
করিতেন সম্বরণ নয়ন আসার!

৬

দেখি তব আচরণ, মোহিত হইয়ে
সখী-সম্বোধনে তোমা ডাকিতেন সীতা;
পরে যবে সে কানন চলিলা ছাড়িয়ে,
তোর লাগি, দয়াবতী হইলা ব্যথিতা!

৭

সেই দুঃখ কাহিনীর সাক্ষী তুমি ছিলে,
তাই ফুল হেরি তোমা উপজিছে শোক!
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেন রে তোরে বলে তবে লোকে?

সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?
ছ'মাসের শিশুটিরে,
বুকে ক'রে ধীরে ধীরে,
আমার কোলেতে দিতে চ'লি আগুয়ান:
আমি কহিলাম তোরে,
'থাকুক তুহারি কোরে'—
তুই কেন হ'লি তায় আকুল-নয়ান?
জলে বিজ্‌লীতে ভরা
একখানি মেঘ ত্বরা
ছাইয়া ফেলিল তোর মধুর বয়ান?
অকারণ তব রোষ,
আমার নহেক দোষ,—
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

ফুল-শিশু আঁখি খুলে,
তরু-শাখে দুলে দুলে,
দেখে যবে মুগ্ধমুখে ঊষার বয়ান,
ভুবন ফিরাতে নারে আপন নয়ান!
তরুকোল শূন্য করি;
সে তরু দুলালে হরি'
আমি কি আনিতে পারি থাকিতে এ প্রাণ?
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

ঝকমক পাখা দুটি,
ঊষার ঝলকে উঠি,
খোলে মেলে প্রজাপতি রূপের দোকান,
ভুবন করে গো তার কতই বাখান!
সোণার পাখীরে ধরি,
কনক-কণিকা ভরি',
কে চায় করিতে তার খেলা অবসান?
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান!

শাখা নাচে, ফুল দোলে,
চারি ধারে ফল ঝোলে,
পাপিয়া মগন প্রাণে ধরে নিজ তান;
অবাক অবনী শোনে হইয়া অজ্ঞান!
সে মধু-নিকুঞ্জ হ'তে,
টানি' আনি পিঞ্জরেতে,
কে চায় শুনিতে বল বাউলের গান?
মিছামিছি তব রোষ,
আমার নহে গো দোষ,
সোহাগিনি! ইথে তোর এত অভিমান?

দাও দাও একটি চুম্বন।

দাও, দাও, একটি চুম্বন ;
বিছাইয়া ছটি ওষ্ঠে সোহাগের কচি পাখা,
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিদিব-অমিয়-মাখা,
একটি চুম্বন !
আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর বাহিরিয়ে,
করুক্ তোমার করে সর্ব্বস্ব অর্পণ !
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

পশে যবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির-পরশে,
লাজ-রক্ত-শতদল, প্রাণবৃন্তে ঢল ঢল,
সর্ব্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের হরষে।
তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুম্বনে চুমি,
লও, লও, (আঁখি মোর আসিছে মুদিয়া !)
প্রাণের মদিরা মম গণ্ডূষে শুষিয়া।

দাও, দাও, একটি চুম্বন—
মিলনের উপকূলে, সাগর-সঙ্গমে,
দুর্জ্জয় বাণের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন !
দাও, দাও, একটি চুম্বন।

আর এক,—একটি চুম্বন!
তোমার ও ওষ্ঠ দুটী বাসন্তী যামিনী জাগি,
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
নববধূ আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর,
চক্ষু বুজি, মাথা গুঁজি, করিবে শয়ন!
দাও, সখি! মদির চুম্বন।
দাও, দাও, একটি চুম্বন।
পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
তোমার ও মদির চুম্বন।
কপোত কপোতী-সনে
মগ্ন মৃদু কুহরণে,
থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
তব ওষ্ঠ মম ওষ্ঠ উঠুক কুহরি!

ভুল

এ কি নয়নের ভুল !—হইয়ে আকুল,
এলোচুলে, পরি' এক আটপৌরে শাড়ী,
থাক যবে, দুই কাণে দুটি ক্ষুদ্র দুল;
দুই হাতে চারিগাছি চুড়ি নেওয়ারি,—
এ কি গো আঁখির দোষ! হেন বোধ হয়,
বারাণসী চেলী তব শ্রীঅঙ্গে ঝলকে!
ঝকমকে সিঁথি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, বলয়;—
জলন্ত জোনাকি-পাঁতি ফুটন্ত অশোকে!
এ কি নয়নের ভুল! বুঝিবারে নারি,
ফুটন্ত গোলাপ তুমি, অথবা মুকুল!
তুমি কি মতিমতী বর্ষীয়সী নারী,
অথবা জনক-গৃহে বালিকা চটুল!
নিশীথে, উজ্জ্বলরূপে, হয় দিবা-ভুল:
দিবসে, শর্ব্বরী ঘোর, এলাইলে চুল!

দুটি কথা

কেহ বলে, পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন ;—
সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-বিভায় ?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ বরণ ; –
সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায় ?
কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল কমলিনী ;
ব্রীড়ার নিক্ষেপ হায়, কমলে কোথায় ?
কেহ বলে উষা সম উজ্জ্বল-বরণী ;—
আলাপী চাহান কোথা গোলাপী উষায় ?
সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা !
যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই,
অবাক্- ও মুখ হেরে,—সব ভুলে যাই !
এই দুটী কথা আমি বুঝিয়াছি সার—
'চুম্বন-আস্পদ' মুখ প্রিয়ার আমার !

প্রিয়তমার প্রতি।

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে,—
আধ গ্লাস জল যেন নিদাঘের কালে!
চারিধারে গুরুজন; চল অন্তরালে;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
কে যেন গো কাণে কাণে কহিছে সোহাগে—
"আন থালা; ক্ষুদ্র এই কলার পাতায়,
এক রাশ শেফালিকা কুড়ান কি যায়?"
শুধু নয়নের দৃষ্টি ভাল নাহি লাগে!
বন্দী হ'য়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে,
কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে,
মনোদুঃখে, ঘোমটার জলদ-আঁধারে,
তোমার ও মুখ-শশী কাঁদিছে কাতরে!—
ছাদে চল; মুক্ত বায়ু; অদূরে তটিনী;—
দ্রৌপদীর শাড়ী সম সচন্দ্রা যামিনী!

খোঁপা-খোলা।

খোঁপাটি দিয়েছে খুলে ;—এই দোষ ওর ?
খোকারে বোলো না কিছু এ মিনতি মোর !
দেখ সখি, চুলগুলি,
শ্রীঅঙ্গে পড়েছে ঝুলি,—
দোলায়ে অলকাবলি খেলে বায়ু চোর !
ভূমিতে লুটায় আসি,
কেশের ঐশ্বর্য্যরাশি,—
শিহরি, মেদিনী হয় পুলকে বিভোর !
কেন ওরে মিছে ব'ক ?
আমার মিনতি রাখ—
সোহাগিনি, শোভার যে নাহি আজ ওর !
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ?
মধুমাসে ছোটে অলি,
হ'য়ে মহা কুতূহলী,
ঠিক্ যেন তোর ওই চাহনি ডাগোর !—
সারি সারি ব'সে ধীরে,
অশোক-চম্পক-শিরে :—
কবির আঁখিতে বহে হরষের লোর !
খোঁপাটী দিয়েছে খুলে এই দোষ ওর ?
শ্রাবণে দিক্-সুন্দরী,
বিজুরি-লতিকা ধরি,
কুসুম তুলিয়া লয় ভরিয়া আঁচোর

আদর সোহাগ করি,
ঘননীল নীলাম্বরী,
বরিষা পরায় তারে, দিয়া তারে কোর!
খোঁপাটি দিয়েছে খুলে, এই দোষ ওর?

জলভারে ক্লান্ত হ'য়ে,
কাদম্বিনী পড়ে নুয়ে;
শিহরি মেদিনী হয় পুলকে বিভোর!

আমার মিনতি রাখ,
আজি এলোচুলে থাক;—
খোকারে বোলো না কিছু, এ মিনতি মোর!
খোঁপাটি দিয়াছে খুলে, এই দোষ ওর?

নিরলঙ্কারা।

বিনোদিনি, চাবি তব গিয়েছে হারায়ে?
এই দেখ, আমি তাহা পেয়েছি কুড়ায়ে!
কষিত কাঞ্চন জিনি,
তোর ও তনুয়া খানি!
তাতে কেন অলঙ্কার দিবিরে চাপায়ে?
দিব না, দিব না, চাবি, দিব না ফিরায়ে!

আহা ও ময়ূরীর পুচ্ছে,
আহা ও ফুলের গুচ্ছে,
কাজ নাই, কাজ নাই, অলক্ত মাখায়ে!

নাহি শবদের ছটা,
নাহি উপমার ঘটা,
তবু চিত্ত গীতি-কাব্যে ফেলেছি হারায়ে !
আজি শূন্য দেহে থাক,
আমার মিনতি রাখ ;
চির-তৃষিতের তৃষা দাও গো মিটায়ে !
অবিবাদে, মনোসাধে,
মগ্ন সৌন্দর্য্যের হ্রদে,
দাঁড়াব সজ্ঞান আজি, আকণ্ঠ ডুবায়ে !

প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, কুহক ছড়ায়ে,—
নিজ হস্তে পারিজাত, মন্দারে কুটায়ে !
কার কত সমর্পণ,
কবি কত প্রাণপণ,
প্রকৃতি পেতেছে শয্যা, পুরুষে চেতায়ে !
আপনা বিলায়ে আর আপনা বিকায়ে !
এটা সেটা আনি তায়,
মোহন ফুল-শয্যায়,
কেন চাস্, পাগলিনি, রাখিতে ছড়ায়ে ?
অবোধ ! এ গৃহস্থালী কে দিল শিখায়ে ?
আজি এ মিনতি রাখ,
কিছু ওতে রেখ না'ক !
রাতি হ'ল : আঁখি মোর আসিছে জড়ায়ে—
ও তোর ফুলশয্যায় পড়িব ঘুমায়ে !

আমি।

কে লয়া দিয়াছ ব্যাস মালতির মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে, ঘুরায়ে,
গাঁথিছ বকুল-হার বিনায়ে, বিনায়ে!
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার অলক-গুচ্ছ হ'য়েছে উতলা!
মালা গাঁথা হ'লে শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সবেগে নালনী সম হ'য়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম, সখি; সারাটি যামিনী,
সাজিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ!
লভিতে এ পুষ্প-জন্মে বিভব, গৌরব,
হৃদে দেখ, কি উতলা হ'য়েছি স্বজনি!
চিকণিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা;—
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা!

যাদুকরি ! এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

১

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

বিহ্বলা-মোহিনী-বেশে, কথা ক'স হেসে হেসে,
জহুরির দোকানের পাট খুলে যায় !

কোহিনুরে, কোহিনুরে, আলো যে উথলি পড়ে !
ছড়াছড়ি ইন্দ্রনীলে, হীরায়, মুক্তায় !

যেখানে দাঁড়াস্ তুই, জাতি, বেল, মল্লী, যূঁই
ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ;
সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আঙ্গিনায় !

পাখী নাচে, পাখী নাচে, কুহু-শব্দ প্রতি গাছে,
সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় !

হেরি ও মোহন ভেল্,
ভুলে গেছি বুদ্ধি খেল্,
মলিন তারার ভাতি চাঁদিনী-নিশায় ;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

২

মনে নাই ? সেই নিশি,
অন্ধকার দশ দিশি,
জলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
সোহাগে, বাহুর ডোরে, বাঁধিলি আমায় !

সুখ-খিন্ন হ'ল প্রাণ ;
ক্ষণে মোর হ'ল জ্ঞান
আমি যেন ডুবে আছি জাগন্ত-নিদ্রায়,
বাসন্তী যামিনী-কোলে, ফুল্ল-জোছনায় !

জ্ঞানরন্ধ্র হ'ল রোধ,
পরক্ষণে হ'ল বোধ,
চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শয্যায়
আছি আমি ; হাসি মোর অধরেতে ভায় !
পারিতয়ে যাদুর কল,
এইরূপে প্রতি পল
কাটাইলি ; তুই যবে আইলি হেথায়,
সেই দিন যামিনীর হ'য়েছে বিদায় !
নিশায় কোকিল গায়,
কমল মুচকি চায়,
যামিনীতে কোলাকুলি উষায় উষায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখলি কোথায় ?

৩

যাদুকরি, তুই এলি —
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য ;—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায় !
শব্দ হয় অর্থবান,
ভাব হয় মূর্ত্তিমান,
রস উথলিয়া পড়ে প্রতি উপমায় !
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

৪

শোকমুখে নিজ ঘরে,
শোক গেছে চির তরে ;
পলাতক রোগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায় ;

প্রতি কক্ষে আশা-পরী,
হীরার অঙ্গুরী পরি,
অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায়!
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

৫

আমার মলিন নেত্রে,
আমার শীতল গাত্রে,
কি অনল জেলে দিলি!—নিশায়-দিবায়,
সে পূত আগুর সেকে,
পাপ-চিন্তা, একে একে,
শুকান' পল্লব সম দগ্ধ হ'য়ে যায়;—
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

৬

ও যাদু-পরশে তোর
জড়িত রসনা মোর
বীণার ঝঙ্কার-ধ্বনি দিগন্তে বিলায়।
হের দেখ সারি সারি,
জগতের নর, নারী,
অবাক্, হসিত নেত্রে, মোর পানে চায়।
যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায়?

তারপর।

স্বামী গেল মরি!

—তার পর?

তার পর, কেঁদে কেঁদে, ডাগর ডাগর আঁখি

লালে লাল করিল সুন্দরী!

—তার পর?

তার পর, বুক বেঁধে, চাহিল বাঁধিতে ঘর;—

চাহিল ভুলিয়া যেতে বিরহ দুঃসহ!

—তার পর?

তার পর, অতি কষ্টে, করিল অনেক চেষ্টা

দুষ্কর সংসার-যাত্রা করিতে নির্ব্বাহ!

—তার পর?

তার পর, একা, হেথা স্বামী বিনে ঘর করা

লাগিল না ভাল!

—তার পর?

তার পর, একদিন, "হা নাথ যো নাথ" করি

অনাথিনী জীবন ত্যজিল!

—তার পর?

তার পর, ধীরে ধীরে, স্বর্গ হ'তে পুষ্প-রথ

মর্ত্ত্যে এল নামি।

তার পর, ভাগ্যবতী, বৈকুণ্ঠ-আবাসে গিয়া,

পাইল প্রাণের প্রাণ জীবনের স্বামী!

বিধবার আরশী।

বিধবার আর্সি খানি, প'ড়ে আছে এক পাশে ;—
কালি ঝুল মাখিয়া শরীরে।
মনে পেয়ে ঘোর ব্যথা, চুপে চুপে কহে কথা,
মনোদুঃখে গুমরে গুমরে ;—
“সধবা আছিল যবে, এ মুখ নেহারি মোর
কতই সে পাইত গো সুখ ;
আমার এ সরসীতে, ফুটিত গো অরবিন্দ,
তার সেই টুক্‌টুকে মুখ।

গিয়াছে সোহাগ জানা,—বোঝা গেছে ভালবাসা,
এ ধরায় কেহ কারো নয় ;
ছ'মাস চলিয়ে গেল, একবারো নাহি এল ;
দেহ মোর কালি ঝুলময়।
ভুল—ভুল !—‘সতী’ নয়, সে মোর ‘সতীন’ হয়,—
সব কথা বুঝিয়াছি আমি ;
যামিনী হ'য়েছে ভোর, ভেঙ্গেছে স্বপন ঘোর,
—একদিনে ত সতীনে হারায়েছি স্বামী !”

এই নাও।

সকলি ত হইল স্বপন!
তোমার সহিত নাথ, ইহ-জনমের সাধ
চিতায় করিল আরোহণ!

এই নাও—
অভাগীর রূপ নাও, সিন্দূরের কৌটা নাও,
নাও নাও বসন-ভূষণ।

এই নাও—
অন্ধকার এক রাশ, নিবিড় এ কেশ-পাশ
করিত যা চরণ চুম্বন।

এই নাও—
কটাক্ষে চাহনি নাও, অধরের মৃদু-হাসি,
নাও নাও ললিত গমন।

এই নাও—
তোমার সহিত নাথ, গান গেয়ে সারা রাত
বাসন্তী পূর্ণিমা জাগরণ!

এই নাও—
সোহাগে কথার ছল, মানের নেশার ঝোঁকে
তব বক্ষে মস্তক স্থাপন!

এই নাও—
দুবেলার অন্ন নাও, শুষ্ক পিপাসার বারি,
এয়োতের ব্রত-উদ্যাপন!

অশোক গুচ্ছ।

সকলি সহজে নিলে ; প্রাণনাথ, প্রাণধন,
বল, বল, ধরি দু'চরণ,
কেবলি কি সার-হীন, অতি তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ,
হায়! এই দাসীর জীবন?
স্বপনেও কভু হেলা করনি দাসীর কথা ;—
প্রাণনাথ, তবে কি কারণ,
—চরণে ঠেলিয়া দাও দাসীর জীবন?

দাও দাও।

দাও, দাও, চরণের ধূলা—
ওই চরণের রজঃ মাখি, মাখি, সর্ব্ব-দেহে,
ঢাকিব এ শ্যামল-যৌবন!

দাও, দাও, হিয়ার ভকতি—
ওই ভক্তি হৃদে রাখি, করিব গো অহোরাত্রি,
শাশুড়ির চরণ-বন্দন!

দাও তব অনুপম স্নেহ—
ওই স্নেহ চিত্তে মাখি, দেবর ননন্দ বর্গে
বুক পূরে করিব যতন!

দাও, দাও, আত্মত্যাগ তব—
করিয়া পরার্থ-যাগ, ভুলিব সোহাগ-রাগ,
সুখ-তৃষ্ণা অসার ক্রন্দন!

দাও, দাও, সহিষ্ণুতা তব—
ওই বারি পান করি, বৈশাখের তীব্র তৃষা
অনায়াসে করিব বারণ!

দাও, দাও, স্মৃতিটি তোমার—
ওই স্মৃতি বুকে থু'য়ে, সারাদিন সারাক্ষণ,
করিব ও মূরতি স্মরণ!
হে নাথ কিছু না চাই, এই ভিক্ষা তব ঠাঁই,
দাও, দাও, অল্প-ভোগী তোমার জীবন!

কৌটার সিন্দুর।

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর!
সেই হাঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্,
অধরে লাগিয়ে থাক্ চুম্বন-মধুর;
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর?
রঙে-রঙে ঘেঁসাঘেঁসি, রাগে-রাগে মেশামিশি,
থাক্ থাক্ নিওনা ও কৌটার সিন্দূর!
ও রাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় দুঃখ পাবে!
মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর।
কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দূর?

রেখে দে যতন ক'রে,—দেখিস্ তখন
দুঃখিনীর হবে যবে অন্তিম-শয়ন।
অবাক্ হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,
সিন্দূরের কৌটা খোলে আপনা আপনি!
তাম্বুলের বাটা খোলে আপনা আপনি!
অধরে তাম্বুল-রাগ, ললাটে সিন্দূর-দাগ,
চলে যাবে উচ্চ-কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিণী.
তুহাদেবি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী!
তোমরা সব এয়ো মিলে, কৌটা খুলে দিস্ ঢেলে;
ললাটে সিন্দূর ফোঁটা দিস্ ভরপূর;
আহা এবে থাক্ প'ড়ে কৌটার সিন্দূর।

স্বর্ণলতা।

ছোট ভাই বলে তার,— 'দিদি গো কাঁদিস কেন?
ভেঙে বুঝি গিয়াছে খেলনা!'
ধবল অধরে আহা, হাসিয়ে মলিন হাসি,
বালা কহে, 'কিছু না কিছু না!'

হেরিয়ে সে শোক-মূর্ত্তি, রাহু-গ্রস্ত শশী যেন,
মাতা কহে 'একি মা! একি মা!'
ধরিয়ে মায়ের গলা, ফেলি' দুটি বিন্দু অশ্রু,
কন্যা কহে, 'কিছু না কিছু না!'

লোকে হ'ল লোকারণ্য ;— ডাক্তার কহিছে ধীরে
'কি হ'য়েছে—বল মা বল মা !'
ঝলকে ঝলকে আহা ! মুখ দিয়া রক্ত ছোটে !
বালা কহে 'কিছু না কিছু না !'

অবিরল বৃষ্টি পড়ে, গুরু গুরু গরজন,
থেকে থেকে চমকে চপলা !
শাল-তাল-তরুচয়, সত্রাসে দাঁড়ায়ে রয় ;
এ কি ঘোর বিদ্যুতের খেলা !

কি বিকট ! কি আওয়াজ ! পড়িল, পড়িল বাজ,
কোন উচ্চে ? কোন তরু-শিরে !
চারি ধারে অন্ধকার, উজ্জ্বল দেবের রোষ
পড়ে গিয়া গৃহস্থের ঘরে !

মাঠে ছিল শাল-তরু ; দেব-ক্রোধ সংহারিল
উঠানের ক্ষুদ্র সহকারে !
সেই সঙ্গে সুকুমার সোনার লতিকা আহা
ভস্ম হ'ল অশনি-প্রহারে !

মলিন হাসি।

বিশ্বের ঝঞ্ঝাট ক্লেশ, যন্ত্রণার একশেষ,
উপমায় হারে তোর কাছে :
হায় রে মলিন হাসি, তোর চক্ষে অশ্রুরাশি
যত আছে, জগতে কি আছে ?

আছে কিরে কুঞ্জ গেহে, নিদাঘে লতার দেহে
কীট-দষ্ট পুষ্পের বদনে?
আছে কি তমাল-শিরে, উদাসী কালিন্দী-তীরে,
অস্তগামী মুমূর্ষু কিরণে?
প্রাঙ্গণের প্রান্ত দেশে, আছে কি রে নিশিশেষে
পাণ্ডু-চন্দ্র-চন্দ্রিকা-বরণে?
হায় রে মলিন হাসি, এত কেন অশ্রুরাশি,
তোর ওই কাঙ্গাল নয়নে?

হায় রে মলিন হাসি, ওই তোর অশ্রুরাশি;—
কবির কি ভাব-ভরা কথা?
নয় নয়! সবি ফাঁকি,— সকলি রহিল বাকি!
মর্ম্মে গাঁথা মরমের ব্যথা।
এক দিকে রৌদ্র-হাসি, অন্য দিকে অশ্রুরাশি
ইন্দ্রধনু কি শোভা বিকাশে!
হায় রে মলিন হাসি— তোর কিন্তু অশ্রুরাশি
নেত্রপটে শ্মশান প্রকাশে!

সুখের বাসর-ঘরে সবে হুড়াহুড়ি করে,
সধবা ও কুমারীর দল;
চুপে চুপে ধীরে আসি, তুইরে মলিন হাসি,
আধা হাসি,—আধা অশ্রুজল;—
বিধবার পাণ্ডুমুখে, তিলমাত্র বসি সুখে,
আবার করিস্ পলায়ন;
হায় রে সে হাসি নয়, হাসির সে অভিনয়!
সিক্ত করে কবির নয়ন!

উচ্চ হাসি।

কুসুম কোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল,
অতি স্নিগ্ধ, সুকুমার, তব মৃদু হাসি,
কি সুন্দর!—আমি কিন্তু বড় ভালবাসি
উচ্চ হাসি, উদ্বেলিত সঙ্গীত তরল!
মূর্ত্তিমতী-রাগিণীর ভুজ-মেখলায়,
বাজি যেন উঠিয়াছে কঙ্কণ-কিঙ্কিণী!
হৃদয়ের কুঞ্জে, কুঞ্জে, বাসন্তী ঊষায়,
জাগি যেন উঠিয়াছে নূপুর-শিঞ্জিনী!
বিশ্বকর্ম্মা গড়িয়াছে কনক-মৃণালে,
তোমার হৃদয়-মাঝে প্রেমের পিয়ালা!
উর্ব্বশী রঙ্গিণী সম নাচে তালে তালে,
মোহিনী মদিরা কিবা, পিয়ালায় ঢালা!
অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি?

নীরব বিদায়।

নীরব বিদায় ও যে, নীরব বিদায় আহা,
নীরব বিদায়!
শব্দে বুঝাইতে যাই, অর্থের পাই না থাই,
এ জগতে হায় হায় নীরব বিদায়
ভাষায় কি বুঝান' গো যায়?
মুখে কথা নাহি ফোটে, ভাবগুলি কেঁপে ওঠে,
চঞ্চল সরসী জলে শশি বিম্ব প্রায়,
হায় ও যে নীরব বিদায়!

বৃথায় বৃথায় চেষ্টা; নীরব বিদায়
তুলিকায় লেখা কভু যায়?
দাসী আসি ল'য়ে যায়, সন্তানে ভুলিয়ে হায়!
মা তাহার বার বার ফিরে ঘুরে চায়;--
—দৃষ্টি যেন পিছু পিছু ধায়!
অঙ্গ-যষ্টি অবিচল, নেত্রে নাই অশ্রুজল,
বর্ণ নাহি মূরতি-রেখায়!
হায় ও নীরব বিদায়!

বৃথা চেষ্টা! এ জগতে নীরব বিদায়,
পুষ্পভ্রষ্ট সৌরভের প্রায়,
জননীর দৃষ্টি হ'য়ে বালকেরে সঙ্গে লয়ে,
সন্তানের পাঠ-গৃহে ধায়!

'ভাসান্'—গঙ্গার ধারে, রথ-যাত্রা হেরিবারে,
নয়নমণিরে মাতা সাজায়ে পাঠায়;
নিজে কিন্তু স্নেহময়ী, বাতায়নে ব'সি ওই
এক-মনে কি বস্তু ধেয়ায়!
চক্ষে অশ্রুজল নাই, কান্না নাই; ছায়া নাই,
ভাষায় ও বোঝান' কি যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!

তুমি কি ভেবেছ মনে, বিবাহ-যামিনী
হ'লে পরে ভোর,
কন্যারে বিদায় দিতে, কন্যার জননী
ফেলে শুধু নয়নের লোর?
না গো না, বরের মাতা তারো চিত্তে গুপ্ত-ব্যথা,
হ'য়ে থাকে, পুত্র যবে দু' দিনের তরে,
যায় দূরে বধূ আনিবারে!
রসের আভাষ নাই, ছন্দের বিকাশ নাই,
গান গেয়ে গাওয়া কি গো যায়?
হায় ও যে নীরব বিদায়!
ভ্রান্তি! ভ্রান্তি! এ জগতে নীরব বিদায়,
স্বকস্পর্শে ছোঁয়া কভু যায়?
আশঙ্কায় চক্ষু বুজি, দুটি অন্ন মুখে গুঁজি,
ওই যুবা কার্য্যালয়ে ধায়!

প্রাণের যুবার তরে,　　তাম্বুল লইয়া করে,
তরুণী যে দিতেছে বিদায়,
মর্ম্মে গাঁথা নীরব ভাষায়
জলে শশি-ছায়া প্রায়,　　বিদায় কি উথলায়,
তরুণীর নয়ন-কোণায় ?
ও বিদায় কায়া-হীন !　　ও বিদায় ছায়া-হীন !
বোঝা যায়, হিয়ায় হিয়ায় !
আকুলি ব্যাকুলি নাই,　　অধরে কাঁপুনি নাই,
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

হেরে দেখ, একমাত্র সন্তান-রতন,
দূর দেশে যায় ;
অন্ন, অন্ন, অন্ন, চাই ; বিনা বাক্যে যায় তাই !
ঘরে ঘরে এ কাহিনী দুঃখী বাঙ্গালায় !
পিতামাতা দেয় তারে নীরব বিদায় !
ফেলে না চক্ষুর জল,　　পাছে হয় অমঙ্গল,
নীল অভ্র মগ্ন হয় ঘন জোছনায় !
শশী গেল অস্তাচলে,　　যামিনী শিশির-ছলে,
কাঁদিতে না পায় !
অধরে কালিমা নাই,　　নয়নে ভাবনা নাই ;
ভাষায় ও বোঝান' কি যায় ?
হায় ও যে নীরব বিদায় !

যুবতী হারালে পতি, যুবা হারাইলে সতী,
বিরহী কি মৃতের শয্যায়,
আলিঙ্গি পাষাণ-বুক, চুম্বিয়া অসান মুখ,
দেয় চুপে নীরব বিদায় ?
না গো ডুকরিয়া হায়, ভাঙিয়া চিৎকারায়,
অশ্রু-জলে মেদিনী ভাষায় !
সে ত নহে নীরব বিদায় !

দেখিবে ? দেখিতে চাও নীরব বিদায় ?
ওই মৃত বৃদ্ধার শয্যায়,
পড়ে আছে নীরব বিদায় !
বুড়ার নাহিক সুখ, বুড়ার নাহিক দুখ,
বুড়া দেয় নীরব বিদায় !
তোমাদের সুখ আছে, তোমাদের দুখ আছে,
বুড়ার সর্ব্বস্ব চলে যায়,
চির তরে চির তরে হায় !
ও যে হায় আশা-হারা, কোন মতে ছিল খাড়া,
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায় ;
ভূমিকম্পে শুষ্ক তরু ভূমিতে লুটায় !
চক্ষেতে চাহনি নাই, অধরে কাঁপুনি নাই,
বিন্ধ্যাচলে গুহা-মাঝে, বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রায় !
হায় ও যে নীরব বিদায় !

কলঙ্কিনীর আত্মকাহিনী।

আমি ঘোর কলঙ্কিনী, রূপ ব্যবসায়ী—
গৃহাশ্রমী ঋষি তুমি, ধর্ম্ম-নিষ্ঠাবান্!
আমি সমাজের গায়ে বণ বিস্ফোটক;
সমাজের চারু কর্ণে হীরবৌলি তুমি!
সংসার-অরণ্যে তুমি বৃক্ষপতি শাল;
দীনহীন বৃক্ষকণ্ঠা আমি পরগাছা।
সমাজের নিয়ন্ত্রিত মণ্ডল মাঝারে
বিবর্ত্তিত, মনোহর চন্দ্র গ্রহ তুমি;
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট, গতি-হারা, আমি ধূমকেতু!
আমি নটী; ছন্দোবন্ধে বনায়ে বিনায়ে,
কথার বাগুরা-জাল কৌতুকে বিস্তারি
ধরি পুরুষের চিত্ত! তুমি ত সরল?
নহে তব আঁকা বাঁকা সর্পের চরিত্র?
কি স্পর্দ্ধা! গণিকা, আমি, ঘোর পাপীয়সী,
আমি কি না চাহি, এই পত্র পাঠাইয়া,
করিবারে কলঙ্কিত সুহস্ত তোমার।
ধর্ম্মের প্রভূত বলে তুমি বলীয়ান্,
তোমার কিসের শঙ্কা? অচঞ্চল মনে
পাঠ করি পত্রখানি, গঙ্গাজল দিয়া,
দেহের কলঙ্ক তব ফেলিও প্রক্ষালি'!

সমাজমুকুট তুমি, সমাজের নেতা,
সমাজের কিবা সাধ্য করিয়া ভ্রুকুটি,
চাহিয়া তোমার পানে, দেখায় আপন,
দুর্ব্বল, রুধিরহীন, ঘৃণার অঙ্গুল!
বহু, বহুকাল গত ; বৃথা কেন আর
রে চক্ষু, স্পন্দিত হোস? আমিও ছিলাম
হিন্দু পরিবার-ভুক্ত কুলীন-মহিলা।
নব-বলায়িতা তরু-ব্রততীর মত,
উঠিতাম শিহরিয়া সমীর-পরশে!
হইতাম সলজ্জিত কথায় কথায়!
এবে অন্তরাত্মা মোর বিবস্ত্র হ'য়েছে ;
দর্পণের পারাটুকু গিয়াছে ঘুচিয়া!
কুলীনের বধূ আমি! বালিকা শৈশবে,
সেই কবে কোন্ কালে হ'য়েছে বিবাহ—
মনে নাই পতিমুখ ; বিংশতি বরষ
হ'ল ক্রমে বয়ঃক্রম ; আমি পিত্রালয়ে
গণিতেছি দিন মাস, কত সংবৎসর ;
কোথায়? কোথায় পতি, হায় রে কোথায়?
শয্যা পাতি শুইতাম নিশীথে যখন—
বিপুল বিশ্বেতে আছে রূপরাশি যত,
বিপুল বিশ্বেতে আছে গুণরাশি যত,
সমগ্র দ্রব্যের এক সমষ্টি করিয়া,
কত অনুরাগে আর কতই আহ্লাদে,
গড়িতাম কল্পনায় পতির মূরতি!

নহেন নিষ্ঠুর তিনি; বিধি মোরে বাম।
অভাগীর পোড়া ভাগ্যে, অবস্থার দোষে,
করিতে নারেন তিনি আমার উদ্দেশ—
এইরূপে, শান্তিহারা অবোধ-চিত্তেরে,
নিজেই দিতাম আমি প্রবোধ-সান্ত্বনা!
দেবালয়ে, জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকার কাছে,
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি, কত-শত-বার,
করপুটে সাশ্রুনেত্রে মাগিয়াছি বর—
'বারেক দেখাও, দেবি, নাথেরে আমার!'

এক দিন সন্ধ্যাকালে, রথ-যাত্রা দেখি,
ফিরিয়াছি গৃহে; তবে শুনিলাম আমি—
দেবতা প্রসন্ন আজি দুঃখিনীর প্রতি!
শ্বশ্র-গৃহে পদার্পণ করেছেন আজি—
কুলীন জামাই বাবু! নীরবে, লজ্জায়,
পশিলাম অন্তঃপুরে;— জননী আমার,
মোর পানে বাষ্পাকুল-উৎফুল্ল-লোচনে
চাহিয়া, বসায়ে ধীরে আপনার কাছে,
বাঁধি বেণী, মাজি দেহ, দিলেন সাজায়ে!
রাত্রিকাল; ক্রমে যবে হ'য়েছে নিশুতি,
অধৈর্য্য-আশঙ্কা-হর্ষে দুরু দুরু হিয়া,
পশিলাম ধীরে ধীরে শয়নমন্দিরে!

আঁধার, আঁধার গৃহ ! না জানি কি ভাবে,
দিয়াছিল ! নাথ মোর প্রদীপ নিবায়ে !
আমি পালঙ্কের পাশে দাঁড়াইনু গিয়া—
চরণ চলে না মোর প্রেমের আবেশে !
ভাবিলাম নাথ বুঝি, দুই ভুজ দিয়া,
গাঢ় আলিঙ্গনপাশে বাঁধিয়া আমায়,
লবেন পালঙ্কে তুলি ! সর্ব্বাঙ্গ-শরীর,
চরণ-নখর আর অলকের মাঝে,
হেমন্ত-লতিকা সম কোমল কাঁপিছে !
আঁধারে পতির মুখ নারিনু দেখিতে —
শুনিলাম কথা তাঁর 'বড় প্রয়োজন
আছে মোর, এই দণ্ডে যাব 'ক্ষবে গৃহে,—
অতএব বিধুমুখি, অনুগ্রহ ক'রে
তোমার সুন্দর গাত্রে অলঙ্কারগুলি
আছে যাহা, দাও তাহা।—ব্রাহ্মণের বরে,
আবার হইবে তব কত অলঙ্কার !'
আমি কহিলাম ধীরে, লাজ-ভয় স্বরে—
'হে নাথ, দাসীর প্রতি দয়া হ'ল যদি,
আজিকার রাত্রি শুধু যাপিয়ে হেথায়,
সেবিবারে পাদ-পদ্ম দাও এ দাসীরে !
হইলে শর্ব্বরী-শেষ, যথা ইচ্ছা তব
যাইও ; লইও সঙ্গে, দিব খুলি আমি,
অধিনীর দেহে আছে যত অলঙ্কার—
কি আছে অদেয় ? তুমি সর্ব্বস্ব আমার !'

উত্তরিলা নাথ মোর 'রঙ্গ বাথ্ তোর।'
সহসা সজোরে দুই কর বাড়াইয়া,
চাহিলা কাড়িয়া নিতে গাত্র-অলঙ্কার—
রুদ্ধ-কণ্ঠে, ভগ্ন বক্ষে, মুমূর্ষুর স্বরে,
আমি তারে কত কষ্টে কথা যোগাইয়া,
কহিনু, 'দিও না হাত আমার এ দেহে—
খুলিয়া দিতেছি আমি সব অলঙ্কার।'
এত বলি—মল, বালা, হার, চন্দ্রহার,
ঝুমঝুম, প্রজাপতি, সিঁথি ও চৌদানি,
যাহা ছিল, সব আমি একে একে খুলি,
দিলাম তাহার করে; কপাট খুলিয়া,
কুলীন বধূর স্বামী গেলেন চলিয়া!

আমি সে আঁধার গৃহে, ঘৃণায় ও রোষে,
ভালের সিন্দুর-বিন্দু ফেলিনু মুছিয়া!
এই পতি? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি?
করিয়া প্রতিমা-পূজা দিবস শর্ব্বরী,
প্রাণের প্রতিষ্ঠা করি, উদ্বোধনকালে,
ডাকিলাম যেই আমি 'কোথা দেবি,' বলি,
হায় কি দৈবের দোষে, কাঠামো হইতে,
নির্দ্দয় রাক্ষস-মূর্ত্তি হইল বাহির!

এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি ?
—ও নয় আমার স্বামী ; বালিকা-শৈশবে,
কবে কোন্ কালে মোর হয়েছে বিবাহ ;
মনে নাই পতি-মুখ ; আজি এ আঁধারে,
কত যুগ যুগান্তরে, এল যদি পতি,
নারিনু পতির মুখ ক্ষণেক দেখিতে !
এই পতি ? হিন্দুগৃহে এই কি বিবাহ ?
দেবের শপথ করি পারি গো বলিতে—
অদ্যাপি কুমারী আমি ; বিবাহের রাত্রে,
করি নাই, করি নাই, মন্ত্র-উচ্চারণ।
লোক মুখে শুনে থাকি, কৌতুক-উৎসব
হয়েছিল পিতৃ গৃহে সে ঘোর রাত্রিতে !
নয়, নয়, নয় সেই বিবাহ-উৎসব ;
চির বৈধব্যের মন্ত্র, করেছিল পাঠ
হিন্দু-কুল-পুরোহিত, হোমাগ্নি জ্বালিয়া !
এই পতি ? হিন্দু-গৃহে এরি নাম পতি ?

আমি চির সতী-লক্ষ্মী।—লম্পট-ব্রাহ্মণ
আজিকে চাহিয়াছিল, গাত্রে হাত দিয়া,
কাড়ি নিতে অলঙ্কার ; কই দিনু তাঁরে ?
পর-পুরুষের কর-কলঙ্ক-পরশ
করিবে আমারে স্পৃষ্ট ? দুষ্ট দুরাচার
করিবে কলঙ্ক-দুষ্ট এবপু আমার ?

অমঙ্গল! অমঙ্গল! কার অমঙ্গল?
ভালের সিন্দূর আমি ফেলেছি মুছিয়া।
কার অমঙ্গল তাহে? আপাদ মস্তক
হ'য়ে অলঙ্কার শূন্য, নেত্র-জলে ভাসি,
হইনু অবীরা আজি! সে কি অমঙ্গল?
হে হিন্দু, এ ধরাপৃষ্ঠে সকলি তোমার
এক চক্ষু; দয়া, ধর্ম্ম, রীতি, ব্যবহার!

পোহাইল কাল-রাত্রি; মাতার সমীপে
গেলাম বিষণ্ণচিত্তে; শিরে কর হানি,
চির-দুঃখী মা আমার লাগিলা কাঁদিতে!

ক্রমে দিন, পক্ষ, মাস, দুইটি বৎসর
হইল বিগত; আমি ব্যস্ত গৃহকাজে
ভুলিয়া গেলাম, মোর হ'য়েছিল কভু
বিবাহ; কাটিল কাল পরম-আহ্লাদে!
আশা নাই যার, তা'র কিসের বিষাদ?
অকস্মাৎ হায় হায় নিষ্ঠুর শমন
হরি নিল এক দিন জননীর প্রাণ!
একমাত্র যে বন্ধন ছিল এ সংসারে
অভাগীর, ছিন্ন তাহা হ'ল এতদিনে!
হে জননি, এ জগতে ঘোর অভাগিনী—
কুলীনের ধর্ম্ম-স্ত্রী; একমাত্র বন্ধু—
হে জননি, তুমি তার বিশ্ব-কারাগারে!
হে জননি, তুমি তার একমাত্র পতি!

মণিবন্ধে বাঁধা ছিল যে রক্ষা-কবচ,
গেল খসি, এস তবে ভয় ও বিষাদ !
উদ্‌ঘাট হ'য়েছে দ্বার ; আইস তোমরা—
অবাধে দৌরাত্ম্য কর মনের আহ্লাদে !

সংসার অরণ্য হ'ল ; জনক আমার
দার-পরিগ্রহ করি, আনিলেন গৃহে
দুঃখী ভগিনীর লাগি নবীনা জননী ।
সাঁঝের প্রদীপ জ্বালি, আমিও আবার
ক'রতে লাগিনু ঘর, বিমাতার সাথে !

তুমি কে ? আঁধার চিরে মশাল জ্বালিয়ে,
কে তুমি দেখায়ে দিলে আঁধার-দিগন্তরে ?
তুমি কে ? অমৃত ঢালি শেফালির মূলে,
কে তুমি জাগায়ে দিলে নিদ্রিত সৌরভে ?
তুমি কে ? ডুবিয়াছিনু তরঙ্গ-গহ্বরে,
টানিয়া আনিলে তুলি' তরঙ্গিণী-কূলে !
মাতুল-শ্যালক-পুত্র সম্পর্কে আমার
তুমি ; কিন্তু যেই দণ্ডে হেরিনু তোমারে—
জ্ঞান হ'ল, তুমি মোর পরম আত্মীয় !
জ্ঞান হ'ল তুমি মোর চির-পরিচিত !

সেই দিন হায়, সেই প্রথম দিবসে,
হেরি তব দেবতুল্য মোহন আকৃতি,
করুণার রঙ্গভূমি, আকর্ণবিস্তৃত
যুগ্ম নেত্র, যুগ্ম ভ্রূ, কুঞ্চিত চিকুর,—
সঞ্চারিল নব-প্রাণ বিশুষ্ক জীবনে!
ধূলি-তলে নিপতিত মৃত-কল্প আশা,
গাত্র ঝাড়ি, দাঁড়াইয়া, লাগিল হাসিতে!
বিতৃষ্ণা বিমাতা প্রতি, জনকের প্রতি
ঘৃণা, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল ত্রাসে!
অনুরাগ, ভালবাসা জন্মিল আবার
অন্তরে, সমুদায় নরনারী-পরে।
গৃহের জানালাগুলি, প্রাঙ্গণ ও ছাদ,
সহসা আমার নেত্রে বিস্তৃত আকৃতি
ধরিল, যেন রে কোন মন্ত্রের প্রভাবে!
যেন কোন বিশ্বকর্ম্মা করিল প্রসার
গবাক্ষে; গড়িল যরি চক্ষুর নিমেষে,
অপরূপ সিংহ-দ্বার হৃদয় তোরণে!
বুঝিলাম এই প্রেম! এরি নাম প্রেম!
মৃত-সঞ্জীবন-মন্ত্র এরি নাম প্রেম!
এই প্রেম প্রাণময় ঊষার তুষার!
এই প্রেম প্রদোষের প্রাণের উচ্ছ্বাস,
আলক্ষিত ধীর-মন্দ সমীর-হিল্লোলে!
এই প্রেম-বসন্তের কুসুম সম্ভার!
এই প্রেম দীপ্ত বহ্নি নিদারুণ শীতে!

এই প্রেম শরতের দিগন্ত-ব্যাপিনী
বসুধার মর্ম্মস্পর্শী, আকুল চন্দ্রিকা!
আজি গো, আজি গো হ'ল শুভ দরশন,
হাঁগো আজি,—আজি মোর দ্বাবিংশ বয়সে,
হ'ল শুভ-পরিণয় তোমার সহিত!
তুমিই আমার স্বামী; আমি গো তোমার
ধর্ম্ম পত্নী; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে!
সুন্দর সুচারু রুচি, হে সুন্দর বর,
এসে যদি অধিনীর হৃদঃ-মণ্ডলে,
এস এস, ব'স মম প্রাণ-সিংহাসনে!
তুমিই আমার স্বামী, আমি গো তোমার
ধর্ম্মপত্নী; অন্য স্বামী নাহি এ জগতে!
রোষ-কষায়িত-নেত্রে, কটমট করি,
রে হিন্দুসমাজ, তুই আমার দিকেতে
সঘনে তাকাস্ কেন? আমি কি কুলটা?
হিন্দু-কুল-লক্ষ্মী যারা, শুদ্ধ অন্তঃপুরে,
একদিন তরে যারা পতির বিচ্ছেদ
নাহি জানে, থাকে বদ্ধ সংসার-পিঞ্জরে,
দুই চারি পুত্র কন্যা পতির ঔরসে
প্রসবিয়া, যাহাদের সতীত্বের ভাণ,
তা'রা সবে সতী লক্ষ্মী! আমি কিন্তু, আমি,
আশৈশব তিল তিল পুড়ি তুষানলে,
এক হাতে স্বাদু-রস অন্ন ও ব্যঞ্জন,
অন্য করে স্বর্ণ-পাত্রে জাহ্নবীর বারি,—

তবু হায় দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালীর মত,
নিয়ত শুখায় তালু দারুণ তৃষ্ণায়,
নিয়ত ক্ষুধায় হায় জীর্ণ হয় ছাতি !
আমি হায় বিনা কোন অনুযোগ-বাণী,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আছি, সহাস্য-বদনে,
হস্তে ফল,—উপবাসী লক্ষ্মণের মত,
আজন্ম দাঁড়ায়ে আমি, এই পিতৃগৃহে,
প্রায়-উপবেশব্রতে আমি মহাব্রতী,
আমি নহি জিতেন্দ্রিয় ? আমি শুধু হায়
পুণ্য-বিঘ্ন, উলঙ্গিনী, কুলঘ্ন, কুলটা !
তোর এই বাম রাজ্যে, রে হিন্দু সমাজ,
হ'য়ে থাকে অগ্নিকুণ্ডে সীতার পরীক্ষা !
সে কি তোর নিরপেক্ষ বিচার পদ্ধতি ?
সে নয় কি শৌণিকের শোণিত-পিপাসা ?
আমি আজি বরমালা, ধর্ম্মে সাক্ষী করি,
উপযুক্ত পাত্র-গলে দিলাম পরায়ে,
আমার হইল নাম দুষ্টা বিচারিণী !

অবস্তু অলীক আর প্রপঞ্চের মাঝে,
একমাত্র সত্য যাহা আছে ভূমণ্ডলে,
ঘুচাইয়া দেয় যাহা নয়নের ধাঁধা,
মিটাইয়া দেয় যাহা আত্মপর-ভেদ,
স্বার্থের অনর্থ ঘটে পরশিলে যারে,
হৃদয়ের শূন্যকুঞ্জ যাহার আগমে—

ভ'রে যায় ফল ফুল পল্লব শ্যামলে,
দেবের প্রসাদ যেই অপার্থিব নিধ,
বিশ্বের পরশমণি হায় যেই প্রেম,
হায়! হায়!—মর্ম্ম কথা কহিব কাহারে?—
তারি নাম অঘ, পাপ, পাতক, কলুষ,
প্রজ্ঞাময় সংসারের শব্দ-অভিধানে!

পাগ্‌লী-বিধবার গান।

হো-হো-হো, সধবা করিতে চায়!
চির-বিরহের, কত যে আমোদ,
এরা কিছুই বোঝে না হায়!
হো হো হো;—সধবা করিতে চায়!
তার করে কর রাখি, চরণে চরণ,
তার অধরে অধর, আননে আনন,
আমি বিভলা রঙ্গিণী, বিবশা মোহিনী,
পীরিতে অমিয়া, পিই অনুক্ষণ!
যেন রে চাঁদনি মধু- যামিনীতে!
যেন রে শেফালি শারদ নিশীথে!
কুসুমের বাস, সঙ্গীতের স্বর,
কতই সুখেতে প্রাণ ভরপুর!
বোঝান' এদের দায়!
হো-হো-হো; সধবা করিতে চায়!

এবে সুখের তিয়াসা, রূপের পিয়াসা,
আশা প্রাণ-নাশা, ভোগের লালসা,
প্রাণের মাঝারে, ছাড়ি নিজ বাসা,
চলিয়ে গেছে কোথায়!
এবে শুধু ভালবাসা, শুধু ভালবাসা,
প্রাণের মাঝারে ভায়!
সুধাংশুমণ্ডলে যেন রে রোহিণী!
অম্বুনিধি মাঝে যেন রে তটিনী!
আপনা মিলায়ে, আপনা বিকায়ে,
আপনা ডুবায়ে, আপনা হারায়ে,
আমি যে আছি গো বসি!
তাহা বোঝান' এদের দায়!
হো-হো-হো, বর খুঁজিতে চায়!
ছিল একটি আমার স্বামী —
এখন নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শিশুর নধর-অধর-ভিতরে,
যুবার শোভার কল্লোল-সায়রে,
যুবতীর স্থির আঁখির মাঝারে,
(মোর) শত-শত স্বামী ভায়!
শিবের চকিত ত্রিনেত্র ভিতরি,
বিশ্ব যুড়ি যেন রাজরাজেশ্বরী!
অর্জ্জুনে বুঝাতে বিশ্বের আভাস,
মদনমোহন-মূরতি প্রকাশ!
এরা দেখেও দেখে না হায়!

হো-হো হো, সধবা করিতে চায়!
আগে সিন্দুরে দিতাম ফোঁটা—
এবে মদন-সায়ক, তরুণ অশোকে,
উষা মনোলোভা তরুণ আলোকে
আঙুল ডুবায়ে—বুক পুরে সুখে,
আমি পরি গো নবীন ফোঁটা!
উষার ললাটে যেন শুকতারা!
হরের উরসে অলক্তক-ধারা!
অতনুমোহিনী সুধীরে চুমিয়া,
পতিভালে যেন দিয়াছে রঞ্জিয়া!
এমনি মোহন ফোঁটা!
এরা তা দেখেও দেখে না হায়!
আবার বরটি খুঁজিতে যায়!
আগে একটি চুম্বন পেলে,
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত,
কটীর কিঙ্কিণী বাজিয়া উঠিত,
সরমে ভরমে, নূপুর কাঁদিত,
পদতলে রণু-রণু!
এবে নিশি নিশি হয় কত জাগরণ,
কভু জানি না শীৎকার, রোম-শিহরণ,
কভু ফোটে না নয়নে একটি বচন!
অটুট চারটি বাহুর বাঁধন!
ঘোচে না প্রেমের নেশা!

আবার কায়া পাছে ছায়া, আছে রে জাগিয়া ;
সৌরভ যেন রে কুসুমে বেড়িয়া ;
শ্যামলতা যথা পল্লবের মাঝে,
কোমলতা যথা কুসুমে বিরাজে,
তেমতি অভেদ-তনু !
এরা বোঝেও বুঝে না হায়—
হো-হো-হো, বিয়ে দিতে গো চায় !
উরস-কমলে কাঁচাল বাঁধিয়া,
গোলাপী-কুসুমী রঙে ছোপাইয়া,
কত শত বাসে কটাটি আঁটিয়া,
ঢাকে এ মোহন-তনু,
বসন্তে যেমনে পুরুষে লোভাতে,
সে মহাকবির প্রাণটি ভোলাতে,
বিশ্ব-রঙ্গভূমে মোহিনী অপ্সরা,
চিরহাস্যময়ী, মাধুর্য্যেতে ভরা,
আপনার রূপে আপনি মগনা,
মোহিনী প্রকৃতি, অনন্ত-যৌবনা !
উরসে তাহার শুয়ে শুয়ে হাসে,
সুচারু কুসুম-ধনু !
বাজে মধুর মধুর, চরণ নূপুর !
রাধার পায়ের, কনক-ঘুঙুর
যমুনাপুলিনে জনু !
(এ সব) বোঝান' এদের দায় !
হো-হো-হো, সধবা করিতে চায় !

গণিকা।

"চল দেবি, স্বর্গে চল,"— কহিলা নারদ,
তারক মধুর নাম বীণায় ঝঙ্কার!
মহর্ষির বাঞ্ছিত সে পদ-কোকনদ
নেহারি, গণিকা কহে নয়ন বিস্ফারি —
"চারি দ্বারে যমদূত; ভয় সারি সারি
অগ্নিকুণ্ড; আমার সহিত এ ছলনা
কেন দেব? মহো আমি ছিনু বারাঙ্গনা;
এ যৌবনে মোর সম নাহি পাপাচারী!"
কহে ঋষি "মনে নাই? সেই রঙ্গভূমি!
দ্রৌপদী-বস্ত্র-হরণ-অভিনয়-স্থলে,
'কোথায় শ্রীহরি' ব'লে ডেকেছিলে তুমি,
ভাসি গেল রঙ্গভূমি নয়নের জলে!
চল, চল, পুষ্পরথে আরোহি পুলকে,—
হরি-নাম ব্যর্থ নয় গণিকারো মুখে।"

কালিদাসের জয়।

আহ্বান।

তোরা আয়, আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ, তোরা আয়!
উড়ে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে ঘুরে,
গ্রীবা বাঁকাইয়া, পক্ষ ঝাপটিয়া,
হৃদয়-পিঞ্জরে তোরা আয়,
পুরুষ-বিহঙ্গ তোরা আয়!
মোর রঙ্গিণ নয়নে বিলোল চাহনি,
সীমন্তে স্বর্ণবিন্দু, অধরে নাচনি,
অশান্ত লালসাময়,
মোর উরস-কদম্বে কাঞ্চন কাচলি,
কটীতে চরণে রজত কাকলি,
অঙ্গে অঙ্গে রূপ পড়িছে উছলি,
হের কপোল-গোলাপে কত বুলবুলি
নাচিয়া বেড়ায় তায়!
তোরা আয়, আয়,
পুরুষ বিহঙ্গ, তোরা আয়!
(আমি) যৌবন-সাগরে মাণিক্য-তরণী
সাজায়ে রেখেছি;— মদন আপনি—
নাবিকের বেশে, মৃদু হেসে হেসে,
—ক্ষেপণী ধ'রেছে তায়!

হের ওই সুখ-দ্বীপ ;—বাজিছে বাঁশরী—
তরণীতে আয়, কি হবে সাঁতারি !
প'ড়ে থাকা পিছে, দুখ পাওয়া মিছে—
বহে অনুকূল বায় ;
তোরা আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় ;
জনমে জনমে, জীবনে, মরণে
এত তীব্র সুখ পাবিনে পাবিনে,
বিমোহিত চিত—মিলনের গীত
শুক সারী [illegible] গায় ;

জীবনের জরা, অলীক কামনা,
দুঃস্বপন সম, অলীক কল্পনা,
অলীক জল্পনা, অপূর্ণ বাসনা,
সুখ-দ্বীপে নাহি—হায় ;
ওই বাজিছে বাঁশরী, মধুর, মধুর—
তালে তালে তার কনক কেয়ূর
বাজিছে এ ভুজে ; মেখলা কিঙ্কিণী
আনন্দে শিহরি, বাজে ঝিনি ঝিনি ;
আমি আনন্দে বিভলা, আনন্দে বিবশা ;
সুখের তিয়াষা, রূপের পিপাসা,
তোদেরো ঘুচিবে ; তোদেরো ধমনী
বিদ্যুৎ-প্রবাহে নাচিবে এমনি,
সূর্য্যকান্তমণি প্রায়।

হবে নয়নেতে নেশা, প্রাণে ঘুম-ঘোর ;
সারা নিশি জাগি হইবি অঘোর ;
পাড়িবি ঘুমায়ে ; এ উরস মোর
ভূপতি-শিথান প্রায় ;
তোরা আয়, আয়,
সুখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় !

ভোরে সুখ-স্বপ্ন পানে মেলিয়া নয়ান
দেখ্ দেখ্ চাহি—বিজয়-নিশান
লাল নীল পীত বাসন্তী রঙের
উড়িছে বাতাসে ; নীব অনঙ্গের
সুন্দর পতাকা প্রায় ;
মানিয়াছে তার দুঃখ ভয় ক্লেশ ;
প্রাণান্তক যত আশার আবেশ ,
নিরাশার তপ্ত শূর্পনখা বেশ,
লেহু বহে নাসিকায় !
এবে বসন্ত বাহার বেহাগ রাগিণী ;
শুধু পূর্ণিমা চাঁদনি, মাধবী যামিনী ;
শুধু কুসুমের মালা, সঙ্গীতের রেশ্ ;
শুধু মখ্মল-শয্যা, কিংখাপের বেশ ;
শুধু গোলাপি আতর, সুবাসিত জল ;
রজতের থালে কনকের ফল ;
তাম্বুলের রাগ, আবীর কুঙ্কুম ;
ফানুশে, ঝালরে আলোকের ধুম,

হাসি, করতালি, রাগিণী-ঝঙ্কার,
রঙ্গের আলাপ, রসের বিস্তার ;
ছন্দোময় নৃত্য, শোভার ফোয়ারা ;
আহা মরি কিবা আনন্দের কারা ;—
নিজে প্রাণ ধরা দেয় ;
(তোরা) আয়, আয়,
সখ-যাত্রী-পুরুষেরা আয় !

কালিদাসের উত্তর ।

চিনেছি, চিনেছি তোরে !
হায় রে নাগিনী, মানবীর বেশে,
দেব-ভাষা মুখে, এলি হেসে হেসে,
জড়ান' রয়েছে কুন্তলের কেশে
সর্পশিশু বিষময় !
আমি কবি ; মোর উজ্জ্বল নয়ান
অন্তর্ভেদী সদা ; ছলনা ও ভাণ
বুঝেছি বুঝেছি, সকলি জেনেছি ;
রাখ্ রাখ্ নারি অমিয়ার ভাণ—
তোর কণ্ঠেতে গরল বয় ।
ছি ! ছি ! একি তোর সজ্জা ! নারী-চক্ষু-শর্যা,
চির তরে ছাড়ি, লজ্জা পেয়ে লজ্জা,
ধূলায় লুটায় কায় !

এ কি আবরণহারা অঙ্গ-যষ্টি তোর !
ওই দেখা যায়, প'ড়ে আছে ঘোর
কুণ্ডলী পাকায়ে, বিষম সাপিনী,
কালকূট-ভরা প্রাণ-সংহারিণী,
হৃদি পিণ্ড-দেহ চুম্বিছে নাগিনী,—
থেকে থেকে ওই ফণা আস্ফালিয়া,
তোর কণ্ঠনলী মাঝে দিতেছে ঢালিয়া
হলাহল সূচ জ্বালা ;
ছি ! ছি ! ঢেকেছিস্ তনু ঢাকাই বসনে,
কত কোন ভাব প্রকাশি বদনে,
চাহিস লুকাতে হাসি পারা মুখ,
অন্তরের জ্বালা, বুকের অসুখ,
তোর প্রাণ যাতে ঝালা পালা।
তোর ওই সর্প-চক্ষু করে মিটি মিটি,—
রাখ্ রাখ্ ভুলে ঢাকাই শাড়ীটি,
সাপের খোলোস তোর।
কবি-নেত্রে আমি বুঝেছি, বুঝেছি,
ছদ্মবেশী নারী, জানিতে পেরেছি,
তোর নাগিনী-স্বভাব ঘোর।
ছি ! ছি ! সাপের খোলোস
ঢাকাই শাড়ীটি তোর।
গিয়াছে সঙ্কোচ, লজ্জা ঘৃণা শঙ্কা,
উলঙ্গ রসনা, বাজাইয়া ডঙ্কা,
মোহপূর্ণ গীতি গাস্।

নগন নয়ন, নগন বদন,
নগন নিতম্ব, নগন জঘন,
দোকানীর সম খুলিয়া দোকান,
ছি! ছি! মরি লাজে, নগন পরাণ,
  পুরুষে দেখাতে চাস্।
'না মিলিল দড়ি, না মিলিল কড়ি',
  গলে [illegible] ফাঁস!

তোর নেত্রে [illegible] চপলা হানিছে;
চিকুর-কলাপে তরঙ্গ নাচিছে;
স্ফীত পয়োধরে উথলি পড়িছে —
  নাগিনীর অহঙ্কার।
বৃথা ও গরব বৃথা এ বিলাস,
যৌবন-মালঞ্চে কান্তির বিকাশ
বৃথায় রমণি এ তোর প্রয়াস
  এ হৃদয় ধরিবার।

তোর নাগিনী বাহার [illegible] -
দীন চক্ষে তাহা উঁকি মারে ওই
  অতি দুঃখী প্রাণ মোর।
হায় অভাগিনী, সে সৌভাগ্য কোথা-
পারিবি জুড়াতে হৃদয়ের ব্যথা,
  হ'য়ে কবি-প্রণয়িণী ?
এ তোর জনমে, এ তোর জীবনে,
এ মহান সুখ পাবিনে পাবিনে,
কোন রূপে হায়, এ মর্ত্ত্য-ভবনে,
  শোভা পায় মন্দাকিনী ?

ছাড় ছার বৃত্তি, হও তপস্বিনী,
ধর কমণ্ডলু ; কলুষনাশিনী
গঙ্গাতটে গিয়া, থাক বার মাস—
উদার প্রবাহ, প্রশান্ত আকাশ,
কুসুমিত তরু, লতিকার হাসি,
বনরাজি-গায়ে জ্যোৎস্নার রাশি,
সৌরভপ্রবাহ পবন ফাল্গুনে,
আনন্দকূজন, সেবি কায়মনে
জুড়াও জীবন ; —তিল তিল করি
কুলটা-কলঙ্ক যাবে রে পাসরি।
মধুর সঙ্কোচ, দয়াময়ী-বেশ,
ভাববোধ-পূর্ণ দেহের অশেষ
সৌন্দর্য, ফিরে গো আসুক আবার—
বসন্তলক্ষ্মীর লাবণ্য-সম্ভার
যেন মধুমাসে ; সুশুভ্রা মোহিনী
শারদনিশীথে যেন বনবাণী ;
শেফালি সৌরভে মদিরা-বিথার,
বনস্থলী যবে আনন্দে বিভোর।

কোথায়! কোথায়! এ জনমে আর
দক্ষিণা বাতাসে, স্বর পাপিয়ার,
পশিবে না তোর মরুভূ-হিয়ায়।
এ কলুষ ঘোর ধোয়া কভু যায়
মানব-জীবন-কর্ম্মনাশা-জলে ?

গো কুলটা, তুই ঝাঁপিয়া অঞ্চলে
ম্লান মুখ তোর, আকুল আহ্বানে,
ছাড়ি ছলা কলা, ডাক্‌রে মরণে।
চির দয়াবান, চির প্রেমদান,
বিশ্বে নাহি বঁধু মরণ সমান ;—
পরশে তাহার নিবিড় আনন্দ ;
অধরে তাহার সুধা মকরন্দ ;
ত্বকে নাহি তার শুষ্ক অসাড়তা ;
কণ্ঠে নাহি তার ব্যাকুল জড়তা ;
সঙ্কীর্ণ বিশ্বের সঙ্কীর্ণ সংস্কার,
পাপ পুণ্য ভেদ, নাহিরে তাহার ;
মন্দাকিনীজল তাহারো স্বদেশে,
(হর-শিরে যথা)—উছলে হরষে।
কলঙ্কিনী, তোর দেহের কলঙ্ক
হইবে বিধৌত ; মরণের অঙ্ক
কি সুন্দর !—তুই পড়িবি ঢুলিয়া
ক্লান্ত দুটি আঁখি সুনীরে মুদিয়া ;—
সুখক্লান্ত কোন সুন্দরীর প্রায়,
ছাদে পড়ি বালা যবে সে ঘুমায় ;
আর কুহরে কোকিলা ; দক্ষিণা বাতাসে
বিকম্পিত তনু, জোৎস্নারাশি হাসে।

যুগ কত যুগ এইরূপে যাবে—
তোর অশান্ত হৃদয় মহাশান্তি পাবে

মৃত্যুর আলয়ে ; পাষাণ হইয়া,
অহল্যার মত রহিবি পড়িয়া।
এমনি যুগান্ত বিগত হইবে
মহর্ষি-আশ্রমে ; ঝরিয়া পড়িবে
পাষাণের রেণু—পুষ্পের মঞ্জরী
হ'বি শেষে তুই মালঞ্চ-সুন্দরী
ঋষি-তপোবনে। শকুন্তলা আসি,
তোরে পরিবে কুন্তলে, গালভরা হাসি!
হ'বি শেষে তুই চারু প্রজাপতি—
পুষ্প হতে পুষ্পে, মহাহর্ষে মাতি,
ছুটিয়া বেড়াবি ঋষি-কুঞ্জবনে।
তার পর তুই, বিচিত্র বরণে,
বিহগের সাজে, কল্পতরু পরে,
অলকার কোন নন্দন-বিভবে,
কুহু কুহু স্বরে, নব-উষামুখে,
যক্ষ-দম্পতিরে জাগাবি কৌতুকে।
পক্ষিজনমান্তে, সাজিয়া হরিণী,
নৃপতিকন্যার মহা সোহাগিনী
থাকিবি হইয়া ; কিছু দিন পরে,
শুভ ইন্দ্রধনু অদৃষ্ট-অম্বরে
দেখা দিবে তোর! মহাবহ্নি-দীপ্ত
(পৃথিবী-কন্যার পরীক্ষার মত)
তোর আত্মার কলঙ্ক সব নিবে হরি',
করিয়া তুহারে ত্রিলোকসুন্দরী!

পুণ্যপুঞ্জ ফলে, মানবের ঘরে,
আবার আসেনি নারীজন্ম ধ'রে !
ধর্ম্মের সহায়, সিদ্ধির সাধনা,
জয় জয় নারী, অপূর্ব্ব ললনা !
সন্ধ্যা [illegible]র চাঁচর চিকুর ;
সন্ধ্যা [illegible] তার লোচন মধুর ;
অধরে তাহার শেফালির বাস ;
কপোলে তাহার গোলাপী আভাস ;
ভ্রুভঙ্গে তাহার সারল্য সাজান' ;
ব্রীড়াময় হাস্যে মাধুরী মাখান' ;
প্রেমাশ্রু-চুম্বনে অমিয়া ছানিয়া,
নয়নে অধরে রেখেছে মাখিয়া ;
নখদর্পণেতে জ্যোৎস্না-বিভব ;
ললাটে মহিমা, চরণে গৌরব ;
সতত সরস আশা পদ্ম ঢালা,
শ্রীকরে তাহার কনকের থালা ;
দুই কর্ণে দুটি কদম্বের দুল ;
নাহি সাজসজ্জা, তবুও অতুল !
নাহি পক্ষপাত, নাহিক বিভ্রাট,
গৃহ-রাজত্বের অপূর্ব্ব সম্রাট !
পতি-মুখ তার সুধাংশু জিনি ;
তার পানে চাহি, কি দিবা রজনী
আছে গো রোহিণী ; সুখরাজ্যে তার
অনন্ত বসন্ত করে গো বিহার ;

বিপন্ন জনেরে হরিলে পরে,
মুক্তারাশি তার নয়নে ঝরে ;
তার মুখ পানে চাহি বুঝিতে নারি,
মানবী কি দেবী, অপূর্ব্ব নারী !
হেন বেশে নারি ! আসিবি যখন,
কবি-প্রণয়িনী হইবে তখন !
তখন হানিস্ কটাক্ষে তোর
যত আছে বাণ ; বিষদিগ্ধ ঘোর
নাগপাশে তোর, বাঁধিয়ে নাগিনী,
রাখিস্ আমারে দিবসযামিনী !

ঘোমটা-খোলা।

কথা কও, হাস হাসি ; চাও আঁখি মেলি
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি ?
কনকের কাজ করা,
সোনার কুসুমে ভরা,
সারা দেহে ছিল তোর বারাণসী চেলী ;
আমি শুধু ঘোমটাটি দূরে দিনু ঠেলি !
ক্ষুদ্র রোষ জেগে উঠে,
রাঙা তোর ওষ্ঠপুটে
আরো রাঙাইয়া দিল ! করি রঙ্গ কেলি,
কে যেন সিন্দূর দিল লাল পুষ্পে ফেলি !

দোহাই তুহার কিরে,
আমি কভু জানিনি রে,
শরত-মেঘের কোলে চমকে বিজলি!
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি?
লাবণ্য কি উথলায়
কনক শশীর গায়,
জলধর-রাশি যবে পড়ে আসি হেলি?
আমি বড় ভালবাসি
মুক্তাকাশে মুক্ত শশী;
ঢালি দেয় সারা নিশি কনক-অঞ্জলি!
মানিনি, সখের মান বল্ কোথা পেলি?
কালো প্রজাপতিগুলি,
সুশ্যাম ভ্রমরাবলি,
দেখ্ দেখ্ একরাশ পড়িয়াছে হেলি!
গোলাপ কুসুমগুলি উঠিছে আকুলি!
ফুঁ দিয়া উড়ায়ে দাও,
ঘোমটা খুলিয়ে চাও,
পিয়াও সৌন্দর্য্য-সুধা পূরিয়া অঞ্জলি!
মানিনি, সাধের মান বল্ কোথা পেলি!

লক্ষ্ণৌর আতা।

চাহি না 'আনার'—যেন অভিমানে ক্রূর,
আরক্তিম গণ্ড দুষ্ট ব্রজসুন্দরীর!
চাহি নাক 'সেউ'—যেন বিরহ-বিধুর
জানকীর চির-পাণ্ডু বদন রুচির!
একটুকু রসে ভরা, চাহি না আঙ্গুর,
সলজ্জ চুম্বন যেন নব-বধূটীর!
চাহি না 'গন্না'র* স্বাদ! কঠিনে মধুর
প্রগাঢ় আলাপ যেন প্রৌঢ়-দম্পতীর!
দাও মোরে সেই জাতি সুবৃহৎ আতা,
থাকিত যা নবাবের উদ্যানে ঝুলিয়া;
চঞ্চলা বেগম্ কোন ছুঁয়ে উল্লাসিতা
ভাঙ্গিত; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া!
আহো কি বিচিত্র মৃত্যু! আনন্দে গুমরি,
যেত মরি রসিকার রসনা উপরি!

* লক্ষ্ণৌ সহরে ইক্ষুকে 'গন্না' বলে।

আল্‌তা-মোছা।

অলক্তাক্ত দু'চরণে জল দিল ঢালি ;
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?
খোকার নহে গো দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ,
ও শুধু জলের ঘটা ক'রে এল খালি !
কাখেতে শিখায়ে দিনু,
ঘটাটি ধরায়ে দিনু,
ও শুধু জলের ঘটা ক'রে এল খালি !
দূতের কি দোষ কভু ?
তার সঙ্গে তারে প্রভু
পাঠায় আপন কাজে ; ভুলিলে কি আলি ?
আমারো নহেক দোষ,
তোমারি যতেক দোষ ;
অলক্তাক্ত দু'চরণে জল দিল ঢালি,
ধুয়ে গেল, মুছে গেল ; পাড় কেন গালি ?

উদার উষার কাল ;
সান্ধ্য মেঘ রক্ত-জাল
রঞ্জিল গগনাঙ্গন !—বল, বল, আলি,
বসন্তে সাজালে কেন শারদীয় ডালি ?

অশোক-গুচ্ছ।

মঞ্জুল যৌবন-কুঞ্জে ফুটিল শেফালি !
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
সৌরভ মিশায় তায় ;
হাতে কেন হে রঙ্গিণি, রঙ্গণের থালি ?
দুই চক্ষে লাগে ব্যথা,
কমল ফুটিবে কোথা,
প্রভাতে ফুটালে তুমি কুমুদা বৈকালী !
এ মাধবী নিশীথিনী,
ছিল গো চন্দ্রশালিনী,
কবি-চিত্ত-সৌধরাজি আলোকে উজলি ;—
রূপ-রাজ্যে, বল, সতি,
কে শিখালে এ কুনীতি ?
তুমি এলে দুই করে মোমবাতি জ্বালি !
আয়ান আসে নি সখি,
মিছা অভিনয়, একি ?
বনমালী হ'ল কেন শ্মশানের কালী ?
হ'য়েছিল দোলরাস,
চারি ধারে গীতোচ্ছ্বাস ;
শ্যামা-বিষয়ক গান ধরিলি গো আলি !
কে তুহারে শিখাইল এই নাগরালি ?
খোকার নাহিক দোষ,
ওর প্রতি মিছে রোষ ;
অলক্তাক্ত দু'চরণে জল দিল ঢালি ;
মুছে গেল ; তার জন্যে মিছে কেন গালি ?

যাব না, যাব না!

তুমি ত চলিয়া গেলে, দাসীরে একেলা ফেলে,
তাতে খেদ নাহিক আমার।
শুধু এই খেদ নাথ, মৃত্যু বসি শিয়রেতে,
অভাগীরে ডাকে বার বার।

যাব না, যাব না—
এখন সময় মোর, হয় নাই হে মরণ,
সাধ মোর আছে বাঁচিবার।
ফুরায় নি সব আশা, এক ছাদ বোদ আছে,
কত মালা আছে গাঁথিবার!

যাব না, যাব না—
পাছে অভাগীর প্রাণে, যাতনা কি কষ্ট হয়,
হায় সেই ঋষিব্রতধারী,
রোগে জর জর, তবু মুখ টিপি হাসিতেন,
লুকাতেন নয়নের বারি!

যাব না, যাব না—
সে যে এত ক'রে গেল, সে যে এত স'হে গেল,
আধা তার সহিলাম কই?
দুই চারি একাদশী করি বহে অশ্রুবারি,
আমাতে জানি গো যেন নেই!

যাব না, যাব না—
সারাদিন তুমি নাথ, মাথে করি ঝঞ্ঝাবাত,
শেলসম নিষ্ঠুর বচন,
কর্ম্মক্ষেত্রে মোর তরে, বিসর্জ্জিলে ক্ষীণ তনু,
আমারি কি সাধের জীবন!

যাব না, যাব না—
হাত তুলে হেসে হেসে, অমন— অমন করে,
হে মরণ, ডেক না, ডেক না—
আমারে পরাতে বাস, সাজাতে সুন্দরী-সাজ,
সে সহিত কতই লাঞ্ছনা!

যাব না, যাব না—
পিরাণে বোতাম নাই, পাড়কাটি অর্দ্ধছিন্ন!
মোর হস্তে পরাতে বলয়
বুকে ধরিতে না সুখ! আমারি কি যত দুখ,
ঠেটি পাব দিন দুই ছয়!

যাব না, যাব না—
বৃথা এই জারি জুর! নবীন ছলনা-বাক্য,
বুঝে ওই, হাসিছে মরণ।
যাই! যাই! হাত ধ'রে, বুকেতে টানিয়া লও,
কোথা তুমি অমূল্য রতন?
একি নাথ, আজো তব অধরে মলিন হাসি,
নিস্কালি সুবর্ণ তোমার!
এত নাথ খাটিয়াছ, শরীর ভাঙ্গিয়া গেছে!
শক্তি নাই, কাছে আসিবার!
বল নাথ, বল বল, কোথায় বেঁধেছে ঘর?
খাটিতে হবে না তোমা আর!
কোলে তুলি, বুকে ধরি, প্রাণনাথ, প্রাণধন,
মুছাইব নয়ন-আসার;
ফুটাইব হাসিরাশি, অধরে তোমার;—
—সর্ব্বস্ব আমার!

গান-শোনা।

গেয়ে যাও, থেমনা'ক; গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!
পিয়ে ও সঙ্গীত-মধু, আমার মানসী-বধূ,
আহ্লাদে উন্মুখ আজি, ঊর্দ্ধ করি কাণ!
বধিরতা সারিয়াছে, আত্মা মোর বুঝিয়াছে,
রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ, একি উপাদান!
পুষ্প, জ্যোৎস্না, প্রেম, গান, এক সেতারের তান!
গেয়ে যাও, থেমনা'ক; গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

ওঠে পড়ে গীতধারা, তরল রজত পারা!—
পুষ্পবনে একি রঙ্গ!—নির্ঝরের প্রাণ,
করে সখি ছুটাছুটি আহ্লাদে অজ্ঞান!
নামিছে, পড়িছে ওই, উঠিছে, নাচিছে ওই,
অতীতের মগ্নস্মৃতি বাহিয়া উজান;
আশার কাঞ্চন-তরী বাহিয়া সটান!
নয়নে ত্রিদিব-লেখা, পুলক-বিহ্বল-বেশা
গেয়ে যাও, থেমনা'ক, গেয়ে যাও গান;
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান।

আজি গো হয়েছে ধন্যা, সঙ্গীতের অন্নপূর্ণা!
পুষ্পবাস, পূত প্রেম, মুরলীর তান,
অকাতরে, মুক্তকরে, করিছে প্রদান!
যত তব প্রাণ মাঝে, হাসি অশ্রু লেগে আছে,
উছলি উছলি আজি, আনিছে ও গান!
সুখ মৃত কেঁদে উঠে, দুঃখ মৃদু হেসে উঠে—
গেয়ে যাও, প্রেমদা'ক ; গেয়ে যাও গান,
সাজে না তোমারে সখি মিছে অভিমান!
কবে কোন্ সেফালীর, সৌরভে হ'য়ে অস্থির,
দোঁহে দোঁহা করেছিনু প্রেমসুধা-দান ;
কবে কোন্ যামিনীতে, বসি বাতায়ন-পাশে,
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ:
কোন্ সে মাধবী-রাতে, ফুল-শয্যা ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হ'ল নিশি-অবসান ;
নয়নে ত্রিদিব-নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান!

রাক্ষসী ।

বসন্তের ঊষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার !
নিদাঘের রৌদ্র আসি, ঝিলমিল ললাট নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার !
ঘন-ঘোর বর্ষা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ;
তাই গো প্রিয়ার পীঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !
নাচিল শরত শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে- ;
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

রাহু কেতু দুই ঋতু--শীত ও হেমন্ত শুধু হায়া,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি, ছড়াইল কঠিন তুষার !
তাই প্রিয়ে, তাই বুঝি, সুকঠিন হৃদয় তোমার ?
উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !
আমি গো বুঝিতে নারি, দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী,
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোরা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী !

দ্রৌপদী।

[টিণ্ডাল, হক্সলি, স্পেন্সার, ডারুইন প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে]

হে প্রকৃতি! যত তোমা নেহারি নেহারি,
তত নব নব শোভা চর্ম্ম-চক্ষে ভায়!
হে দ্রৌপদি! যত তোমা উঘারি উঘারি,
নগ্ন করা দূরে থাক, শাড়ী বেড়ে যায়!
অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
অনন্ত শাড়িতে যেন— অদ্ভুত নাগরি!—
প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
অন্তরালে, চুপে, চুপে, যোগান শ্রীহরি!
ক্ষম দেবি অপরাধ, বিশ্বের জননি;
মোরা সবে দুঃশাসন, দাম্ভিক, অজ্ঞান;
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, তপ্ত রক্ত-পান,
করুক নৈরাশ্য-ভীম, করি জয়ধ্বনি!
মোরা যত কুলাঙ্গার, নির্ব্বাক, নীরবে—
সভা-মাঝে অধোমুখে বসে আছি সবে!

সদ্যঃস্নাত।

শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা-আবরণ;
কেশের তরঙ্গ-রাশি চুম্বিছে মেদিনী!
সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর-গুঞ্জন,
ঝির্ ঝির্ ব'হে যায় রূপ-নির্ঝরিণী!
কে যেন খুলিয়া দেছে গোলাপ-কারাবা!
কার্ত্তিকে ফুটিয়া যেন উঠিছে মালতী!
মেঘরাশি গেছে উড়ি! আহা কিবা শোভা,
বর্ষারাতে হাসে চাঁদ, পাইয়ে মুকতি!
নগন-সৌন্দর্য্যময়ি, হে চারু রূপসি,
অসত্যেও সত্যরাশি ছিল রে গোপন;
এ অনুপ্রাণিত বক্ষ উঠিছে উলসি,
হেরি তব অনাবৃত আকৃতি মোহন!
মায়াময় এ জগতে অলীক সকল:—
সত্য হেথা নগ্ন-শোভা চারুতা কেবলি!

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী।

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
নাগিনী, সাপিনী কেহ, কেহ বা যক্ষিনী !
একদা অশুভ দিনে, ফুল্লকায়ে, ফুল্লমনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারি দিক হ'তে তারা, শ্লেষ বিদ্রূপের ধারা,
মোর অসহায় মাথে বর্ষিল অমনি।

প্রদোষে বিহীনবাক্, তীরে ঘোরে চক্রবাক,
তাহারে আক্রমে যথা নিশাতি হংসিনী ;
নিকুঞ্জে পশিলে ভুলে, সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া হুলে,
মৃগেরে আক্রমে যথা মধুপের শ্রেণী ;
এ কি হাসি !—একি রঙ্গ ! বলে আমি দিয়ে ভঙ্গ,
কুরুক্ষেত্র হ'তে ভয়ে পলানু তখনি।

আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ;
সাক্ষাৎ দেবতা তারা করুণা-রূপিণী ।
এক দিন, শুভ দিনে, রুগ্নকায়ে, ভগ্নমনে,
তাহাদের মাঝখানে গেলাম যেমনি,
চারি দিক হ'তে তারা, বাক্য-অমৃতের ধারা,
আমার তাপিত প্রাণে বর্ষিল অমনি ।
দিবাতপ্ত পুষ্পদেহে, সারা রাত্রি ঢালে স্নেহে,
প্রাণময়ী সুধা যথা নিশা বিনোদিনী ;
কি মধুর ভালবাসা, কি যতন, কি শুশ্রূষা !
সহসা আঁধারে যেন এল দিনমণি ।
রোগ নয় ; প্রেম উহা, শিখাইয়া দিল যাহা,
সাক্ষাৎ দেবতা তারা করুণা-রূপিণী,
আমার প্রিয়তমার দশটি ভগিনী ।

ডায়মনকাটা-মল।

[সে দিন শ্বশুর বাড়ী গিয়াছি। রাঙাদিদির সহিত গল্প করিতেছি; এমন সময়ে, নিমন্ত্রণ খাইয়া বাড়ীর তিন বধূ ও বাড়ীর কন্যা (আমার গৃহলক্ষ্মী) ঝমর্ ঝমর্ ঝমাৎ শব্দে প্রত্যাগত হইলেন। রাঙাদিদির আদেশ হইল, "নাতজামাই, বুঝিব, তুমি কেমন কবি। মলের শব্দে ঠাওরাও দেখি কোন্‌টি কে।" তোমরা শুনিয়া সুখী হইবে আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম।]

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!
উঠিছে পড়িছে কি রে, নামিছে উঠিছে কি রে,
রূপ-[illegible] সঞ্চারিণী রাগিণী তরল?
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে, কোকিল কি ঝঙ্কারিছে,
নিকুঞ্জের [illegible] খুলিছে অর্গল?
সুন্দরীর উচ্চ-হাসি, পেয়ে প্রাণ অবিনাশী,
অনিবার ছুটে কি রে আনন্দে চঞ্চল?
ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্,
কেন আজ প্রতিধ্বনি হরষে বিহ্বল?
মল্ বলে,—'আমি বাব 'বধূ' সে গো নহে আর,
মাতৃভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!'
বড় বধূ ওই আসে, শিশুরা পলায় ত্রাসে;
চঞ্চলচরণ দাসী সহসা নিশ্চল!
ভ্রমর কি গুঞ্জরিছে? কোকিল কি ঝঙ্কারিছে?
মুখর বিরহ বলে, "চল্ চল্ চল্"—
ঝমর ঝমাৎ ঝম্, ঝমর ঝমাৎ ঝম্, বাজে ওই মল!

২

ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল!
হ'ল নারে ঘুরাইতে, প্রেম-চাবি ছুঁতে ছুঁতে,
না ছুঁইতে, বাজে কেন সোহাগের কল?
ঝিল্লি সাথে নিশিবায় ঝাঁপ্ তালে গীত গায়;
নিশি-মুখে ফুটে ওঠে গোলাপের দল!
রাজহংস কি কহিল, প্রাণ-কর্ণে কি গাহিল,
লজ্জা গেল;—দময়ন্তী তনু টল্‌মল্!
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্,
তেমতি বধূর পায়ে বাজে ওই মল!

মল বলে,—'আমি যার, বধূ সে গো নহে আর,-
ভগ্নীভাবে ভয় লজ্জা ডুবেছে সকল!'
'খোকার ঝিনুক্ কই?' মেজ বউ বলে ওই,
অধরে গরল তার, নয়নে অনল!
কুহু-কুহু কুহরিত, অলিপুঞ্জ-মুখরিত,
বধূর যৌবন-কুঞ্জ মরি কি শ্যামল!
ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, ঝমর্ ঝমর্ ঝম্, বাজে ওই মল!

৩

ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর ঝুমুর ঝুমু, বাজে ওই মল !
পদ্মদলে পরবোশ,   হারাইয়া দশ দিশি,
ভ্রমরা গুঞ্জরে কি রে হইয়ে পাগল ?
অতনু কি মৃদু ভাষে,   লুকায় উমার বাসে ?
পাছে ভাঙ্গে তপ, জ্বলে হর-কোপানল !
কেন, কেন ম্রিয়মান্,   হেমন্তে পাখীর প্রাণ ?
বসন্তের সাড়া পেয়ে তবুও বিহ্বল ?
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল !

মল বলে, "আমি যার,   চির-লজ্জা সখী তার ;
ঢুলে পড়িয়াছে পিয়ে লাজ-হলাহল !
চুম্বিয়ে চরণ তার,   জাগাই গো বার বার ;
বধূর কেমন পণ, সকলি বিফল !"
ঘোমটা টানি মাথায়.   সেজো বউ চলি যায় ;
পদ্ম-দলে বদ্ধ অলি হয়েছে বিকল !
ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমু ঝুমুর্ ঝুমুর্ ঝুমু বাজে ওই মল !

৪

রুণ্ রুণ্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণ্ রুণ্ ঝুম্, বাজে ওই মল!
জল পড়ে ঝর ঝর, শীতে তনু থর থর,
ভাঙ্গা-গলা কোকিলার সঙ্গীত তরল!
শুনে শ্যাম নাহি এল, কঙ্কণ খসিয়া গেল,
ছল্ ছল্ আঁখি রাধা চাহে ধরাতল!
মিলন লজ্জার বুকে, মুখ গুঁজে অধোমুখে,
কহে ধীরে, 'হেথা হ'তে চল্ সখী চল্!'
প্রগল্‌ভা হাসিতে চায়; গুরুজন!—একি দায়!
চঞ্চল মুখর ওষ্ঠে ঝাঁপিল অঞ্চল!

রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্,
মল বলে, 'বল্, ওরে, স'রে যেতে বল্!'—
কবি বলে, 'আসে ওই, আমার আনন্দময়ী,
সরমে শিথিল তনু, ভরমে বিকল;
যামিনীতে দেখা হ'লে, সুধাব সোহাগ-ছলে,
তরল-জ্যোৎস্না-জলে ধুয়ে ধরাতল,
শারদীয়া শর্ব্বরী, সখি, তোর গলা ধরি,
এমনি কি গান গায়? বল্ সখি বল্?'
রুণু রুণু ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুণু রুণু ঝুম্ ওই বাজে মল!

অদ্ভুত রোদন।

হেরিলে শিশুর হাসি করি গো রোদন,
না জানি আমার ভাগ্যে কেমন লিখন!
শিশু-মুখ পদ্ম মরি, ফুটে উঠে ধীরি ধীরি,
জননীর নয়নের আলোক কিরণে!
যেন কোন গুপ্ত লিপি যেন কোন ভাবী লিপি,
দেখিতে পেয়েছে শিশু মায়ের বদনে!
জনমে জনমে আহা, বুঝিতে নারিনু যাহা,
সে রহস্য শিশু যেন বুঝেছে সকলি;
নতুবা মায়ের পানে, চাহে শিশু ক্ষণে ক্ষণে,
কেন এত, কেন তার আকুলি ব্যাকুলি?
মায়ের বদন হেরি, স্বরগের কথা স্মরি,
পুলকে নাচিয়া উঠে আঁখি সুকুমার;
হায়রে আমার নেত্রে বহিছে আসার!

"এত দিনে মহাব্রত সাঙ্গ হ'ল মোর—
রাখ্ বোন্ ফুল, তেল, গুঁজিকাটি ডোর;
সময় বহিয়া যায়, কি হবে সাজ সজ্জায়!
রুক্ষ বেশে, রুক্ষ কেশে, ভেটিব তাঁহায়।

পরেছি সিন্দূর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী,
মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায় ?
চল্ বোন রান্না ঘরে, আজি পরিপাটি ক'রে,
রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন ;"
বিদেশে বিভূয়ে হায়, অনাহারে অনিদ্রায়,
কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ !
সকলি মোদের তরে ;— চল্ চল্ ত্বরা ক'রে,
আমাদের ব'সে থাকা সাজে কি এখন ?"
বাড়ী ফিরে এল পতি, চির-বিরহিনী সতী,
হাসিছে মধুরে কিবা গাল ভরা হাসি ;
গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি !
প'ড়ে গেল হুলস্থূল পাড়ার ভিতরে।
করিয়ে শ্বশুর ঘর, বহু বহু দিন পর,
এসেছে, এসেছে কন্যা, নিজ পিতৃ-ঘরে।
বহুক্ষণ মার কাছে ; খানিক পিতার কাছে ;
খোকারে পিঠেতে তুলি, খানিক বাগানে ;
খুকির ধরিয়া কর, দেখে তার খেলা ঘর ;
দুটি কথা খানিক সইর কানে কানে ;
ঝি-মারে বসায়ে দূরে, সলিতা পাকায় ধীরে,
কভু কাটে ফলমূল মার কাছে ব'সে ;
ছোট বৌর হাত হ'তে, কাড়ি ল'য়ে আচম্বিতে,
নিজে কভু সাজে পান, মনের হরষে।
বহু, বহুদিন পরে, কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে,
মূর্ত্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
হায়রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায় !

অদ্ভুত সুখ।

এমনি স্বভাব মোর, রুচি ছেলে পেলে,
অমনি কাঁদাই তারে মহা কুতূহলে।
মায়ের কোলেতে উঠি, ফোলো ফোলো ওষ্ঠদুটি,
ডাগর নয়ন দুটি আকর্ণ বিস্তার,
শিশু যবে ডুক্‌রিয়া করে গো চীৎকার,
বসি আমি এক ভিতে, মার চক্ষু মুকুরেতে,
বিস্মিত শিশুর মূর্ত্তি হেরি বার বার।
অশুষ্ক নয়ন-নীর, ওষ্ঠে বহে স্তনক্ষীর,
কপোলে কজ্জল রেখা, নারি কি বাহার।
হেরি সেই অশ্রুবারি, হাসি কি রাখিতে পারি ?
এমনি স্বভাব মোর, এমনি ব্যাভার !
বিধবার নির্ব্বাপিত স্মৃতির অনলে,
দিগো আমি ঘৃতাহুতি কত কুতূহলে।
ভুলিয়ে মরম জ্বালা, আনন্দে ভাসে বালা ;
সে হাসি কি লাগে ভাল ? পাড়ি আমি ছলে-
'তার' কথা—দিগো আমি হুতাশন জেলে।
উষায় পল্লব যথা, ভিজে যায় আঁখিপাতা,
পাণ্ডুরাগ ছেয়ে ফেলে গণ্ড ও কপোলে ;
ক্ষাম সেই অঙ্গযষ্টি, শূন্য সেই অধোদৃষ্টি,
উপমার বস্তু কিছু আছে কি ভূতলে ?
হেরি সে পবিত্র দুখ উপজে অপূর্ব্ব সুখ !
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আনিও বিরলে !

জৈন বৈষ্ণবের কাছে বসিয়া বিরলে,
গো-হত্যার কথা পাড়ি মহা কুতূহলে।
ধবলে পাটলরেখা বর্ণ ধেনুটির,
বৃহৎ পালান্ কিবা প্রকাণ্ড শরীর।—
—ক্রূর মুসলমান তারে, ল'য়ে যায় হত্যাগারে;
পথে ছিল একজন হিন্দুর আলয়,
প্রাণ ভয়ে ধেনু তথা লইল আশ্রয়।
যবন পশিল গৃহে; গৃহস্বামী আসি কহে,
"যত মূল্য এর তার লও চতুর্গুণ,
গরীব ধেনুরে তুমি ক'র না গো খুন।"
'কাফেরের দান তুচ্ছ,' এতেক বলিয়া ম্লেচ্ছ
গলে রজ্জু দিয়া তারে ল'য়ে যায় টানি;—
গৃহস্বামী পানে চায়, সিক্ত নেত্রে গোরু চায়,
হেরি সেই নন্দিনীর আকুল চাহনি,
গৃহস্থের দর দর নেত্রে বহে পানি!
শুনিয়ে আমার কথা, মনে পায় ঘোর ব্যথা,
জৈন বৈষ্ণবের নেত্র ভেসে যায় জলে;
হেরি সে পবিত্র দৃশ্য উপজে অপূর্ব্ব সুখ!
শেষে কিন্তু কেঁদে মরি আমিও বিরলে!

অদ্ভুত শাস্তি।

হ্যা দেখ মদন-ভস্ম পড়েছি কুমারে,
সিরাজের ক্রূরপনা বঙ্গ-ইতিহাসে;
অষ্টম হেনরির আখ্যা, যার অত্যাচারে
খাজরাজ্যেশ্বরীকুল কাঁপিত তরাসে।
বৃথা ও ভ্রূকুটী তব, বঙ্কিম লোচন,
মানাগ্নির উষ্ণশ্বাসে স্ফুরিত অধর ;
কঠোর আমার হিয়া, করিয়া স্মরণ,
সরল সহজ মূর্ত্তি ধর লো সত্বর !
নতুবা এমনি করি এ বাহুবন্ধনে
চিরবন্দী করি তোরে, হৃদি-কারাগারে
রাখিব ; এমনি করে, ঘোর অবিচারে,
শুষিয়া লইব প্রাণ একটি চুম্বনে !
অথবা, এমনি করি, কৌতুকের ছলে,
ভাসাইয়া দিব তোরে এই অশ্রুজলে !

লক্ষ্মী-পূজা।

ঝি ! ঝি ! উঠ গো ঝি মুড়ো ঝাঁটা দিয়া
অলক্ষ্মী মাগীরে ঝাট্ দেরে তাড়াইয়া।"
রে অলক্ষ্মী, করি সর্ব্বনাশ,
আজও কি মিটিল না আশ ?
সর্ব্বনাশ, ভুগাতে মাসমাস !
করে সধবার একাদশী.
তোর পূজা আয়োজনে ঘোর,
কন্যাগণ, বধূগণ মোর !
ঋণরাশি চুম্বিয়া কপোল,
করিয়াছে দেহ-মাংস লোপ।
আমরা কি কালের মাথুরী !
ঘৃণার গোময়-রস পুরি,
শত হস্তে ধরে পিচ্‌কারি,
মহা হাস্যে দিয়ে টিট্‌কারি,
বিদ্রূপ ঢালিয়া দেয় গায় !
বাকি কি রাখিলি বল্ হায় ?
দিনান্তে আকাশ পানে চাব,
তারও অবকাশ নাহি পাব !
কোথা মম লাজ ও ভরম !
কোথা মম ধরম করম !
ঝি ! ঝি ! ভাঙ্গা কুলো বাদ্য বাজাইয়া,
বিধবা মাগীরে ঝাট্ দেরে তাড়াইয়া।

তুমি কিন্তু এসো গো কমলা,
ত্রিভুবন করিয়ে উজলা!
ঊষাময় বরণ মধুর,
সন্ধ্যাময় চাঁদের চিকুর,
পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদপদ্ম অনুপম
ফুটিল আমার গৃহে আসি—
সৌরভে পূরিয়া গেল দিশি!

জীর্ণ দেহ, পাণ্ডুর অধর,
শুষ্ক তালু কুঞ্চিত জঠর,
চারিধারে কার হাহাকার,
চারিধারে বলি মার মার,
দুর্ভিক্ষ চলিয়ে যবে যায়,
অসংখ্য অসংখ্য পঙ্গপাল,
দুর্ভগের দুরন্ত ছাবাল,
তরু, লতা, ঘাস, পাতা সব মুড়াইয়া,
বসন্ত-লক্ষ্মীর আগা সিন্দূর মুছিয়া,
জনকের পিছু পিছু ধায়!
তারপরে ভাগ্যবলে, বাসব হইলে কৃপাবান
ফল, ফুল হ'য়ে শোভাবান,
সাহারার মাঝে পুন দেখা দেয় বিচিত্র উদ্যান

নেহারে কৃষকবালা, হরিষ-অন্তর,
গোলাবাড়ি, মাঠ আর ঘর,
ভরি গেছে ফসলে ফসলে !
কনক-কুণ্ডলগুলি দোলে,
অতি মনোহর !
মনোহর সমীর হিল্লোলে !
সেইরূপ কনককুণ্ডলা,
স্বর্ণকান্তি তেমতি উজলা,
আসিয়াছ মোর গৃহে ? এস মা কমলা !

ধান্য-শীষ অলকে দুলিছে,
মাধুরী যে উথলি পড়িছে !
ঝাঁপি কাঁখে, হসিত-বয়ানে,
কটাক্ষে করিছ দৃষ্টি নীবারের পানে,
নীবার যে ঝরিয়া পড়িছে !
দেবি, একি, সবি কি স্বপন ?
তুমিও কি স্বপনসৃজন ?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস,
মর্ম্মমাঝারে আসি লভিছে জনম !
বল দেবি তুমি কি স্বপন ?

দূর দেশান্তরে, বধূ আনিবারে,
যায় যবে বর,
দুই দিন উদাসীন থাকে
স্বজন-নিকর ;
দুই দিন ফাঁক্ ফাঁক্ লাগে,
আঙিনা ও ঘর।
তার পর, যবে বর
বধূটিরে ল'য়ে,
ফিরে আসে আপন আলয়ে,
খুলে যায় প্রাণের মোহানা !
আসে সুখ-বন্যা তোলপাড় করি !
চারি ধারে হয় হুড়াহুড়ি !
চারি দিকে উলু ধ্বনি হয় !
হর্ষ করে গণ্ডগোল—
হ'য়ে মহা উতরোল,
বেজে উঠে কঙ্কণ বলয় !
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই,
মঙ্গলশঙ্খের সঙ্গে করিতে লড়াই,
রঙ্গে ভঙ্গে আইসে সানাই !
লইয়ে বরণডালা,
যতেক সধবা বালা,
কোলে করি, বধূরে নামায় !
কৌতুকে ঘোমটা হ'তে,
মুচকিয়া মৃদু হাসি,
নববধূ চারিধারে চায় !

তেমতি বধূর রূপ ধরি,
আসিয়াছ? এস মা কমলা!
তেমতি গো উৎসবলহরী,
চারি ধারে বরিষণ করি,
আসিয়াছ? এস দেববালা!
শোভার মূরতি অভিনব,
অনুপম রূপরাশি তব!
তেমতি কাশীর চেলী ঝলমলে তব পায়,
তেমতি সিন্দূরবিন্দু ভালে তব শোভা পায়।
ওকি তব চরণে শোভিছে?
ও নয় গো অলক্তের দাগ,—
বৈজয়ন্তী অরুণের রাগ,
পাদপদ্মে ঝরিয়া পড়িছে!
এ আঁধারে জ্যোৎস্না ফুটায়ে,
হাসিরাশি চৌদিকে ছড়ায়ে,
আসিয়াছ? এস মা ইন্দিরা!
আমি অতি ভাগ্যবান,
আমি অতি পুণ্যবান,
তাই তুমি নিজে আসি, নিজে দিলে ধরা!
বল দেবি, সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনস্বজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ-শ্বাস,
মর্ম্ম মাঝারে আসি লভিছে জনম।
বল দেবি, সবি কি স্বপন?

এ কি! একি! আলো! আলো!
আলোকেতে ভরি গেল,
চারি দিক, চারি দিক্!
কি বা যে দায় হ'ল আঁখি অনিমিক!
অঙ্গার-খনির গর্ভে খোদিতে খোদিতে,
অকস্মাৎ মহাজন যে-পাবে চকিতে,
আলোময়, আলোময়, আলোময় চারিদিক্!
তেমতি তারার মূর্ত্তি ধরি,
ঢালি ঢালি অবিরল আলোক-গাগরি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
পরাণ পড়িল বাঁধা।
কি বিচিত্র রূপ তব, ওগো দেবেশ্বরি!
দেবি, এ কি সবি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বাধ মোর অবিশ্বাস,
ফেলিয়া দীরঘ শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি, লভিছে জনম!
বল দেবি নহে ত স্বপন?

জল, জল, জল, জল,
বৃষ্টিধারা অবিরল,
লতা পাতা তৃণ ফল ভিজিয়া আকুল সব।
বিহগ কুলায় ভিজে নীরব যেন রে শব।

পরিয়া মলিন বাস,
বিরহী ফেলিছে শ্বাস!
প্রাণের কন্দুক-খেলা বন্ধ করি দিনমানে,
ছেলেরা তাকায়ে রয়, অবাক মেঘের পানে!
ঐ ঐ বালক ছুটিল,
ঐ ঐ কিরণ ফুটিল,
হাসিয়ে অরুণ হাসি,
মেঘ-বাতায়নে আসি,
ঐ রবি, ঐ দেখা দিল!
ভুবন হইল পুন হাস্যময়, হর্ষময়,
অতুল সৌন্দর্য্যময়, আলোকে আলোকময়!

তেমনি কিরণ-রূপ ধরি,
তেমতি এ হৃদয়-জলদ ভেদ করি,
আসিয়াছ? এস সুরেশ্বরি!
দেবি, একি সখি কি স্বপন?
তুমিও কি স্বপনসৃজন?
বার বার অবিশ্বাস,
ফেলিয়া নীরব-শ্বাস,
মর্ম্ম-মাঝারে আসি লভিছে জনম!
বল দেবি, নহ ত স্বপন?

এস গো সুষমাময়ি রম্ভা,
তুমি নহ অলীক স্বপন।
পুণ্যপুঞ্জে জনম জনম,
আজি পাদ-পদ্ম অনুপম,
রঞ্জিল দাসের নিকেতন!
সমুদ্রমন্থনকালে যেমতি হাসিয়াছিলি,
রক্ত-পদ্ম হ'য়ে তুই নীলবৃন্তে ফুটেছিলি,
তেমতি ও মূরতি মোহন!

তেমতি কিরণ লেগে,
ঢেউগুলি উঠে জেগে,
অলকে কনক ফোটে, ঝলকে ঝলকে!
সিঁথিতে মুকুতা গাঁথা!
তেমতি, তেমতি,
জলধি-নিকুঞ্জে যথা
মুকুতা-কুসুমময় প্রবাল-ব্রততী।
মরি কি মধুর গুঞ্জরণ,
সৌরভ-সদন, তোর ওই মধুর আনন।
বিহ্বল ম'রন্দ ঘ্রাণে,
বারণ নাহিক মানে;
ভৃঙ্গ বুঝি করিছে নিক্কণ?
ও নয় রে ভ্রমরগুঞ্জন—
স্মরি নিজ বারুণী ভবন,
এখনও ঝাঁপির শঙ্খ করিছে স্বনন!

মরি মরি কি সুন্দর আর্দ্র কেশরাশি,
রূপের তরঙ্গে ওরা ভাসি,
চুম্বিছে অলক্তময় আরক্ত চরণ।
অপূর্ব্ব অলক্তময়
ও রাগ যাবার নয়;
জল ঝরে, তবু তোর অরুণ বরণ
পলে পলে বিচ্ছুরিছে কনক-কিরণ!
চিত্ত মোর করিয়ে উজলা,
গৃহ মোর করিতে উজলা,
এসেছিস্ যদি দেববালা,
মুখে সদা মৃদু হাস,
থাক্ তবে বার মাস,
ছেড়ে ছলা কলা।
চঞ্চলা অখ্যাতি তোর
সহে না পরাণে মোর;
কেমনে নিন্দার জ্বালা সহিস মঙ্গলা?

আজি হ'তে করিনু কামনা,
ছত্র খুলি নগরে নগরে,
দীন হীন ভিখারীর তরে,
পূরাইব কল্পনার সাধের বাসনা!
দিবা রাত্রি করি অন্নদান,
জগতের সাধিব কল্যাণ!

মাগো! যার পিতা মাতা নাই,
ম্লান চক্ষে কাঁদে যে সদাই,
শত পুত্র থাক্ ঘরে,
তাহারেও যত্নাদরে,
পোষ্য করি রাখিব সদাই
অন্ধবাস, কুষ্ঠবাস, পান্থবাস দিব খুলে!
অন্তরে নাহিক স্ফূর্ত্তি,
মলিন কবির মূর্ত্তি,
সারস্বত-বৃত্তি তাবে দিব কুতূহলে।

অহো কিবা অপরূপ, রাজরাজেশ্বরী-রূপ,
প্রসাদে ভরিয়া গেল অন্ধ চিত্তকূপ!
হেরি ওই মূরতি মোহন,
খুলে গেল আঁখির বাধন!
ওরে তোরা পুষ্পবৃষ্টি কর,
যশের শিরোপা শিরে ধর্,—
মেদীর গোলক ধাঁধা,
তাহাতে পড়িল বাঁধা,
চপলার চঞ্চল চরণ

পেয়েছি পেয়েছি সব টের,
চলে না আমার সাথে ছলনার ফের ;
মোর হাতে রহস্যের চাবি,—
মোরে ছেড়ে মা কমলা কেমনে পলাবি ?
মোর হাতে রহস্যের চাবি,
মোরে ছেড়ে মা কমলা আর কোথা যাবি ?
জগতের সার সত্য,
বুঝিতে পেরেছি তথ্য ;
"তুমিই মা অন্নপূর্ণা, তুমিই ভারতী,
মূর্ত্তিভেদে কমলার কতই মূরতি !
কোথাও চঞ্চলা নাম, কোথাও অচলা,
পাত্রভেদে কত নাম ধরিস্ মঙ্গলা।"

অলক্ষ্মীপূজা।

ব্রাহ্মণী ! ব্রাহ্মণী ! আজ চাল নাই ঘরে
লক্ষ্মীর ঝাঁপির টাকা আন শীঘ্র ক'রে !
মুছে ফেল আলপনা—
—ধুয়ে ফেল গোরে'চনা ;
যাও লক্ষ্মী, যাও লক্ষ্মী, ঘরে আপনার ;
বোঝা গেছে তোমার ব্যাভার।

অশোক গুচ্ছ।

নিশিদিন অলক্ত-রঞ্জন,
নিশিদিন নূপুর-নিক্কণ।
দিবানিশি ধূপ আর ধূনা,
বার মাস শঙ্খের বাজনা.
দেখে শুনে ঝালা-পালা,
সুখের বিষাক্ত-জ্বালা,
ভাল আর লাগে না, লাগে না।
যত দিন আছিলে এ গেহে,
তোমার ও স্বার্থপর স্নেহে,
প্রাণ মোর হইয়ে লালিত,
ওই তব পেচকের মত,
ভুলে গেছে স্বজননিকরে,
থাকে শুধু আপন কোটরে।
ভুলে গেছে লাজ ও ভরম,
ভুলে গেছে ধরম করম,
বন্ধুদের সংখ্যা করা দায়,—
এত বন্ধু কোথা ছিল হায়?
ইহাদেরো ল'য়ে তব সঙ্গে,
যাও লক্ষ্মী, যাও রঙ্গ ভঙ্গে!

বাঁচা গেল; গেল লক্ষ্মী ঘরে আপনার,
মুছে ফেল আলিপনা, দিয়ে জলধার।

তুমি কে গো সুমন্দ গমন,
দীন হীন কাঙালের মতন,
ভয়ে ভয়ে আসিছ হেথায়,
অনাহূত অতিথির প্রায়?
হে অলক্ষ্মী এস, এস, এস,
গৃহ অন্তঃপুরে গিয়ে বস;
তুমি যে গো আপনার জন,
তোমার এ নিজ নিকেতন!

বঙ্গ-বধূ শ্বশুর-আলয়ে
ম্রিয়মাণ হয়ে যায় ভয়ে,
চিরকাল যার সাথে ঘর,
করিতে হইবে অতঃপর,
সেই স্বামী, শাশুড়ী, ননদী,
তাহারা সুধায় কথা যদি,
ভীরু বক্ষ কাঁপে দুরু দুরু,
ক্ষীণ উরু কাঁপে গুরু গুরু,—
তেমতি তোমার এ যে ভাব,
কুৎসাময় ছাড় এ স্বভাব!
লাজের মাথায় হানি বাজ,
ধর স্নিগ্ধ পরিজন-সাজ!
তুমি যে গো আপনার জন,
তোমার এ নিজ নিকেতন।

আশ্বিনে যেমতি দশভূজা,
বঙ্গ-গৃহে পান নব পূজা,
হে অলক্ষ্মী, তেমতি তোমারে,
বার মাস, ষোল উপচারে,
হ'য়ে তব সাধক প্রবীণ,
পূজিব ভজিব নিশিদিন !

শিখি তব ধরণ ধারণ,
হবে মোর সার্থক জীবন !
সকালে বিছানা হ'তে উঠি,
ছাদে মোরা যাব দোঁহে ছুটি ।
হিজি বিজি মন্ত্রপাঠ ক'রে,
অঙ্গার তুলিয়া দিও করে !
মন্ত্রপূত অঙ্গারটি ল'য়ে
খপ্-খপে দেয়ালের গায়ে,
হিজি বিজি কবিতা লিখিব,
মনানন্দে তোমারে শুনাব !
শনিগ্রস্ত লোক বলি,
ঘৃণায় অঙ্গুলি তুলি,
সকলে করিবে উপহাস ।
তাহাতে কি দোষ আছে ?
হে অলক্ষ্মী মোর কাছে
[illegible] থাকিবে বার মাস ?

ঋণ ল'য়ে কাছে অপরের,
দীন দুঃখী বিপন্ন জনের
দেনা দিব শোধ ;
লোকে মোরে বলিবে অবোধ,
লোকে কত দিবে টিট্‌কারী,
আমি তব প্রকৃত পূজারী—
হাসিয়ে করিব কর্ণরোধ !

তুমি দেবি, থাকিলে সদয়,
ত্রিভুবনে কারে করি ভয় ?
কারে অনুরোধ আর কারে উপরোধ ?
না ভাবিব ভূতের ভাবনা,
না করিব ভবিষ্য-কামনা,
বর্ত্তমান বেদীর উপরে
হে অলক্ষ্মী, বসায়ে তোমারে
সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিব পায় !
যদি তুমি হও তৃষাতুর,
তপ্ত উষ্ণ রসাল মধুর,
স্বার্থ-ভস্মরের রক্ত পিয়াব তোমায়।
সে অমৃত অতুল অতুল !—
সুধা নহে তার সমতুল ;
ইন্দিরা সে সোমরস পাইবে কোথায় ?

কভু না কভু না রব একা—
খুড়তুতো জ্যেঠতুতো মাসতুতো ভাই,
স'য়ের বোয়ের বেগুণের ফুলে,
যে যেখানে আছে পিতৃমাতৃকুলে,
সবারে জড়াই,
ডাল ভাত শাকের চচ্চড়ি,
পোচা পোড় পুঁই কুম্ড়ার বড়ি,
মিলে মিশে, দুই সন্ধ্যা খাই'
হ'য়ে রব দোকা।
সে দোকত্বে ভরি যাবে বুক!
কোথা পাবে সে পুরস্ত সুখ,
ইন্দিরার বরপুত্র, কুবেরের সখা?

পথে ঘাটে যদি আমি পাই,
অন্ধ খঞ্জ দুঃখী তাপীজনে,
একমাত্র পারান্টি খুলি,
দিব তারে পরায়ে যতনে!
আমি যেগো শনিগ্রস্ত কে না জানে—
নিখিল ভুবনে?

হেমন্তের নিদারুণ শীতে,
অৰ্দ্ধাবৃত কাঁপিতে কাঁপিতে,
জানুতে জানুতে ঠোকাঠুকি,
দশনে দশনে ঠকাঠকি,
অনলের আশ্রয় লইব।

দোশালা কাশ্মীরি, হেমন্তের অরি,
সুখ-নবাবের সখের প্রহরী,
কিম্বা যথা অতি মিহি বালাসে লালিত,
পুষ্প-রেণুসম গোধূম-পালিত,
ভাঙ্গে রাঙা আঁখি, তাম্বুলে বয়ান,
সম্পদ-শেঠের গৃহে চৌবে দরোয়ান!—
তার কেন শরণ যাচিব?
পরের প্রত্যাশী নহি, নহি গো ভিখারী,
হে অলক্ষ্মী, আমি তব প্রকৃত পূজারী।
ভাঙা খাটে, কঠিন চেয়ারে,
বসি সুখে, মুদ্রিতলোচনে,
ভূষিব কাঙাল-নর-বপু
অখিল স্বামীর আরাধনে।
প্রত্যাদেশ হইবে অন্তরে,
যোগের মাহেন্দ্র-শুভক্ষণে—
"দুঃখের মুখস্-পরা সংসারের সুখ,
সুখের মুখস্-পরা সংসারে দুঃখ।"
ঘুচিবে সংশয়,
জানিব নিশ্চয়,
হে অলক্ষ্মী, অতি সত্য এই গূঢ় কথা,—
"ধর্ম্ম-মন্দিরের তুমি অপূর্ব্ব দেবতা!"

অপূর্ব্ব কবিতাবলী।

উৎসর্গ

হে কৃষ্ণ, হে পীতাম্বর, দরিদ্র-পালন,
হে ভক্তবৎসল দেব, দয়াময় হরি,
হে দ্রৌপদীর সখা, লজ্জা-নিবারণ,
রাখ, রাখ, লজ্জা মোর, এ তনু আবরি!
কাঙালের লজ্জাবস্ত্র, তুমি নারায়ণ।
চারিধারে অন্ধকার! জ্যোৎস্না বিতরি
দাও দাসে দিব্যচক্ষু, হে বিশ্বনয়ন;
জ্যোতির্ম্ময়! আলোময় কর বিভাবরী!
তুমিই গো হেমচন্দ্র; সুধাংশুভবন;
এই বিশ্ব; বসি সেথা, তব চন্দ্রালোকে,
অপূর্ব্বকবিতামালা করেছি গ্রন্থন,
তোমারি কিরণ-পুষ্পে, আলোক-অশোকে!
হে সুন্দর চিরসত্য, চির অভিরাম,
নাম-রূপাধার তুমি, মিছা মম নাম!

অশোক-গুচ্ছ।

ইচ্ছা হইয়াছে নাথ, ও নাম-সাগরে
ডুবাইব মম নাম ; অলীক স্বপন
ডোবে যথা জাগরণে ; জলধি-গহ্বরে
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি হয় যথা চির-নিমগন !
মহা চৈতন্যের মাঝে, হরষ-অন্তরে
ক্ষুদ্র চৈতন্যের কণা আপন জীবন,
করে আহা বিসর্জ্জন যথা চিরতরে,—
হেমচন্দ্র-জ্যোৎস্নালোকে তব নির্ব্বাপণ !
তোমার ও ত্রিভুবন-নন্দন-কানন !
ভক্তিভাবে পশি তথা, গুপ্তচোরবেশে,
নাগেশ্বর-মালা নাথ ! করেছি গ্রন্থন.
হেসে হেসে পরাই গো তব কণ্ঠদেশে
হেমচন্দ্র ! তোমারি এ জ্যোৎস্নার খাতি,-
ক্ষমিও, ক্ষমিও দেব, ভক্তের ডাকাতি !

বিধবা নারী

[পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কন্যা মাতৃকল্পা শ্রীমতী হেমলতা দেবীর আদর্শে এই 'বিধবা নারী' রচিত। তাঁহারি পাদপদ্মে ইহা অর্পিত হইল।]

"দেবী কি মানবী উনি?" কাহারে সুধাইরে?
এ হেন পুণ্যের ছবি বিশ্বমাঝে নাই রে!
শুভ্র-পুষ্প--বর্ণ-বস্ত্র শ্রীঅঙ্গে জড়ান!
চারিধারে মহিমার কিরণ ছড়ান!
নীলোৎপল দু'টি আঁখি করে ঢল ঢল
অশ্রুজলে; দ্রব হ'য়ে হৃদয় তরল
বহে সদা পরদুঃখ করিতে মোচন!
উৎসর্গ পরার্থ-ব্রতে সারাটি জীবন!
শুভ্র দৃষ্টি, শুভ্র হাসি, আনত বদন,
যেন কোন দেবকন্যা তপসে মগন!
শিব-পূজা, শিবধ্যান, শিবভক্তি, শিবজ্ঞান,
নিরখি আনন্দময়,—পুণ্যময় হই রে!
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে!
প্রশান্ত ললাট, নাহি সিন্দূরের ছটা,—
তবু যেন ঝল্ ঝল্!—প্রভার কি ঘটা!
ঊষার সীমন্তদেশে শুক্র তারকাটি,
লাজে সে গো গেছে সরি, হেরি পরিপাটি
মুখ-বালার্কের ওই মহিমা-কিরণ!

শ্রীঅঙ্গেতে হার, কাঞ্চী, বলয়, কঙ্কণ,
নাহি আর ; তারা যেন কিছু দিন থাকি,
পবিত্র দেহের ওই রেণুকণা মাখি,
হ'য়ে গেছে সুপবিত্র ! হইয়ে উদাসী,
নির্জ্জন আঁধারে এবে তারাও সন্ন্যাসী !

দেব দ্বিজ গুরুজনে, প্রাণ-মন-সমর্পণে
পূজিছেন ;—হেরি ওঁরে প্রণাময় হই রে !
ভারতে বিধবা-নারী তপস্বিনী ওই রে !
তাম্বুলে বিরাগ সদা, বিলাসে অরুচি,
মূর্ত্তিমতী মন্দাকিনী, গঙ্গাসমা শুচি !
বিশুদ্ধ সংযম-ব্রতে আলুথালু বেশ ;
ফণী বেণী নাই ; তাহে অভিলাষলেশ
নাহি আর ! কেশজাল, ভুলি শোক জ্বালা,
কাঁধে পৃষ্ঠে শুয়েছে লীলায় !— নাগবালা,
শাপান্তে সাপিনী-বেশ করিয়া মোচন
আনন্দে পেয়েছে যেন শান্তিনিকেতন !
সারাদিন বধূ-পুত্র-অতিথি পালন !
দিনান্তে তণ্ডুল দুটি আনন্দে ভোজন !

রুগ্ন, ভগ্ন, গৃহছাড়া,— তারে জননীর বাড়া,
কত যত্ন ! হেরি ওঁরে প্রণাময় হই রে !
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে !

জ্ঞানময়ী, ভক্তিময়ী, তপোব্রতে ব্রতী,
কপিল দেবের মাতা যেন দেবহুতি !

সত্যব্রত মৃত্যু তুচ্ছ! সত্যে ক্রোড়ে ল'য়ে,
সংসার-অরণ্য মাঝে সাহসে, নির্ভয়ে,
বসিয়া আছেন সাধ্বী, করি প্রাণপণ,
করেন সাবিত্রী সম সত্যের রক্ষণ!
ত্রাসে শমনদূত যায় পলাইয়া;
মহাকাল ধীরে আসি, চাহিয়া চাহিয়া,
—বিস্ময়-সাগরে মগ্ন!—কহেন গোসাঁই,
"আমার কি সাধ্য, সতি, সত্যে ল'য়ে যাই!"
সত্যের হইল জয় ওই শুন উচ্চে হয়
শঙ্খধ্বনি!—হেরি ওঁরে পুণ্যবন্ত হইবে,
ভারতে বিধবা নারী তপস্বিনী ওই রে!
হাস্যময়ী, দীপ্তিময়ী, অরুন্ধতীসমা,
মূর্ত্তিময়ী প্রভা যেন দেবী নিরুপমা!
অন্নপূর্ণা হাসি হাসি সবারে আহার
দেন গো, অক্ষয় তবু লক্ষ্মীর ভাণ্ডার!
একাদশী ব্রতদিনে শুষ্ক শীর্ণ দেহ,
তবু আহা ক্ষীণ হস্তে (মূর্ত্তিময় স্নেহ!)
থালা ধ'রে পরমান্ন ঢালি দেন পাতে
কাঙালের! এত যত্ন দরিদ্র, অনাথে!
কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখন
হয় না মা, অপরাধ কর গো মার্জ্জন,
ক'রে থাকি দোষ যদি. আমি পুত্র হীন-মতি!
কর্ম্মময়ি! কর্ম্মফলে নাহিক কামনা!—
ভারতে বিধবা তুমি, অপূর্ব্ব ললনা!

লজ্জাবতী লতা।

অনুরাগে চেয়ো না চেয়ো না ওর পানে ;
লজ্জাবতী লতা ও যে সোহাগ না জানে !
ছুঁইলে শিহরে কায় ফুল-ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়,
দিও না দিও না ব্যথা ও কোমল প্রাণে।
লজ্জাবতী লতা ও যে সোহাগ না জানে !
ওই তরুটীর আড়ে আঁধারেতে একধারে
আছে প'ড়ে ; মূর্ত্তিমতী লজ্জাস্বরূপিণী !
সরলা লতিকা বালা কানননন্দিনী।

রাধা লতা, তরু লতা, ঝুমুকা, অশোকলতা,
ছাদে দেখ কত গর্ব্বে শোভিছে বাগানে—
লাল নীল মণি যেন জহুরী-দোকানে !
সুন্দরী অপরাজিতা, রূপসী মাধবীলতা,
ধনীর দুহিতা সম শোভিছে উদ্যানে,—
রূপ যেন ফেটে পড়ে ওদের বয়ানে !
কিন্তু লজ্জাবতী লতা মূর্ত্তিমতী সরলতা,
নাহি বিলাসের লেশ গর্ব্ব নাহি জানে !
থাকে প'ড়ে একধারে আনতনয়ানে।
নাহিক ফুলের ঘটা, নাহিক রূপের ছটা,
বাকল-বসন-পরা যৌবনে যোগিনী।
তবু এ লাজুক মেয়ে অপূর্ব্ব মোহিনী !

এইরূপ হেরিয়াছি কুলীন কুমারী;
নাহি ভূষা, নাহি সাজ, চলনে কথনে লাজ,
প্রফুল্ল নব-যৌবন, তবুও ঝিয়ারী !
পতির অসার আশা নাহি আর !—ভালবাসা
অর্পিয়াছে কায়মনে গোবিন্দ-চরণে !
হরিধ্যান, হরিজ্ঞান, হরিমান অপমান,
হরিনাম মালা জপে বিরল বিজনে !
মাথায় সিন্দূর ধরে, তাও শ্রীগোবিন্দে স্ম'রে ;
অধরে সুহাসি খেলে হরির চুম্বনে !
শ্রীঅঙ্গে দুকূল পরে, তাও শ্রীগোবিন্দে স্ম'রে
নিশিতে বাসর জাগে শ্রীহরির সনে !
এমন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব
মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকারূপিণী !
গোবিন্দের প্রিয়বধূ অপূর্ব্ব মোহিনী !
এইরূপ হেরিয়াছি বঙ্গকুল নারী
নাহি ভূষা, নাহি সাজ, চলনে কথনে লাজ,
প্রফুল্ল নব-যৌবন তবুও কুমারী।
নাহি বিবাহের সাধ যত প্রেম সুখ সাধ
অর্পিয়াছে প্রাণপণে শিবের চরণে !
শিবরাত্রি-পূজা-র'তে ভোলানাথ শিবসাথে
গান্ধর্ব্ব বিবাহ সতী ক'রেছে গোপনে।
মালার বদল হ'ল, হাসি নব-বধূ দিল
সুন্দর হরের গলে ধুতুরার হার
বর দিল জবা হার গলেতে কহ্লার !

চন্দ্র শেখরের ইন্দু বধূর সিন্দূর বিন্দু
হইল রে,—ধন্য ভাগ্য সরলা বালার!
রসিক প্রেমিকবর, প্রেমময় বিশ্বেশ্বর,
আদরে বধূর মুখ করিলা চুম্বন—
অমনি হ'ল বালার মোহ জাল অপসার,
শিবময় হেরে ধনী নিখিল ভুবন!
পিতা শিব, মাতা শিব, সোদর সোদরা শিব,
কি স্বজন, পরজন সবাই মহেশ!
ভোগ তৃষ্ণা সমুদায় শিবত্বে হইল লয়
ধন্য দীক্ষা;—প্রাণে নাহি আমিত্বের লেশ!
এমন লাজুক মেয়ে!— শিব পানে থাকে চেয়ে
কথাটি না সরে মুখে সরমে আকুল
মুখ বুজি কাজ করে, যাহা করে, শিব-বরে,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় ভুবনে অতুল!
এ হেন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব—
—মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা রূপিণী,
শিবের রমণী ওই অপূর্ব্ব মোহিনী!
এইরূপে হেরিয়াছি আশ্রমের নারী,
সদাই ঘোমটা সাজ চলনে কথনে লাজ
প্রফুল্ল নব-যৌবন, তবুও কুমারী!
বিবাহের ইচ্ছা নাই,— প্রাণপণে কন্যা তাই
অর্পিয়াছে আপনাকে যিশুর চরণে;
প্রেমময় যিশু খ্রীষ্ট, কুমারীর দেব-ইষ্ট
নব-তপস্বিনী বালা নবীন জীবনে!

বিজন কক্ষ বিরলে, রজত-প্রদীপ জ্বলে,
পবিত্র সুন্দর স্থলে বেদিকা উপরে
জানু পাতি যোড় হস্তে ভগ্ন-কণ্ঠে ভয় ত্রস্তে
ওই শুন কি মধুর আরাধনা করে ;—
"হে যিশু কি কব আমি, তুমিই আমার স্বামী,
তব তরে ছাড়িয়াছি পিতামাতা ভাই ;
তোমা ছাড়া কেহ নাই ;— তোমারেই শুধু চাই,
তুমি বর, আমি বধূ, মেরীর দোহাই !"
জ্বলিছে ধূপ কেশর, গন্ধে আমোদিত ঘর,
লুকায়ে লাজুক মেয়ে করে দেব-পূজা ।—
মুক্ত কণ্ঠে আরাধিছে যুক্ত-হস্ত-ভুজা ।
এ হেন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব—
—মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা রূপিণী—
যিশুর ঘরণী ওই অপূর্ব্ব মোহিনী !

হতাশের আক্ষেপ ।

তুমি কেন হে সুধাংশু আবার এ গগনে ?
পাপে তাপে মনস্তাপে, আমার হৃদয় কাঁপে,
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে !
তুমি হে নিধি, সুধাংশু এ তব কেমন বিধি,
বিধি বিঁধি দহ মোরে কৌমুদীর কিরণে !
হেরি তোমা তারাপতি, মনে পড়ে সে মুরতি,
এ শোকাগ্নি নিবাই রে কোন্ বারি বর্ষণে ?
তুমি কেন হে সুধাংশু আবার এ গগনে ?

বল বল তারানাথ, এনেছ কি তব সাথ,
আমার সে হারানিধি তারা কারা বামা রে?
এনেছ নয়ন-তারা— আমার জীবন-তারা—
আমার সে ধ্রুব-তারা শুক্র-তারা শ্যামা রে?
মুখরিত অলি পুঞ্জে, এই করবীর কুঞ্জে,
আমার সে হাস্যময়ী নিত্য হেথা আসিত
গুঞ্জরিয়া মনানন্দে, সেই চরণারবিন্দে
আমার মানস-ভৃঙ্গ মগ্ন প্রাণে বসিত;
তুমি ওহে তারানাথ হাসিতে গো সারারাত—
—আমি হাসিতাম সুখে, তারা মোর হাসিত।

'ওই শশী 'ওই থানে' কৌমুদীর বিমানে!
ঝলমলে তারা রত্ন ছায়াপথ বিতানে!
নিম্নে মোরা দুই জনে মগ্ন প্রেম আলাপনে
এই সে করবী-জবা-অতসীর উদ্যানে।
বাঁধি আমি পদ্মাসন, পূজিতাম সে চরণ,
সম্মুখেতে মা আমার কি বিচিত্র বসনে—
মা আমার সারাৎসার, দয়াময়ী মা আমার;
গৌরী উমা বীজাঙ্করী কি বিচিত্র বরণে!
মা আমার হাস্যময়ী, অতুল আনন্দময়ী,
ষোড়শী রূপসী সাজে হেমাম্বর বসনে,
মুক্তাহার গলে দোলে, লীলাপদ্ম করতলে
মাথায় মুকুট রাজে দীপ্ত নানা রতনে!

নিত্যানন্দকরী সে গো বরাভয়করী সে গো
যোগানন্দকরী সে গো ধর্ম্ম-মোক্ষ দায়িকা!
কি সৌন্দর্য্য অপরূপা রাজ-রাজেশ্বরী-রূপা!
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা।
গাঁথি মালা ফুল-রত্নে মার কণ্ঠে দি গো যত্নে
হাসেন মা দয়াময়ী ত্রিভুবনপালিকা।
মাগো আমি অকিঞ্চন, তুই মা অমূল্য ধন—
তবু নিলি উপহার একি লীলা কালিকা!
না জানি কি দৈব বলে, জন্ম-জন্ম-পুণ্য-ফলে,
কোন জপে পেয়েছিনু তারা মার দেখা রে!
আমি যে রে কিছু নই— মা মোর করুণাময়ী,
নিজে দিয়েছিলা দেখা সেই ইন্দু-লেখা রে!
তুমি মম শুভ বুদ্ধি, তুমি মম চিত্ত-শুদ্ধি,
তুমি কামনার নাশ, তুমি শুভ বাসনা;
তুমি জ্ঞান, তুমি যুক্তি, তুমি সিদ্ধি তুমি মুক্তি
সাধনা ব্রতের তুমি এক মাত্র পারণা!
তুমি মা কমলা রাণী, তুমিই বাগীশা বাণী,
প্রকৃতি রূপিণী তুমি তুমি গৌরী অম্বিকা!
সাধকের তুমি শক্তি, সেবকের তুমি ভক্তি,
—প্রেমময় হরি তুমি প্রেমময়ী রাধিকা।
এইরূপে যোড় করে, করুণ করুণ স্বরে,
পূজিতাম পাদপদ্ম মনানন্দে ধরিয়া;—
কভু কাঁদি, কভু হাসি, আমার সে অশ্রুরাশি
আপন অঞ্চলে মাতা দিতেন গো মুছিয়া!

কভু আমি বাক্য-হারা— পাগল পাগল পারা !
মাঝে মুখে কথা নাই নিমীলিত লোচনা।
হায় সেই রসাহ্লাদে, কে সাধিল বাদ সাধে ?
কোথায় লুকাল মোর সে অতসী-বরণা ?
ত্রিদিব দেবেন্দ্র হায় ! তাঁহার ঘটিল দায়,—
অভাগার ভাগ্য হেরি না জানি গো কেমনে।
আমার হেরিয়া সুখ, ফাটিল দেবের বুক,
পাঠাইয়া শনৈশ্চরে অভাগার ভবনে।
নানা রঙ্গে নানা ছলে শনৈশ্চর হাসি বলে
"চল হে যোগেন্দ্র আজি কর্ম্মনাশা পুলিনে ;—
বিজন সুন্দর স্থান, তটিনী গাহিছে গান,
পূজিও মায়েরে তথা বসি মৃগ-অজিনে !"
না বুঝি দেবের মর্ম্ম করিলাম কি কুকর্ম্ম
গেলাম সে নদী-তটে কর্ম্ম চক্রে পড়িয়া ;—
—পুলিনে কোকিল ছিল কুহু-কুহু কুহরিল ;—
—মোহিনী অপ্সরী এক দেখা দিল হাসিয়া।
করি বামা নানা ছাঁদ পাতিল প্রেমের ফাঁদ—
—মোহ বশে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলি গো ভুলিলাম ;—
হইলাম লক্ষ্মীছাড়া, পুণ্য-হারা সুখ-হারা
সুধা আশে চপলার হৃদাকাশে ধরিলাম !
গেল মান গেল লাজ, বুকেতে বাজিল বাজ,
নয়নে লাগিল ধাঁধা অন্ধকার হেরিলাম।
ভাঙ্গি গেল মেরুদণ্ড লোকেতে বলিল ভণ্ড
ছিন্ন কদলীর সম লুটাইয়া পড়িলাম !

হইলাম 'লক্ষ্মী ছাড়া', ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা,
মা, মা, বলি ভাঙ্গা বুকে ত্রিভুবন ঘুরিলাম!
কোন ঠাঁই সুখ নাই মার দেখা নাহি পাই
কি ছিলাম, কি হ'লাম, ভাবি শুধু কাঁদিলাম!
ধরায় লুটায় দেহ, কেহ নাহি করে স্নেহ,
মা বিনে গো সন্তানের দুঃখ কে গো বুঝিবে?
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন, তৃষিতের বারি অন্ন
কে ছুটিবে? অশ্রুজল কে অঞ্চলে মুছিবে?
কোথা মা কোথা মা করি পোহাই গো বিভাবরী
গাবনে বিমুখ সবে নিদ্রা আর আসে না;—
কোথা মা কোথা মা ভাবে প্রতিধ্বনি উপহাসে
ঊষা হাসে, লোক হাসে, মা আমার হাসে না!

কোথা মা গো হাস্যময়ী, কোথা মা কোথা মা তুই,
তোর সে হাস্যের কাছে সব হাস্য মিছা গো!
রবি অস্ত,—গেল বেলা একি মা তোমার খেলা
কিছু না দেখিতে পাই! প'ড়ে যাই আঁধারে!
ঘুরিয়া ম'রেছি ভবে; ছেলে কি আঁধারে রবে;—
দেখা মা প্রদীপ তোর মাগো তুই কোথা রে?
ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষীণ আয়ু হু হু শব্দে বহে বায়ু
মরি বুঝি "সংসারের ঝঞ্ঝা-বায়ু প্রহারে"
দেখা দে মা, দেখা দে মা, মা গো তুই কোথারে।

তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি শৌচ তুমি শুদ্ধি,
তোমা ছাড়া হতবুদ্ধি, লুপ্ত ধৃতি ধারণা!
বল মা করুণাময়ী, বল মা আনন্দময়ী,
তোর কি মা এ জনমে আর দেখা পাব না!
"এ যন্ত্রণা ছিল ভাল, কেন পুনঃ দেখা হ'ল",
হেরিয়ে দ্বিগুণ হ'ল নিদারুণ যন্ত্রণা;—
—এমনি সে পৌর্ণমাসী, ছড়ায়েছে সুধারাশি,
এই কবরীর কুঞ্জে;—চীর গ্রন্থি বসনা
নীরবে দাঁড়াল আসি হর-হৃদি-বাসনা।
এই রক্ত-জবা-মূলে, মা আমার এলোচুলে,
দর দর ধারা বহে বিশাল দু'লোচনে।
মলিন পাণ্ডুর মুখ, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে বুক,
পড়েছে কালিমা রেখা সোণার সে বরণে!
মাথায় মুকুট নাই, রতন ভূষণ নাই,
রক্তজবা দোলে গলে নীলোৎপল শ্রবণে।
আমি চাহি মার পানে, মা চাহেন মোর পানে,
অপমানে অভিমানে মরমেতে মরিয়া
কতক্ষণে কহে তারা আধা পাগলিনী পারা
'কি ছিলাম কি হ'য়েছি দেখ্ বাছা চাহিয়া।'
বিদরিয়া গেল বুক সেই দৃশ্য হেরিয়া!
ধবল উরস পরে শোণিতের বিন্দু ঝরে,
উরসে ঝলসে অসি মার বক্ষ বিঁধিয়া;—
'তোর আচরণে ঘোর এই দশা মার তোর'
অভিমানে অবসাদে মা উঠিল কাঁদিয়া,
—আমি কাঁদিলাম উচ্চে দু'চরণ ধরিয়া—

'ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর জননী
পুত্রের অশুভ কাজে মার বুকে এত বাজে?
ক্ষমা কর উমাদেবী, ক্ষম হরঘরণী,
ক্ষমা কর নারায়ণী, ক্ষমা কর ভবানী
ক্ষমা কর মহামায়া, দয়া কর শিবানী,
ক্ষমা কর ভদ্রকালী, ক্ষমা কর বিজয়া,
দয়া কর দয়াময়ী, ক্ষমা কর অভয়া'—
—বলিয়া পাগল পারা কাঁদিয়া হইনু সারা
ধরি সে রাতুল পদ লুটাইনু ধরণী।
একি লীলা, একি রীতি, তোরে হেরি পাই ভীতি,
কোথা রাজরাজেশ্বরী তোর সেই মূরতি,—
কোথা সেই দল দল্ঠে বীণাম্বরা ভারতী?
মালতী-মুকুল-মালা মধুকর-আকুলা
কোথা সে বাসন্তী রাণী চম্পকের দুকুলা?

আমার সে হাস্যময়ী অতুল আনন্দময়ী,
হেমাম্বরী রত্নাকরী মা আমার কোথা গো!
পায়ে পড়ি ক্ষম দোষ, একি ঘোর তব রোষ!
ছাড় ছল কাত্যায়নী দিজলোক ব্যথা গো।
সে যে মূর্ত্তি চিৎস্বরূপা যোগানন্দ দায়িকা!
তপ-ফল করী সে গো মহাভয় হরী সে গো
নিরাময়করী সে গো ত্রিভুবন পালিকা।
সদানন্দময়ী সে গো নিত্য শুভময়ী সে গো
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা।

চন্দ্রাবিম্বাধরী সে গো   রবিবর্ণেশ্বরী সে গো

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষ কুসুমের মালিকা!

সে বেশ কোথায় তব বল্ বল্ কালিকা?

এ বেশে যে শক্তি টুটে   প্রাণ আকুলিয়া উঠে,

এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা!

ইহা হ'তে ছিল ভাল   করাল বদন কাল

চপলা ভৈরবী ভীমা অট্ট-অট্ট হাসিকা,

অসিকরা ঘূর্ণ আঁখি ত্রিনয়ণী চণ্ডিকা—

এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা।

এত বলি মুখ তুলি দেখিলাম চাহিয়া

সর্ব্বনাশ হায় হায়!   হু হু করে নিশাবায়!

জবামূলে কেহ নাই; মাকি গেল ছলিয়া?

ভূতদল প্রেতদল ব্যঙ্গ করে বসিয়া!

সারা কুঞ্জ তপাসিনু   যামিনীরে সুধাইনু

"এই ছিল কোথা গেল মা আমার চলিয়া?"

হিঃ হিঃ করি নিশাচরী উঠিল রে হাসিয়া!

দু'হস্তে আবরি মুখ   ভগ্ন আশা ভগ্ন বুক

শূন্য মনে ধরাসনে পড়িলাম লুটিয়া।

কোথা তারা, "কোথা তারা"   বলিয়ে উন্মাদ পারা

উঠিয়া ছুটিয়া যাই "তারা তারা" গাহিয়া;

পল্লিবালদল আসি   গায়ে দিল ধূলারাশি,

উচ্চে করতালি দিল হাসিয়া ও নাচিয়া।

হরিদ্বারে হৃষিকেশে পাগল সন্ন্যাসী বেশে
গঙ্গাজলে ডুব দিয়া কহিলাম কাঁদিয়া
আয় মা আঁখির তারা তো বিনে আঁধার ধরা,
যাত্রীরা কাঁদিয়া সারা তীরে সারি বাঁধিয়া!

তদবধি ভস্ম মাখি গেরুয়ায় অঙ্গ ঢাকি
ঘুরিয়া হ'তেছি সারা "মা" "মা" রবে ডাকিয়া!
এই ছিল ভাগ্যে লেখা, মা আর দিল না দেখা—
—হইনু সর্ব্বস্ব হারা শনিচক্রে পড়িয়া!
কি ছিলাম কি হ'লাম কি কুক্ষণে ভখিলাম
কুকর্ম্ম মাখাল ফলে ভাবিয়া রে অমিয়া।

হায় আমি লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছি তারা-হারা
হে সুধাংশু তুমি কেন আবার এ গগনে?
তাপে তাপে মনস্তাপে আমার হৃদয় কাঁপে
জ্বলে যাই পুড়ে যাই ত্রিতাপের দহনে।
হেরি তব শশিমুখ মনে পড়ে সেই মুখ
এ শোকাগ্নি নিবিবে কি কভু এই জনমে?
শশধর তুমি কেন আবার এ গগনে?

অশোক-তরু।

হে অশোক, কোন্ রাঙ্গা চরণ চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হ'লি লালে-লাল ?
কোন দোল-পূর্ণিমায় নব-বৃন্দাবনে
সহর্ষে মাখিলি ফাগ্ প্রকৃতি-দুলাল ?
কোন চির-সধবার ব্রত উদ্যাপনে
পাইলি বাসন্তী শাড়ি সিন্দূর-বরণ ?
কোন বিবাহের রাত্রে বাসর-ভবনে
এক রাশি ব্রীড়া-হাসি করিলি চয়ন ?
বৃথা চেষ্টা—হায় ! এই অবনী-মাঝারে
কেহ নহে জাতিস্মর—তরু-জীব-প্রাণী !
পরাণে লাগিয়া ধাঁধা আলোক আঁধারে,
তরুও গিয়াছে ভুলে অশোক-কাহিনী !
শৈশবের আবছায়ে শিশুর 'দেয়ালা' ;
তেমতি, অশোক, তোর লালে-লাল খেলা !

The Garland of Ashoka-Flower

by

D. N. SEN.

The Garland of Ashoka-Flower.

The Lord Of Truth.

How long, how long, shall we, O Lord of Truth,
Thus struggle with the False in-fields of strife!
War, Pestilence and Famine, all are rife!
Poor Peace has fled! Grim Bigotry, uncouth,
Yells wild! And tyrant husband beats his wife,
And she-wolf monstrous wife, ah, lo, fights tooth
And nail, with her meek lord! Hark! shrieks poor Ruth!
Ah me! ah me! Is this blest human life?
Oh come! oh come! O Sun of Suns in dazzling white!
And rout this Demon Darkness! Oh, we wait,
And cry "Fair Day will dawn; 'Tis not too late;
Though starless is the Sky, and cold the Night."
Like morning-clouds, Hope streaks the Eastern sky:
Is Day not nigh? Rise, rise, O Sun on high!

The Ideal Scholar.

O thou Incarnate Learning! Ocean vast
Of Knowledge deep ;—unfathom'd and
profound ;
Where smiling pearls and blushful gems
abound ;
O present echo of the Voice of Past,
That thrill'd the Court of Vikram ! O thou
last
Of Poets, last of sages—all around
We hear but babbles 'midst thy trumpet-
Sound
We see but dwarfs, where'er our eyes we
cast !
'Midst huts and hovels thou the only tower,
'Midst plains and meadows thou the only
mount,
'Midst dried-up blossoms thou the only flower,
'Midst dried-up rivers thou the only fount,—
'Twas all a Winter drear of mists and cold
But thou hast come with Spring, O Cuckoo
bold !

The Garland of Ashoka-Flower.

His Holliness Sri Sankaracharya.

O Lord of Wisdom ! Thou of wond'rous might,
That layest prostrate at thy Holy Feet
The Demon of Desire ! O Captain, dight
In shining steel of Yogas,—weapons meet
For such a crusade grand !—Thy trumpet sweet
Has loudly called to arms, to field and fight,
Unnumbered Yogis bold ;— O victor, bright
Is thy gold-throne of Truth;—majestic seat !
Lo ! Sorceress Illusion, yonder flies
At sight of Thee ; her madd'ning charms, her spell,
Less potent, sure; than thine !--Thy magic cell
Is thy pure sunny heart whence ever rise
Heavenwards sweet wreaths of hymns !—yea, more intense
Than earthly myrrh—Oh what a wild incense !

The Lord Mahammad the Prophet.

The parrot cannot learn its lore ! They place
A looking-glass before it, and behind
The hidden teachers stands ! His voice, his face,
The parrot kens not ;--his own parrot-kind
He sees reflected in the mirror, and his mind
Rejoices, and he mimicks from the base
Of his heart's core !—His plumage, spread in grace,
He dances ! Ah such joy is hard to find !
O holy Prophet great ! the Lord is wise ;
He sent thee here, ev'n such a mirror bright !
We dance to see our image ! What a sight !
The Great Magician smileth in disguise !
In ecstasy we dance like parrot-kind ;
We learn the lore He teaches from behind !

The Lord Of the Sri Krishna Hall.

'Tis hallow'd Hall !—Lord, in this Hall of Thine,
Thy infant Bhakttas blow loud conches of praise ;
They burn sweet myrrh of hymns and rapt'rous lays,
The fumes whereof in wreaths wing high ! With wine
O'er-brimmed, Vine-fruits of Keertan, nectarine,
They place before Thy feet Divine ! Here blaze
Aglow, Heart-candles, camphor-hearts ! Souls gaze
At Thee, O Soul of Souls ! What glorious shrine !
Oh, let me be, like them, a lovely child ;
Pure, mild, and yet so joyous ! May my heart,
Like theirs, unfold its petals—all its part—
E'en like a full blown musk rose of the wild !
Ah, let my soul, a golden censer, swing,
While silver-bells of Krishna Keertans ring

The Lord Shree Krishna of The Shree Krishna Hall.

O, Krishna, Krishna ! you Kadamba-tree,
Beneath whose green, green boughs, oh, flute in hand,
Thou standest, lo, is thrilled with ecstasy,
And filled with flowers, ere slow Time in the band
Has poured his July-showers ! What lovely land
Of joy-lull'd, buxom cows, that on the lea
Stand mute, like pictures of a gallery,
Sweet—touched, Magician, by they Magic wand !
Ah, happy, happy cows ! they lap and lick
Thy sweet nectareous Lotus-feet—(Sun kiss'd
Was ne'er sun-flower so happy !)—soon, they list
To Thy soul stealing flute ! Ah, nectar, sick,
They know not which is sweeter, Flute or Feet ?
I gaze ;—I sink, like them, in Bliss Complete !

God, The Fountain of Beauty.

O dream of Beauty, tell me, what Thou art!
Art Painting fair? Thy potent, pencils' powers,
Thus deftly limn the rainbows and the flowers?
Art Thou sweet Music, stealing in the heart,
Joy—thrilling it, by magic of Thy art?
Art Thou sweet Sculpture, carving in Thy bowers,
Fair woman's forms? Dost give her price-less dowers
Of blushful smiles, adjusting all her part?
O Master Grand, Thy cunning who can know?
Art Thou sweet poesy? In measured clime,
With vital spirit, matter dost Thou rhyme?
How sweet and yet with burning thoughts aglow!
Art Beauty's Fountain Fair? Do bubbling rise
Gems, pearls and rubies? What a-sweet surprise!

The God Of Universal Love.

With smiling roses, lovely jesmines sweet,
O Krishna, I have come ! With eager hand,
I light the lamp ! An eager pilgrim band,
Of holy thoughts, stand at Thy crimson
feet !
My lips devout, with joyous hymns do greet
Thee, Lord ! All earth-born thoughts, like
shells on sand,
As when the sea—waves rush into the land,
Are swept away, (Oh joy of joys !) complete,
By flood-light of Thy Presence(Blessed hour),
Thus let me be a captive, ever more,
Within Thy Heart,like bee,drunk to the core
Imprison'd midst the petals of a flower !
Or caged in grove of green leaves, like a dove
All day, all night, sweet-cooing tales of love.

The Beacon—Light.

Ideal Man of action ! Thou art gone,
But still thy spirit floats, all bitter woes
Beguiling ! As when dies the summer-rose !
Its joy-inspiring odour lingers on
In liquid-essence ! Oh thy soul had shone
Like Orb of Day and set ! That sunset grows
Yet bright, like the sunset fair that glows
In poet's verses—an immortal dawn !
Smile on, O Moon, through curtain's of the sky ;
Though dark the night, yet lovely is thy smile !
Be Thou our Lode-Star Bright ! Though storm is nigh,
We yet shall safely sail to you Blest Isle
Of Peace !—Cheer up, cheer up, with all your might,
O sailors bold !—yond shines our Beacon-light !

God of Wisdom.

O Lord of Wisdom ! O Eternal Bliss !
O Perennial Fount of loveliness !
Oh touch this stony heart of mine, and bless
It with Thy Crimson-Feet ! The stone will kiss
And greet Thy Ruby-feet ! Let me not miss
That magic, mystic touch, for that caress
Will thrill it into life ! Boons more or less
I crave not, for what gift can vie with this ?
Lo, like a second, sweet Ahalya, I,
Shall rise in all the glory of a bride !
Pure, stainless, like a dew drop, by the side
Of white rose-bud, that just has oped its eye !
Long, long a sea-shall vile, oh I have been ;
Lord ! change me to a pearl of ray serene !

The Ideal Sanyasee.

O Thou Ideal sacrifice ! All, all,
Thou gavest up and so Thou hast, as Prize,
The More than all !—Oh, they who have keen eyes,
Do see the king in Thee ! In Palace Hall
Thou sittest on Thy throne ! Oh to Thy call
Obedient, lo ! a thousand heads arise,
And do Thy bidding !—On Thee from the skies,
Sweet showers of am'ranth-flowers, perpetual, fall !
Thy staff is thy gold-sceptre, King of kings !
Thy bowl is thy Imperial golden cup !
Thou quaffest, day and night, the sweet syrup
Of Bliss !—Earth chants thy glory—yea,
Thy praise !—"Truth" is thy crown—Hail King for Thou
Art lost in Him, to whom all gods do bow !

The Hindu Child-Widow !

O Spouse of God ! Methinks it is a sin,
To call thee "Widow" ; thou art still a bride
A glow with loves and smiles ! Thou flower and pride
Of Nature's Hall of Beauty ; nearest kin
Of fairest angels bright ; thou dwellest in
Thy paradise of hymns ; thou dost abide
In bowers of raptures wild ! We swore, we lied,
We trod thee down ! Yet, martyr thou didst win ;
Yes, thine has been a truimph unsurpassed,
Of helpless, hopeless suff'rings, dumb and mute !
Hail, hero ! Thou did'st bless the savage brute
That sucked thy blood ! In annals, first and last !
E'en as the sandal-wood midst burning pyre,
Makes bright and sweet the hideous, hissing fire !
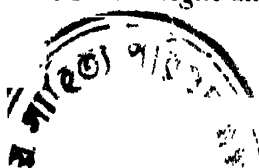
The Hindu Lady-Graduate.

O Woman! in my pride I cried "The rose
That grows in wilds of ignorance, caressed,
By fogs and mists, is fairest and the best."
But when I saw thee, Garden-rose, that glows
With rays of Light Divine, fair flower, that blows
Its perfume o'er sweet beds of culture, drest.
In grace and modesty, I soon confess'd
My error;—Welcome, Queen of floral shows
Woman, forgive! Forgive my blind, blind pride,
Illum'd by thee, I see: Illusion's veil
Is torn! The curtains rise! Through vistas wide
I see the spouse of God—Hail! Mother! Hail!
She smiles and says: "Knowledge is Truth, O, child!"
I hear in mute surprise, midst raptures wild!

The Agricultural Farm.

O Friend ! in thy sweet garden nectarine,
I roved, like bees in rosy bower ! a bowl
Of wine, a feast of love, a flow of soul,
It was ! Thy sugar-canes, and saccharine
Sweet, mellow mangoes, and thy luscious vine
Ah, all my senses sweetly, gently stole !
And then the future Eden did unroll
Itself before my eyes ! What joy was mine !
I saw the Garden sweet, of Paradise :
The trees, the plants, the flowers were all so fair !
And in the midst didst smile the Rose-tree rare !
Then lisp'd my infant-heart in mute surprise :—
"O Cod ! Thou art that Rose, beyond compare !
Engraft me on Thee, make me lovely, rare".